পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 184 Thursday, 5 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৮৪ সংখ্যা ❋ ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ৫ জুন ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

এক মাস পর ছুটি বাতিলের নির্দেশিকা প্রত্যাহার করল রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুনঃ প্রায় এক মাস পর ছুটি বাতিলের নির্দেশ প্রত্যাহার করল রাজ্য সরকার। গত ৭ মে রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের তরফে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল, আপাতত কোনও ছুটি নিতে পারবেন না সরকারি কর্মীরা। গত মাসে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর সীমান্তে যে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়, সেই কারণেই ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। নির্দেশিকায় সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মঞ্জুর হওয়া ছুটি বাতিল করা হয়। শুধুমাত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত ছুটি আওতার বাইরে রাখা হয়। নবান্নের অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পিকে মিশ্রর সই করা নির্দেশিকায় বলা হয়, জনস্বার্থে এবং সরকারি পরিষেবার রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে এই আদেশ জারি করা হচ্ছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা কার্যকর থাকবে। পরে পরিস্থিতি শান্ত হলেও ছুটি বাতিলের নির্দেশিকা তুলে নেওয়া হয়নি। আগে থেকে যাঁদের ছুটি নেওয়া ছিল, তাঁদেরও ছুটি বাতিল হয়ে যায়। নবান্নের নির্দেশিকার পর কলকাতা পুরসভার ছুটিও বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে সেই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করা হল। অর্থাৎ এবার থেকে স্বাভাবিক নিয়মে ছুটি নিতে পারবেন সরকারি কর্মীরা। উল্লেখ্য, বছর দশেক আগে সারা চাকরিজীবনে একবার এলটিসি পেতেন সরকারি কর্মীরা। ২০১৫ সালে অর্ডার বের হয় যে রাজ্যের মধ্যে ঘোরার ক্ষেত্রে ৫ বছর অন্তর এই সুবিধা পাওয়া যাবে। আর দেশে ঘোরার ক্ষেত্রে ১০ বছর অন্তর মিলবে এই সুবিধা। সেই মতো এ বছর হচ্ছে রাজ্যের বাইরে ঘোরার ক্ষেত্রে সেই সুবিধা নেওয়ার বছর। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে আশঙ্কা ছিল, ছুটি বাতিলের নির্দেশিকা প্রত্যাহার না হলে সেই সুবিধা পাওয়া যাবে কি না। সেই আশঙ্কার অবসান ঘটল।

স্মার্ট মিটারে বিল আসতেই মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল দম্পতির

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৪ জুনঃ স্মার্ট মিটার নিয়ে রাজ্যবাসীর এখন চরম বিভ্রান্তি। বিভিন্ন জেলায় গ্রামাঞ্চলে জোর করে স্মার্ট মিটার বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি নতুন মিটারে বাড়ছে বিদ্যুতের বিলও! এবার এই অভিযোগ ঘিরে বিড়ম্বনায় ব্যান্ডেলের বাসিন্দারা। ব্যান্ডেল কেওটা শরপার্কের বাসিন্দা দম্পতি সুশান্ত জোশেফ ও পম্পা জোশেফ। তাঁদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসেছে গত মাসে। চলতি মাসে বিল এসেছে প্রায় বারো হাজার টাকা। পম্পা জোশেফ বলেন, ''আমরা স্মার্ট মিটার বসাতে চাইনি। জোর করে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে। এখন বিল দেখে মাথায় হাত। কী করে এক মাসে বারো হাজার টাকা দেব!'' সুশান্ত গুজরাটে থাকেন। বাড়িতে দুই মেয়ে নিয়ে থাকেন। তাঁর স্বামী গুজরাট থেকে মেল করে মুখ্যমন্ত্রী, বিদ্যুমন্ত্রী,

বিদ্যুৎ দফতরে চিঠি করে অভিযোগ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''আমরা চাই পুরোনো মিটার ফিরিয়ে দেওয়া হোক।'' হুগলি রিজিয়ন বিদ্যুৎ দফতরের রিজিওন্যাল ম্যানেজার মধুসূদন রায় গ্রাহকের কনজিউমার নম্বর সার্চ করে তথ্য নিয়ে জানান, স্মার্ট মিটার বসানোর পর ওই গ্রাহক ৫১৭ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ করেছেন। আগের মিটারে ৮৪৪ ইউনিট বাকি ছিল। পুরোনো বিল ব্যবস্থায় কোয়ার্টারলি অর্থাৎ তিন মাসের বিল একসঙ্গে করা হত। যে তিন মাস বিদ্যুৎ খরচ হত, তার পরের তিন মাস সেই বিল দেওয়ার সুযোগ থাকত। এখন স্মার্ট মিটারে প্রতিমাসে বিল দিতে হবে। প্রথম বার বিলের ক্ষেত্র যেহেতু বকেয়া বিদ্যুৎ খরচের হিসাব ধরা হচ্ছে, তাই বেশি মনে হতে পারে। তাঁর কথায়, সেক্ষেত্রে যদি কোনও গ্রাহক বিদ্যুৎ দফতরের অফিসে আবেদন করেন তিনি কিস্তির সুযোগ পাবেন। স্মার্ট মিটার নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বোলপুরের আইসি লিটন হালদারের বিরুদ্ধে শুরু হল বিভাগীয় তদন্ত, সূত্র

অনুব্রত কাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুনঃ বোলপুরের ভাইরাল অডিও কাণ্ডে এবার থানার আইসি আইসি লিটন হালদারের বিরুদ্ধেই বিভাগীয় তদন্ত শুরু করল জেলা পুলিশ। সূত্রের খবর, তদন্তের স্বার্থে আইসির মোবাইল ফোনটিও সিজ করা হতে পারে। গত বৃহস্পতিবার বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে হুমকি ও নোংরা গালিগালাজের অভিযোগ উঠেছিল বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে। সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হয় অডিও। তাতে আইসি এবং তাঁর মা ও স্ত্রীর উদ্দেশে অনুব্রতকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শোনা যায়। ওই

ঘটনায় কড়া বিবৃতি জানায় তৃণমূল। এরপরই দলের চাপে পড়ে প্রকাশ্যে ক্ষমাও চেয়ে নেন অনুব্রত। মোবাইল হুমকি কাণ্ডে অনুব্রতর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলাও রুজু করে পুলিশ। দু'বার পুলিশ তলব করলেও এখনও হাজিরা দেননি কেষ্ট। এরই মধ্যে আইসির বিরুদ্ধে পুলিশের তরফে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হল বলে সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, আইসির মোবাইল থেকে অডিও ক্লিপ বিজেপির কাছে কী করে গেল, সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন কেষ্টই। এবার পরোক্ষে ওই একই প্রশ্নে জেলা পুলিশের তরফে আইসির বিরুদ্ধে শুরু হল বিভাগীয় তদন্ত। যদিও এ ব্যাপারে বীরভূমের এসপি আমনদীপের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। পুলিশ কর্তার মোবাইলের রিং বেজে গিয়েছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে চাননি বোলপুরের আইসি লিটন হালদারও। তবে আইসির বিরুদ্ধেই বিভাগীয় তদন্ত শুরু হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসায় নতুন করে শোরগোল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিরোধীদের অভিযোগ, অনুব্রতকে বাঁচাতে আইসিকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আগেই দাবি করেছিলেন, ভাইরাল অডিও কাণ্ডে অনুব্রতর কিছু হবে না, আগামীদিনে বোলপুরের আইসিকে সাসপেন্ড হতে হবে। ঘটনা পরম্পরা সেদিকেই এগোচ্ছ বলে দাবি পদ্ম শিবিরের। যদিও পুলিশ সূত্রের দাবি, বিষয়টি এভাবে দেখা ঠিক নয়। তাঁদের বক্তব্য, আইসিকে ফোনে হুমকি দিয়ে অনুব্রত যেরকম দণ্ডনীয় কাজ করেছেন একইভাবে অডিও ক্লিপিংস অন্যকে দিয়ে তদন্তের বিষয়বস্তু ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আইসির বিরুদ্ধেও। এভাবে তদন্তাধিন কোনও বিষয় প্রকাশ করা যায় না। এক্ষেত্রে আইসির ভূমিকা খতিয়ে দেখা হবে। সেকারণেই বিভাগীয় তদন্ত। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার আইসিকে কেষ্টর দেওয়া ওই মোবাইল হুমকির অডিও সোশ্যাল মাধ্যমে ফাঁস করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিজেপি কীভাবে আইসির অডিও পেল, তখনই এই প্রশ্ন তুলেছিলেন কেষ্ট। পরে নিজের বলা ভাষার জন্য শ্রমা চাইলেও গোটা ঘটনায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগও তুলেছিলেন অনুব্রত। এবার এ বিষয়েই আইসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করল জেলা পুলিশ।

কংগ্রেস-তৃণমূল কাছাকাছি? মুখ খুললেন সেলিম

নয়াদিল্লি, ৪ জুনঃ আর কয়েকদিন পরই নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। সেই উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছে বামেরা। এদিকে, সর্বভারতীয় স্তরে বিভিন্ন বৈঠকে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, বাংলায় ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে কি কাছাকাছি আসছে তারা? এই নিয়ে কী ভাবছে বামেরা? মুখ খুললেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এই মুহূর্তে দিল্লিতে রয়েছেন সেলিম। কংগ্রেস ও তৃণমূলের কাছাকাছি আসার জল্পনা তিনি বলেন, ''কোথায় কে মিটিং করছেন জানি না। কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থনের জন্য কংগ্রেসের তরফে ফোন করা হয়েছিল। বামেরা কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করেছে। ওরা যুক্তি দেয়, ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে আমরা নিজেদের মধ্যে অযথা কেন তিক্ততা বাড়াব। একুশের নির্বাচনে যেহেতু ওরা বামফ্রন্টের সমর্থনে লড়েছিল, সেটাই চালিয়ে যেতে চায়। একুশ থেকে পঁচিশ ওরা কন্টিনিউ করতে চায়। আর পঁচিশ থেকে ছাব্বিশে ওরা কোথায় যাবে, সেটা ওরা ঠিক করবে। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত তো আমরা নিতে পারব না।'' গত বছর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে অধীর চৌধুরীর জায়গায় শুভঙ্কর সরকার দায়িত্ব পাওয়ার পর বাম-কংগ্রেসের নির্বাচনী জোট নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। গত বছরের নভেম্বরে রাজ্যের ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়েছিল। সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে বামেদের আসন সমঝোতা হয়নি। এরপরই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি ছাব্বিশের নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস আসন সমঝোতা হবে না? এই পরিস্থিতিতে কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ফের বাম-কংগ্রেস হাত মিলিয়েছে। ২০১৬ এবং ২০২১ সালে কালীগঞ্জে লড়েছিল কংগ্রেস। সমর্থন করেছিল বামফ্রন্ট। ২০১৬ সালে এই আসনে জিতেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। এবার এই আসনে উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছে বামেরা। তারই মধ্যে কংগ্রেস ও তৃণমূলের কাছাকাছি আসা নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। তা নিয়ে বামেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক।

উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশেষ দল গঠন নবান্নের

রয়েছেন ৫ আইএএস অফিসার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুনঃ উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে টানা কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত জনজীবন। তিস্তা, মহানন্দা, জলঢাকা-সহ একাধিক নদীতে জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় নদী সংলগ্ন এবং নিচু এলাকাগুলিতে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। এই প্রেক্ষাপটেই আজ উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন রাজ্যের সেচ ও জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া। তাঁর সফরের মধ্যেই উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ সামাল দিতে একাধিক পদক্ষেপ নিল নবান্ন। উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ পরিস্থিতির মোকাবিলায় নবান্নের তরফে গঠন করা হল বিশেষ দল। আইএএস অফিসার-সহ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে মোট ৮ সদস্যের এই দল গঠন করা হয়েছে। এর নেতৃত্বে রয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব দুশান্ত নারিয়ালা। দলে রয়েছেন কৃষি দফতরের সচিব ওঙ্কার সিং মিনা, পঞ্চায়েত সচিব পি উলগানাথান, স্বাস্থ্য দফতরের সচিব শুভাঞ্জন দাস এবং পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার ডিরেক্টর (এইচআর) অভিজি লাটুয়া। এছাড়াও, জনস্বাস্থ্য কারিগরি এবং সেচ দফতরের উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের তিনজন চিফ

ইঞ্জিনিয়ারকে রাখা হয়েছে এই দলে। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সকালে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে শীর্ষ আধিকারিকদের থেকে বিশদে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। একইসঙ্গে সমস্ত বিভাগকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশেই দ্রুত এই টিম গঠনের পর উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন সদস্যরা। এদিকে, রাজ্যের সেচমন্ত্রী বুধবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছনোর পর সরাসরি চলে যান বালাসা নদী সংলগ্ন দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে। সেখানকার পরিস্থিতি দেখে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে কোনও গাফিলতি চলবে না। সাধারণ মানুষের পাশে রাজ্য সরকার রয়েছে। আগামী তিনদিন সেচমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করবেন। পাশাপাশি তিনি দুর্গত এলাকাগুলিতে ঘুরে দেখে ত্রাণ কার্য, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও উদ্ধার কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন বলেও প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে আরও বৃষ্টি হতে পারে। যার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রশাসনের তরফে সতর্কতা জারি করে বলা হয়েছে, নদী সংলগ্ন ও নিচু এলাকার বাসিন্দাদের প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হবে। জরুরি ত্রাণ শিবির ও চিকিৎসা পরিষেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে বলেও প্রশাসনের দাবি।

আরও শক্তিশালী হল উত্তরের জমি

বিজেপির বার্লার পর কংগ্রেসের শঙ্করকে তুলে নিল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুনঃ ভোটের সলতে পাকানোর কাজ আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি এবার উত্তরেও পাখির চোখ তৃণমূলের। একের পর এক মাস্টারস্ট্রোক দিয়েই যাচ্ছে ঘাসফুল শিবির। ইতিমধ্যেই বিজেপি থেকে জন বার্লাকে এনে বোমা ফাটিয়েছে তৃণমূল। এবার কংগ্রেস থেকে চলে এলেন শঙ্কর মালাকার। এদিনই তৃণমূল ভবনে দলের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসদের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিলেন কংগ্রেসের দলবদলে উত্তরে কার্যত অভিভাবকহীন হয়ে গেল কংগ্রেস। দলে আসতেই শঙ্করের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা গেল সুব্রত বক্সি, অরূপ বিশ্বাসদের। তাঁদের দাবি এতে তৃণমূল কর্মীরা যেমন আরও অক্সিজেন পাবেন, তেমনই আরও শক্তি বাড়বে দলের। সুব্রত বক্সি বললেন, ''উনি দার্জিলিং জেলায় ১৫ বছর জেলা সভাপতি ছিলেন। ওনার যোগদান এ তৃণমূল সংগঠন শক্তিশালী হবে।'' অরূপ বিশ্বাস বলছেন, ''দলনেত্রীর নির্দেশেই শংকর মালাকারকে আগেই জন বার্লা, এবার শঙ্কর মালাকার। দুই বর্ষীয়ান নেতাই যোগ দিলেন তৃণমূলে। প্রসঙ্গত, বহুদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের তৃণমূল সংগঠনে দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা হয়। অনেকেই বলেন নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণেই ভোটের ময়দানে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। এবার সংগঠনের ফাঁক ফোকর বজাতে অন্যদলের বর্ষীয়ান নেতাদের ঘরে আনছে তৃণমূল। জন বার্লার নিজের শ্রমিক সংগঠন আছে। শঙ্কর মালাকারও দক্ষ সংগঠক। গোটা দার্জিলিং জেলাতেই নিজের নেটওয়ার্ক আছে।

দু'বারের বিধায়ক। প্রসঙ্গত, ২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক। প্রায় ২০ বছর ধরে জেলা কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রশ্নাতীত কংগ্রেসের অন্দরেই। রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো পদযাত্রা গিয়েছিলেন তখন প্রচুর জমায়েত করেছিলেন। সেই শঙ্কর ঘর ছাড়াতে তা ভোটের আগে অধীর-শুভঙ্করদের জন্য যে বড় 'সেটব্যাক' তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকেই বলছেন শঙ্করের তৃণমূলে সামিল করেছি।'' অন্যদিকে তৃণমূলে যোগ দিয়েই বিজেপিকে একহাত নিলেন শঙ্কর। বলছেন, ''বিজেপি উত্তরবঙ্গে ছারখার করছে। কখনও কামতাপুরী, গোর্খাল্যান্ড কখনও উত্তরবঙ্গ ভাগ করতে চাইছে। কংগ্রেসে থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই সম্ভব না। তাই তৃণমূলে এলেন।'' এখন সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশ বলছেন, নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গে সংগঠনের ফাঁক ফোকর বোঝাচ্ছে তৃণমূল। কয়েকদিন ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সেই নেটওয়ার্ককেই তৃণমূল। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি পদ ফাঁকা আছে। এই পদে বসতে পারেন শঙ্কর, তা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। উত্তরবঙ্গে যে আরও অনেক নেতা তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন। তার ইঙ্গিত মিলেছে অরুপ বিশ্বাসের কথায়। সংবাদ মাধ্যমে স্পিকটি নট বয় বলে খ্যাত অরূপ বলছেন, পিচে অনেক সুইং আছে। অপেক্ষা করুন। একইসঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বললেন, ''আমরা কাউকে ভাঙাচ্ছি না। কেউ এলে নিশ্চই স্বাগত।''

১১ বনাম ১৪! বর্ষপূর্তির আবহে তৃণমূলকে চাপে ফেলতে ভোটের আগেই নতুন ছক বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুনঃ বেজে গিয়েছে ভোটের দামামা। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গে এসে ঝড় তুলে গিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নন্দ্রে মোদি। পা পড়েছে অমিত শাহেরও। নিশানায় তৃণমূল। অন্যদিকে উত্তর থেকে দক্ষিণ, কখনও বড় নেতাদের ঘরে টেনে কখনও আবার বঞ্চনার ইস্যুতে বিজেপির উপর চাপ বাড়িয়েই চলেছে তৃণমূল। এরইমধ্যে শুরু হয়ে গেল ১১ বনাম ১৪-র লড়াই। ১১ বছরে দেশের মসনদে মোদি, অন্যদিকে ১৪ বছর বাংলার মসনদে মমতা। এই ১১ বছরে নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কী কী কাজ করেছে, আম জনতা কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী ভাবে সুবিধা পেয়েছে, তার খতিয়ান তুলে ধরে নাগরিকদের কাছে পৌঁছতে চাইছেন বিজেপির নেতা কর্মীরা। ৯ জুন নরেন্দ্র মোদির সরকারের ১১ বছর পূর্তি হবে। সেই উপলক্ষে কিভাবে প্রচার করতে হবে। তার নির্দেশিকা ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। যা চলতি জুন মাসের বড় একটা সময় জুড়ে চলবে। মোদি সরকারের কার্যকলাপ নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের পেশাগত জগতের মানুষের সঙ্গে আলাদা করে সাক্ষাৎ করবেন পদ্ম শিবিরের নেতৃত্ব। তারপরে মণ্ডল পর্যায়ে বিকশিত ভারতের সংকল্প সভা করবেন তাঁরা। সূত্রের খবর, শুধু মোদি সরকারের প্রচারই নয়, বাংলা কেন পিছিয়ে রয়েছে তাও তুলে ধরতে চাইছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে কী কী কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায়নি তার কথাও তুলে ধরবেন বিজেপির নেতা কর্মীরা। অন্যদিকে ১৪ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন সরকার কিভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত - মানুষের পাশে থাকতে বিভিন্ন প্রকল্প করেছে, কত মানুষ উপকৃত হয়েছেন, কীভাবে আরও মানুষকে যুক্ত করা হবে এই সব নিয়ে আমজনতার দোরে দোরে যাচ্ছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। এদিকে গত মাসের শেষে আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্য সরকারে বিরুদ্ধে উন্নয়নে ব্যর্থতার অভিযোগে তোপের পর তোপ দেগেছিলেন। কীভাবে বাংলার সরকার একের পর এক কেন্দ্রের প্রকল্প আটকে রেখে, বাধা দিয়েছে তা নিয়ে গর্জে উঠেছিলেন। শোনা যাচ্ছে, ভোটের আগে অনেকটাই বেড়ে যাবে মোদির বঙ্গ সফর। একই ছবি দেখা যাবে শাহের ক্ষেত্রে। সূত্রের খবর, জুন মাসে ফের বঙ্গে আসতে পারেন মোদি। এমতাবস্থায় বিজেপি তাঁদের নতুন প্রচার কর্মসূচিতে কতটা ঝড় তোলে সেটাই দেখার।

২০২৭ সালের ১ মার্চ থেকে শুরু ভারতের জনগণনা, থাকছে জাতি ও উপজাতির বিশদ তথ্যও

নয়াদিল্লি, ৪ জুনঃ ভারতের পরবর্তী জনগণনা শুরু হতে চলেছে ২০২৭ সালের ১ মার্চ থেকে। এবারের গণনায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন দিক, জাতি ও উপজাতির বিস্তারিত তথ্য। সরকার সূত্রের খবর, ২০১১ সালের পর এই প্রথম, অর্থাৎ দীর্ঘ ১৬ বছর পর হতে চলেছে জাতীয় স্তরের এই আদমশুমারি। ২০২১ সালের কোভিড মহামারীর কারণে বাতিল হয়ে গিয়েছিল আদমশুমারি। সরকারি ভাবে ২০২৭ সালের ১ মার্চ জনগণনা শুরুর কথা হলেও, প্রথম ধাপের কাজ শুরু হবে তারও আগে, ২০২৬ সালের অক্টোবর মাসে। লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের মতো পাহাড়ি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে শীতকালের আবহাওয়া খুবই প্রতিকূল হওয়ার কারণে, এসব রাজ্যে আগেই আদমশুমারি শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, আসন্ন এই আদমশুমারি হবে দু'টি ধাপে। কারণ এবার নাগরিকদের থেকে শুধু জনসংখ্যার তথ্য নয়, আরও বিস্তৃত সামাজিক ও আর্থিক তথ্যও সংগ্রহ করা হবে। বিশেষভাবে যুক্ত হচ্ছে জাতি ও উপজাতি সংক্রান্ত প্রশ্ন, যা ভারতের জনগণনায় এই প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হতে চলেছে। চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিত করেছে, ২০২৭ সালের আদমশুমারিতে জাত ও উপজাতি সংক্রান্ত প্রশ্ন থাকবে। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির নাম এবং প্রতিটির অন্তর্গত জনসংখ্যার সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। বিরোধী দলগুলির দীর্ঘদিনের দাবির পর সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই সিদ্ধান্ত এল এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, যখন বিহারের বিধানসভা নির্বাচন দুয়ারে। বিহারে প্রায় ৬৩ শতাংশ মানুষ অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া শ্রেণি বা অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণিভুক্ত। ফলে আদমশুমারিতে জাতপাতের তথ্য সংগ্রহ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সেই ২০১১ সালের পর থেকে আদমশুমারি না হওয়ায়, দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধী দলগুলি জনগণনা চালুর দাবি জানিয়ে আসছিল। তাঁদের যুক্তি, সঠিক ও বর্তমান জনসংখ্যা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য ছাড়া কার্যকরী নীতিনির্ধারণ সম্ভব নয়। সরকারি নীতি, সংরক্ষণ, শিক্ষাব্যবস্থা এবং সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে জাতিগত ও আর্থসামাজিক পরিসংখ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

করোনার নতুন ঢেউয়ের আশঙ্কা! দেশজুড়ে বাড়ছে মৃত্যু, বাংলাতেও ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৪ জুনঃ দেশজুড়ে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে করোনা সংক্রমণ। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য বলছে, ২৭৬ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে বর্তমানে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার ৩০২। গত ২৪ ঘণ্টায় সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের তালিকায় রয়েছেন মহারাষ্ট্রের চারজন। এছাড়া তামিলনাড়ু, দিল্লি, গুজরাতেও করোনায় মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪। গত ২৪ ঘণ্টায় দিল্লি ও গুজরাতে সর্বাধিক সংক্রমণ হয়েছে। দুই রাজ্যেই আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪। এরপরই রয়েছে উত্তরপ্রদেশ (৬৩), পশ্চিমবঙ্গ (৬০)। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে কেরল। এরপর আছে মহারাষ্ট্র (৫১০), গুজরাত (৪৬১), দিল্লি (৪৫৭)। এখনও পর্যন্ত অরুণাচল প্রদেশে করোনা সংক্রমণের খবর নেই। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস বলেছেন, ''করোনা আমাদের মাঝে থাকবেই। এই সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে। সরকারি নির্দেশিকা পালন করা, মাস্ক করা এবং সতর্কীকরণ অবলম্বন করতে হবে।'' সংক্রমণ ঠেকাতে কেন্দ্রের তরফে সব হাসপাতালগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। চিকিৎসার প্রয়োজনে সরকারি ও বেসরকারি

হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মক ড্রিল করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভি। জায়গায় অবশ্যই মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। করোনা কিংবা ইনফ্লুয়েঞ্জার উপসর্গ রয়েছে এমন রোগীদের চিকিৎসার জন্য ২০২৩ সালের জুনে জারি হওয়া 'রিভাইজড এবিসি গাইডলাইন ৩' অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই গাইডলাইনে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, ঝিমানো ভাব, নিম্ন রক্তচাপ, রক্ত কাশি এবং শিশুদের ক্ষেত্রে জ্বর, খাওয়াতে অনীহা, শ্বাসকষ্টের উপসর্গগুলিকে 'রেড ফ্ল্যাগ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যগুলির পাশাপাশি বাংলাতেও করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। চলতি বছর প্রথম আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। জানা গিয়েছে, গত সাতদিন ধরে আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বছরের ৪৭-এর এক মহিলা। ভেন্টিলেশন সাপোর্টেও রাখা হয়েছিল তাঁকে। পরে মৃত্যু হয়েছে। ডেথ সারটিফিকেটে মহিলার মৃত্যুর কারণ হিসেবে করোনা সংক্রমণের সঙ্গে কোমর্বিডিটিরও উল্লেখ করেছেন চিকিৎসকরা। লেখা হয়েছে, হৃদযন্ত্র এবং কিডনিতে সমস্যা ছিল মৃতার। সম্প্রতি সেপটিক শকে চলে গিয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ করে এক ধাক্কায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমজনতার মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। আক্রান্তদের মূলত মাথাব্যথা, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, পেটব্যথার সমস্যা দেখা যাচ্ছে। সামনে এসেছে কোভিডের দু'টি সাব ভ্যারিয়েন্ট এন.বি.১.৮.১ এবং এল.এফ.৭। এই দুই সাব ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন প্রজাতির। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, তাতে পরীক্ষায় এই দুই ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে। তবে এখনও পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যাতে বলা যায় এই নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলি আগের তুলনায় অনেক বেশি সংক্রামক।

ভারতে করোনা-সংক্রমণ বেড়ে হল ৪৩০২, বিগত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু ৭ জনের

নয়াদিল্লি, ৪ জুনঃ ভারতে বিগত বেশ কিছু দিন ধরে বো়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৩০২। বিগত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা।গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায়আক্রান্ত হয়েছেন ২৭৬ জন, এর ফলে মোট সংক্রমণ বেড়ে হয়েছে ৪,৩০২। এর মধ্যে ৩,২৮১ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে গত ২৪ ঘণ্টায় ৬০ জন নতুন করে আক্রান্তের খবর পাওয়া গেলেও, উত্তর প্রদেশ এবং দিল্লিতে যথাক্রমে ৬৩ ও ৬৪ জন সংক্রমণের খবর পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গেছে।

দেশে ফিরল সঞ্জয়ের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল, ফলপ্রসূ সফরে খুশি সবাই

নয়াদিল্লি, ৪ জুন ঃ বিদেশ সফর শেষে মঙ্গলবার মধ্যরাতে দেশে ফিরেছে জেডি (ইউ) সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা-র নেতৃত্বাধীন সাংসদদের প্রতিনিধি দল। সিঙ্গাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া সফরের পর জেডি (ইউ) সাংসদ সঞ্জয় ঝা-র নেতৃত্বে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল দিল্লিতে এসে পৌঁছয়। এই প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, বিজেপি সাংসদ হেমাঙ্গ যোশী, বিজেপি সাংসদ বৃজ লাল, সিপিআই (এম) সাংসদ জন ব্রিটাস, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা সারাঙ্গি, কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ প্রমুখ। সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের মুখোশ খুলতে, এই বিদেশ সফরকে ফলপ্রসূ আখ্যা দিয়েছেন সবাই।মঙ্গলবার মধ্যরাতেই কলকাতা পৌঁছন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে প্রতিনিধিদলের সদস্যদের বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও সেই বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। মঙ্গলবার রাত ১২টা ১৫ মিনিট নাগাদ বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে অভিষেক জানান, প্রায় ১৫ দিন ধরে পাঁচটি দেশে সফর করেছেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। সেই দলে তিনিও ছিলেন। বিদেশ সফরে তুলে ধরা হয়েছে ভারতের বার্তা। বিভিন্ন

দেশে কী কী আলোচনা হয়েছে বিস্তারিত ভাবে তা জানতে চেয়ে বুধবার বিদেশমন্ত্রী বৈঠক করবেন প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সঙ্গে। তবে পূর্ব নির্ধারিত বেশ কিছু কর্মসূচি ও উপনির্বাচনের জন্য ব্যস্ত থাকার কারণে সেই বৈঠকে তিনি যোগ দিতে পারবেন না। ইতিমধ্যেই সেই কথা তিনি বিদেশমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানিয়েছেন। অভিষেক বলেন, ‘ মতামত আমি লিখিত ভাবে সরকারকে জানাব।''অভিষেকের কথায়, আমরা ৫টি দেশ সফর করেছি। আলোচনা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক আজ একটি সভা ডেকেছে। আমি সেখানে থাকতে পারব না। কালীগঞ্জ উপনির্বাচন আছে এবং আমার কিছু কাজ বাকি আছে। আমি বিদেশ মন্ত্রককে বিষয়টি জানিয়েছি। আমি আমার বক্তব্য সম্পর্কে লিখিতভাবে বিদেশ মন্ত্রককে অবহিত করব।অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী দেশে পাকিস্তানের মুখোশ উন্মোচিত করে দেশে ফিরে আসছে একের পর এক সংসদীয় প্রতিনিধি দল। ইতিমধ্যেই তিনটি প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে এসেছে, এবার চতুর্থ প্রতিনিধি দলও দেশে ফিরে এসেছে। বুধবার সকালে শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডের নেতৃত্বে সাংসদদের প্রতিনিধি দিল্লিতে ফিরে এসেছে।শ্রীকান্ত শিন্ডের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, লাইবেরিয়া, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো ও সিয়েরা লিওন সফর করেছিল। অন্যদিকে, কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল এখন আমেরিকায় রয়েছে। আমেরিকা সফর শেষে শশীর দলও দেশে ফিরে আসবে। অন্যদিকে বুধবারই, কূটনৈতিক সফরে যাওয়া সাংসদদের সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের বৈঠকে ডেকেছেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। কিন্তু কিছু পূর্বনির্ধারিত কাজ থাকায় ওই বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন না তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে, ওই বৈঠকে না থাকলেও নিজের মতামত বিদেশ মন্ত্রককে লিখিতভাবে জানিয়ে দিবেন তিনি।মঙ্গলবার মধ্যরাতেই কলকাতা পৌঁছন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে প্রতিনিধিদলের সদস্যদের বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও সেই বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। কলকাতা বিমানবন্দরে দা়ঁিয়ে অভিষেক বলেন, আমরা ৫টি দেশ সফর করেছি। আলোচনা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক একটি বৈঠক ডেকেছে। আমি সেখানে থাকতে পারব না। কালীগঞ্জ উপনির্বাচন আছে এবং আমার কিছু কাজ বাকি আছে। আমি বিদেশ মন্ত্রককে বিষয়টি জানিয়েছি। আমি আমার বক্তব্য সম্পর্কে লিখিতভাবে বিদেশ মন্ত্রককে অবহিত করব বলেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বিভিন্ন পরিকল্পনা একাধিক সংগঠনের

কলকাতা, ৪ জুন ঃআজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই উপলক্ষে ৫ জুন বৃহস্পতিবার বিভিন্ন সংগঠন পরিবেশের সচেতনতা বৃদ্ধির নানা পরিকল্পনা করেছে।ভারত চেম্বার অফ কমার্স রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র, পরিবেশবিদ ডঃ স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানের অধ্যাপক অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে ওই দিন একটি আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করেছে। বিষয় ‘ ফস্টারিং ক্লাইমেট কনসাসনেস, বিজনেস অ্যান্ড বিয়োন্ড’।বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ৫ - ১১ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করবে সুন্দরবনে। পরিবেশগত পরিবর্তনের সামনে সপ্তাহব্যাপী উদ্যোগটি স্থায়ী, চেষ্টার মাধ্যমে প্রকৃতি ও ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেবে।‘ পেডাল পালস’ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করবে ৫ থেকে ১২ জুন পর্যন্ত, রান অ্যান্ড রাইড চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে। ওঁদের থিম, ’আজ আরও সবুজের জন্য’। সামাজিক মাধ্যমে নিবন্ধনের আবেদনও করেছে তারা।

রাশিফল

মেষঃ অন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন। আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কিছু অসুবিধা থাকবে কিন্তু এরফলে আপনার মনের শান্তি নষ্ট হতে দেবেন না। আপনার প্রাণের বন্ধু সমস্ত দিন আপনি সম্পর্কে চিন্তা করবে। সৃজনশীল প্রকৃতির চাকরির সাথে নিজেকে জড়িত করুন।

বৃষঃ সকলের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখুন। মর্যাদা ও গোপনীয়তার সঙ্গে কাজ করবেন। কোনো ধরনের শিথিলতা ও অবহেলা থাকবে না। পরিবারের সদস্যদের শেখার পরামর্শ উপেক্ষা করা উপকারগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে।।

মিথুনঃ রাজনীতির সঙ্গে যুক্তদের জনপ্রিয়তা বাড়বে। আজ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে পারেন। পারিবারিক জীবনে অশান্তি মাথা চাড়া দিতে পারে।

কর্কটঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা দরকার, অন্যথা আপনি আগামী সময়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। আপনার পরিবারের সাথে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রত্যেককে এক হালকা এবং আনন্দদায়ক মেজাজে রাখবে।।

সিংহঃ আজ আপনি প্রতিটি কাজ সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং উৎসাহের সঙ্গে করার চেষ্টা করবেন। বন্ধুদের সমর্থন আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। শুভাকাঙ্ক্ষীদের কথায় মনোযোগ দিন।

কন্যাঃস্বাস্থ্যকে অবহেলা করে সমস্যায় পড়তে পারেন কন্যা রাশির জাতকরা। আজ পেশাগত জীবনে নতুন চিন্তাধারা কার্যকরী রূপ নেবে। ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় নজরকাড়া সুযোগ পেতে পারে। বহুদিন ধরে যে যোগাযোগ গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছিল না, আজ তা ফলপ্রসু হবে।

তুলাঃজটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেন না। খাবারের স্বাদের জন্য যেমন নুন দায়ী তেমনি একটু অশান্তি না থাকলে সুখের গুরুত্ব বোঝা যায় না। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিন- এতে আপনার মন ভালো থাকবে।

বৃশ্চিকঃমিষ্টি খাবার, খনিজ দ্রব্য,গাড়ি, জমির ব্যবসা আজ বিশেষ লাভজনক হবে। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় কষ্ট পেতে পারেন। যৌথ অংশীদারি ব্যবসা লাভজনক হবে। জনকল্যাণমূলক অথবা সেবামূলক কাজে আজ যুক্ত হতে পারেন।।

ধনুঃরক্তচাপের রোগীরা ভিড় বাসে চাপার সময় তাঁদের স্বাসে্হ্যর ব্যাপারে অতিরিক্তঃ যত্নশীল থাকবেন।

মকরঃআজ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, দ্ব্যর্থহীন পরিস্থিতি বিভিন্ন ভয়কে বাড়িয়ে তুলতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

কুম্ভঃ আজ আপনি ব্যবহারিক প্রজ্ঞা এবং কাজের বোঝাপড়ার সাথে একটি অনুকূল অবস্থান বজায় রাখবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে ভালো ফল পাবেন। শিল্পকলার দক্ষতা আরও ভালো থাকবে। ।

মীনঃ যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন। আজ, আপনার এক ভাইবোন আপনার

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর-পূর্ব ভারত, মিশ্র আবহাওয়া বিহারে

নয়াদিল্লি, ৪ জুন ঃ গত কয়েক দিন ধরেই এক টানা ভারী বৃষ্টি চলছে উত্তর পূর্বে। ভূমিধস ও বন্যায় বিপর্যস্ত অসম, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্য। উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যগুলিতে আপাতত কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, অসম, মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরা-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টাও উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে এবং তারপরে তীব্রতা হ্রাস পাবে।বিহারেও আবহাওয়ার মিশ্র পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বিহারের পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাত ও ঝো়ো হাওয়ার কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হলেও, দক্ষিণ বিহারের জেলাগুলি তীব্র তাপপ্রবাহের মুখোমুখি হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য কিষাণগঞ্জ, সহরসা, আরারিয়া, সীতামারহি এবং মুজফফরপুর অঞ্চলে ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানান।

ভারতের মতো বৃহত্তম গণন্ত্রন্ত্রে সবকিছু গোপন রাখা হয় ঃসঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ৪ জুন ঃ সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার বিষয়ে ফের সরব হলেন শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) সাংসদ সঞ্জয় রাউত। তাঁর অভিযোগ, ভারতের মতো বৃহত্তম গণতন্ত্রে সবকিছু জনগণের থেকে গোপন রাখা হয়। ইন্ডি জোটের সাংসদদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি সম্পর্কে শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত বুধবার বলেছেন, আমরা কেবল পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে আলোচনা করতে চাই, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে নয়। যদি ১৬টি বিরোধী দল এই বিষয়ে বিশেষ অধিবেশনের দাবি করে, তাহলে আলোচনা হওয়া উচিত।

কয়েক দিনের মধ্যে, আমরা রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছেও চিঠি পাঠাব। গণতন্ত্রে, সরকারের উচিত জনসাধারণকে আস্থায় নেওয়া এবং তাদের জানানো যে তারা কী করছে। কিন্তু বৃহত্তম গণতন্ত্রে, সবকিছুই জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়।সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, সত্যি কথা হলো, আমরা অনেক ছোট ছোট দেশ পরিদর্শন করেছি, এমন দেশ যাদের আমরা খুব একটা চিনি না। কিছু দেশের নামও আমরা শুনিনি এবং কিছু দেশের নিজস্ব সেনাবাহিনীও নেই। কেন সেখানে যাব? আমাদের চিন, নেপাল, মায়ানমার, রাশিয়ার মতো প্রতিবেশী দেশগুলিতে যাওয়া উচিত এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সমস্যাগুলি মোকাবেলা করা উচিত। আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে কেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান একটি সন্ত্রাসী দেশ এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিকে এটি স্পষ্ট করে বলা গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান।

ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়ে রাহুলকে পাপ্পু বলে কটাক্ষ মোহন যাদবের

ভোপাল, ৪ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব। রাহুলকে পাপ্পু বলে কটাক্ষ করেছেন মোহন যাদব। বুধবার ডঃ মোহন যাদব বলেছেন, রাহুলের ক্ষমা চাওয়া উচিত। এই কারণেই তাকে ’পাপ্পু’ বলা হয়। তার আচরণ এবং মনোভাব থেকে বোঝা যায়, তিনি এখনও পরিপক্ক হননি।মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব আরও বলেছেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে বিরোধী দলনেতা যেভাবে কথা বলেন, ভদ্রতাকে পেছনে ফেলে। এটি কেবল তার খ্যাতি নষ্ট করে না বরং আমাদের দেশের সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও যায়। তিনি যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন তা তার তুচ্ছতা প্রকাশ করে। আমি কঠোর ভাষায় তার নিন্দা জানাই। তার নিজের দলের সাংসদরা বিশ্বজুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনী কীভাবে পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে তা নিয়ে কথা বলছেন। কংগ্রেসকে এর মূল্য চোকাতে হবে। কেবল কংগ্রেসই জানে, তিনি এই ধরনের আচরণ করে দলকে কোথায় নিয়ে যাবেন।

অপারেশন সিঁদুর’ নামকরণের ফলে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেয়েছেঃকাটারিয়া

যোধপুর, ৪ জুন ঃ অপারেশন সিঁদুর নামকরণের ফলে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনটাই মন্তব্য করলেন পঞ্জাবের রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া। বুধবার সকালে রাজস্থানের যোধপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গুলাব চাঁদ কাটারিয়া বলেছেন, অপারেশন সিঁদুর নামকরণের ফলে ভারতের নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি ছিল আমাদের দেশের সৌভাগ্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পাণ্ডব এবং কৌরবরা লড়েছিলেন, তাও একজন নারীকে সম্মান জানানোর জন্য।পঞ্জাবের রাজ্যপাল আরও বলেছেন, যেভাবে ২২ মে ঘটনাটি ঘটেছিল, জনগণ সন্ত্রাসীদের চরম মূল্য দেওয়ার দাবি

করেছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, তিনি এমন কিছু করবেন যা তারা কখনও কল্পনাও করেনি এবং তিনি যে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তা দিয়ে তিনি এক ধাক্কায় তাদের সমস্ত অবস্থান নির্মূল করেছিলেন বলে জানান।

নবি মুম্বইয়ে আগুনে পুড়ে গেল ডিপোয় দাঁড়িয়ে থাকা দু'টি বাস, ছড়ালো চাঞ্চল্য

মুম্বই, ৪ জুন ঃ নবি মুম্বইয়ে আগুনে পুড়ে গেল ডিপোয় দাঁড়িয়ে থাকা দু'টি বাস।বুধবার সকালে নবি মুম্বইয়ের ঘানসোলি বাস ডিপোতে আগুন লেগে দু'টি বাস পুড়ে গিয়েছে, একটি বৈদ্যুতিক এবং একটি ডিজেল চালিত বাস। বৈদ্যুতিক বাস মেরামতের সময় শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় পরিবহন বিভাগের উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।দমকল সূত্রের খবর, বুধবার সকালে নবি মুম্বইয়ের ঘানসোলি বাস ডিপোতে দাঁড়িয়ে থাকা দু'টি বাসে আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছে। দমকলের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। আগুন লাগার কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

প্রতিকূল আবহাওয়ায় সিকিমে ফের উদ্ধারকাজে বিঘ্ন, আটকে ১১৩ জন পর্যটক

গ্যাংটক, ৪ জুন ঃ সিকিমে এখনও আটকে রয়েছেন শতাধিক পর্যটক। উদ্ধারকাজ চলছিল জোরকদমে, কিন্তু বুধবার সকাল থেকে খারাপ আবহাওয়া কারণে ফের বিঘ্নিত হল উদ্ধারকাজ। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে উত্তর সিকিমের লাচেনে আটকে পড়া ১১৩ জন পর্যটককে উদ্ধারের কাজ স্থগিত করা হয়েছে। এদিন সকালে পাকিয়ং বিমানবন্দর থেকে জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরেফ) একটি এমআই -১৭ হেলিকপ্টার নিয়ে উদ্ধারকার্যের উদ্দেশে রওনা দিলেও খারাপ আবহাওয়া কারণে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।একটানা বৃষ্টির কারণে জায়গায় জায়গায় ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যার জেরে লাচেনে আটকে রয়েছেন বহু পর্যটক। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর ইতিমধ্যেই গোটা সিকিমে আগামী তিনদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জানিয়ে লাল সতর্কতা জারি করেছে।

সাতসকালে সেবক রোডের প্ল্যানেট মলে আগুন, হতাহতের খবর নেই

শিলিগুড়ি, ৪ জুন ঃবুধবার সাতসকালে শিলিগুড়ির সেবক রোডের প্ল্যানেট মলে আগুন লেগে চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গেছে, প্ল্যানেট মলের ভেতরে একটি বারে আগুন লাগে। দ্রুত দমকল এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে সকালে ঘটনাটি ঘটায় সেসময় মলে কোনও ক্রেতা বা কর্মী উপস্থিত ছিলেন না। তাই কোনও হতাহতের খবর নেই। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে জানান গেছে খবর সূত্র থেকেই।

কোরাপুটের মেডিকেল কলেজে ৫ রোগীর মৃত্যু, ভুল ইঞ্জেকশন দেওয়ার অভিযোগ

কোরাপুট, ৪ জুনঃওড়িশার কোরাপুটের একটি মেডিকেল কলেজে ৫ জন রোগীর মৃত্যুতে উঠছে প্রশ্ন। কোরাপুটের শহীদ লক্ষ্মণ নায়েক মেডিকেল কলেজে পাঁচজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত রোগীদের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, ভুল ইঞ্জেকশনের কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসা কর্মীরা অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।৫ জন রোগীর মৃত্যুর বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তার সুশান্ত

কুমার সাহু বুধবার বলেছেন, অস্ত্রোপচারের কারণে ৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে, ১ জন সার্জারি ওয়ার্ডে এবং ৪ জন সার্জারি আইসিইউতে ভর্তি বলে জানান।

‘ বুথ সশক্তিকরণ’ অভিযানে নামছে বিজেপি

কলকাতা, ৪ জুন ঃ পোশাকি নাম ‘ বুথ সশক্তিকরণ’। কোনও প্রকাশ্য বা সর্বজনীন কর্মসূচি নয়। বিজেপি-র অভ্যন্তরীণ কর্মসূচি। কিন্তু ‘ নীলবাড়ি দখলের আসন্ন লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে এই কর্মসূচি এখন বিজেপি নেতৃত্বের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।শুধু রাজ্য নেতৃত্ব নন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিনিধিরাও সরাসরি ময়দানে নামছেন মণ্ডল, শক্তিকেন্দ্র এবং বুথের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে। পরিস্থিতি এমনই যে, পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক (রাজনৈতিক) মঙ্গল নিজে মণ্ডল স্তরে গিয়ে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।সাংগঠনিক নির্বাচন এবং বিভিন্ন স্তরের কমিটি গঠনের গতিবিধি পর্যালোচনা করতে গত ৭ মে একটি বৈঠক ডেকেছিলেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক (সাংগঠনিক) বনসল। সেই বৈঠকেই রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু সংগঠনের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।বিজেপি সূত্রের দাবি, শুভেন্দুবাবু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, জেলা স্তর পর্যন্ত কোনও সমস্যা না থাকলেও তার নীচের স্তরের সংগঠনের চেহারা সম্পর্কে খাতায়-কলমে যে হিসাব দেখানো হচ্ছে, বাস্তবের সঙ্গে তার বিস্তর ফারাক।মণ্ডল, শক্তিকেন্দ্র (পাঁচটি বুথ) এবং বুথ স্তরে কমিটির চেহারা সম্পর্কে যে হিসাব লিখিত ভাবে জমা পড়েছে, বাস্তবের মাটিতে আদৌ তত কর্মীকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি না, কার্যত তা নিয়েই শুভেঃদুবাবু সংশয় প্রকাশ করেছিলেন।

রাহুলকে তোপ শ্রীকান্ত শিন্ডের, বললেন এখন রাজনীতির সময় নয়

নয়াদিল্লি, ৪ জুন ঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করলেন শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডে। শ্রীকান্ত বলেছেন, রাহুল গান্ধী সবসময় রাজনীতি করেন, কিন্তু এখন রাজনীতির সময় নয়।শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডে বুধবার বলেছেন, যখন সমস্ত সাংসদ একত্রিত হচ্ছেন এবং একই কণ্ঠে কথা বলছেন, তখন রাহুল গান্ধীর বোঝা উচিত যে এইরকম পরিস্থিতিতে, যদি আমাদের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, তাহলে রাজনীতি করা উচিত নয়। রাহুল গান্ধী সর্বদা রাজনীতি করে আসছেন। রাজনীতি করার জন্য সারা জীবন সময় আছে, কিন্তু এখন ভারত সরকার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। ভারতই একমাত্র দেশ যারা বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে মানুষকে সংবেদনশীল করার জন্য, সেই দেশগুলিকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংবেদনশীল করার জন্য।রাহুল গান্ধীর নরেন্দ্র, আত্মসমর্পণ’ মন্তব্যের বিষয়ে শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডে বলেছেন, আমার মনে হয় রাহুল গান্ধীর পরিস্থিতি বোঝার জন্য এখনও আরও সময় প্রয়োজন।

১৮ বছরের আক্ষেপ ঘুচলো কোহলির, বেঙ্গালুরু হল নতুন চ্যাম্পিয়ন

কলকাতা, ৪ মেঃ আইপিএলের প্রথম(২০০৮) আসর থেকেই শিরোপা জয়ের অন্যতম দাবিদার ছিল রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কিন্তু এর আগে তিনবার ফাইনাল খেলেও বিরাট কোহলি শিরোপার স্বাদ পাননি।অবশেষে সেই আক্ষেপ ঘুচল।আহমেদাবাদে ৩ জুন রাতে আইপিএলের ফাইনালে পঞ্জাব কিংসকে ৬ রানে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে কোহলির বেঙ্গালুরু। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯০ রান করে বেঙ্গালুরু। জবাব দিতে নেমে নির্ধারিত ওভারে ১৮৪ রানে থামে পঞ্জাব।রান তা়া করতে নেমে শুরুটা ভালোই করেছিল পঞ্জাব। ওপেনিং জুটিতে প্রবসিমরান সিং এবং প্রিয়ন্স আর্য মিলে ৪৩ রান যোগ করেন। ১৯ বলে ২৪ রান করে জশ হ্যাজেলউডের শিকার হন আর্য। পাওয়ারপ্লেতে ১ উইকেট হারিয়ে ৫২ রান করে পঞ্জাব।অন্য ওপেনিং ব্যাটসম্যান প্রবসিমরান সিং ২২ বলে ২৬ রান করে দলীয় ৭২ রানে আউট হন। এরপরেই পাঞ্জাব সবচেয়ে ব়। ধাক্কাটা খায় অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার আউট হওয়ায়। মাত্র ১ রান করে আউট হন অধিনায়ক। ১০ ওভারে পঞ্জাবের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৩ উইকেটে ৮১ রান।দারুণ ফর্মে থাকা জশ ইংলিস শুরুটা ভালো করলেও ব়। ইনিংস খেলতে পারেননি। ২৩ বলে করেন ৩৯ রান। নেহাল ওয়াধেরাও ১৮ বলে ১৫ রান করে দলকে বিপদে ফেলেছেন।মার্কাস স্টয়নিস ও বিপদের মুখে দাঁড়াতে পারেননি। প্রথম বলে ছক্কা হাঁকিয়েই তার ইনিংস শেষ হয়ে যায়। তখন জয়ের জন্য ২১ বলে ৪৯ দরকার পঞ্জাবের, হাতে ৫ উইকেট।শেষদিকে একাই চেষ্টা করেছেন শশাঙ্ক সিং। তবে ৩০ বলে ৬ ছক্কা ও ৩ চারে তার ৬১ রানের ইনিংস আক্ষেপই বা়িয়েছে পঞ্জাবের।বেঙ্গালুরুর হয়ে ৪ ওভারে ১৭ রান দিয়ে ম্যাচ উইনিং বোলিং করেছেন ক্রুনাল পান্ডিয়া। ২ উইকেট নিয়েছেন ভুবনেশ্বর কুমার। আরসিবির হয়ে ব্যাটিংয়ে নেমে দলের ১৮ রানে বিধ্বংসী ইংলিশ ওপেনার ফিল সল্ট আউট হন । দ্বিতীয় উইকেটে মায়াঙ্ক আগারওয়ালের সঙ্গে ৩৮ রানের জুটি গ়ানে কোহলি। ১৮ বলে ২৪ রান করে আগারওয়ালের বিদায়ে ভাঙে জুটি। ৭ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৬১ রান করে বেঙ্গালুরু।ফাইনালে কোহলির ব্যাট দ্রুত গতিতে চলেনি । এতে রানের চাপও বাড়ে । এরপর অধিনায়ক রজত পাতিদার ১৬ বলে ২৬ রান করে দলের ৯৬ রানের মাথায় আউট হলে আরসিবির বিপদ আরো বাড়ে।এরপরই দ্রুত গতিতে রান তুলতে গিয়ে ৩৫ বলে ৪৩ রান করে তিনি ফেরেন কোহলি। তিনি আউট হন আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের বলে। কোহলির আউট হয়ে যাবার পর ব্যাটিংয়ে কিছুটা ঝড় তোলেন জিতেশ শর্মা। তাকে সঙ্গ দেন লিয়াম লিভিংস্টোন। তারা পঞ্চম উইকেটে ১২ বলে ৩৬ রানের জুটি গড়েন।কিন্তু ১৭ ওভারে আউট হয়ে ফেরেন লিভিংস্টোন। তিনি ১৫ বলে ২৫ রান করে কাইল জেমিসনের বলে আউট হন। আর ১০ বলে ২৪ রান করে আউট হন জিতেশও।শেষ ৩ ওভারে বেঙ্গালুরু যে ২২ রান যোগ করেছে তা সম্ভব হয়েছে শেফার্ডের ৯ বলে ১৭ রানের ইনিংসের কল্যাণে।পঞ্জাবের হয়ে তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন আর্শদীপ সিং এবং কাইল জেমিসন।অন্যদিকে মঙ্গলবার রাতে গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে শেষ হয়েছে এবারের আইপিএল। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে আলাদা আলাদা বিভাগে নজরকাড়া পারফরম্যানস করেছেন অনেকেই। এক নজরে দেখে আইপিএল শেষে পুরস্কারের তালিকাঃব্যক্তিঃগত পুরস্কার যারা পেলেন ঃঅরেঞ্জ ক্যাপঃ সাই সুদর্শন (গুজরাট টাইটানস)- ৭৫৯ রান (১০ লাখ টাকা)পার্পল ক্যাপঃপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণ (গুজরাট টাইটানস)- ২৫ উইকেট (১০ লাখ টাকা)মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার (সেরা খেলোয়া।)ঃসূর্যকুমার যাদব (মুম্বই ইন্ডিয়ানস) (১৫ লাখ টাকা)ইমার্জিং প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টঃসাই সুদর্শন (গুজরাট টাইটানস) (১০ লাখ টাকা)সুপার স্ট্রাইকার অব দ্য সিজনঃবৈভব সূর্যবংশী (রাজস্থান রয়্যালস) (১০ লাখ টাকা)ফ্যান্টাসি প্লেয়ার অব দ্য সিজনঃসাই সুদর্শন (১০ লাখ টাকা)ফ্যান্টাসি কিং প্লেয়ারঃসাই সুদর্শন (১০ লাখ টাকা)সর্বাধিক ছক্কাঃনিকোলাস পুরান (লখনউ সুপার জায়ান্টস)- ৪০টি ছয় (১০ লাখ টাকা)সর্বাধিক চারঃসাই সুদর্শন- ৮৮টি চার (১০ লাখ টাকা)সেরা ক্যাচঃকামিন্দু মেন্ডিস (সানরাইজার্স) (১০ লাখ টাকা)অন্যান্য পুরস্কারঃসেরা স্টেডিয়ামঃঅরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, দিল্লি (৫০ লাখ টাকা)ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ডঃ চেন্নাই সুপার কিংস ।ফাইনালের ম্যান অব দ্য ম্যাচঃক্রুণাল পাণ্ডিয়া (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু)

জনগণের কল্যাণই দিল্লি সরকারের অগ্রাধিকারঃআশীষ সুদ

নয়াদিল্লি, ৪ জুন ঃ জনগণের কল্যাণই দিল্লি সরকারের অগ্রাধিকার। জোর দিয়ে বললেন দিল্লির মন্ত্রী আশীষ সুদ। দিল্লি সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে বুধবার মন্ত্রী আশীষ সুদ বলেছেন, ’অন্ত্যোদয়’ আমাদের ’সংকল্প’। দরিদ্রদের কল্যাণ আমাদের কর্তব্য, এবং সরকার দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য দুর্দান্ত কাজ করেছে। আমরা দরিদ্রদের বস্তিতে দরিদ্র শিশুদের শৌচাগার দেওয়ার জন্য, বাথরুম দেওয়ার জন্য, ইডাব্লিউএস শিশুদের ১৬ কোটি টাকা উপবৃত্তি দেওয়ার জন্য, একটি ভাষা ক্লাস স্থাপন করার জন্য এবং ফি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সিএম শ্রী স্কুল তৈরি করেছি।মন্ত্রী আশীষ সুদ আরও বলেন, বিরোধীরা ক্রমাগত প্রশ্ন তুলেছে। আপনি তাদের কাছ থেকে কী আশা করেন? তথ্যের ভিত্তিতে, গত পাঁচ বছরে, এই চার মাসে (ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল এবং মে) বিদ্যুৎ সংযোগ সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। ২০২০ সালে, ২৭,০০০ বার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আমি পরিসংখ্যান এবং তথ্য দিয়ে এটি প্রমাণ করেছি।

আবহাওয়া

মঙ্গলবার সারাদিন গরমে দুর্বিষহ অবস্থা ছিল কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই। কিন্তু, মধ্যরাতের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলেছে। একধাক্কায় বেশ কিছুটা কমেছে তাপমাত্রাও। তবে, আপাতত গরম থেকে রেহাই পাবে না দক্ষিণবঙ্গ। উল্টে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন মূলত দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় গরম ও আর্দ্রতা বজায় থাকবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর ও কলকাতায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলায়ও গরমের দাপট বজায় থাকবে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া ও দুই ২৪ পরগনায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও গরম অব্যাহত থাকবে। উত্তরবঙ্গে অবশ্য আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.৬ ডিগ্রি কম। বুধবার সকাল থেকেই শহর ও শহরতলির আকাশ মেঘলা।।জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃ উদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে

নববারাকপুরে দৃষ্টিহীন মানুষদের মধ্যাহ্ন প্রীতি ভোজ

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৪ জুন ঃ বুধবার দুপুরে নববারাকপুর পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম কোদালিয়া লোকনাথ সেবা সংঘের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের দুশোর উপর দৃষ্টিহীন মানুষদের মধ্যাহ্ন প্রীতি ভোজ করা হয় স্থানীয় প্রাঙ্গণে। উল্লেখ্য লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে পশ্চিম কোদালিয়া লোকনাথ সেবা সংঘের এই অভিনব ভাবনা। দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়ে থেকে প্রবীণ মানুষেরা ভান্ডারাতে অংশগ্রহণ করে। উসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত জানান ২৯ তম বর্ষের ১৩৫ তম লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে সোমবার শুরু হয়েছিল বর্ণাঢ্য সুসজ্জিত শোভাযাত্রা দিয়ে এরপর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশিষ্ট গুনীজনদের সম্মান প্রদান করা হয় , বুধবার জেলার দৃষ্টিহীন মানুষদের মধ্যাহ্ন প্রীতি ভোজ, উপহার প্রদান, স্থানীয় গৃহ শিক্ষক দের সম্মানিত করা হয় মঞ্চে। দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী মানুষ দের মুখে হাসি ফোঁটাতে পেরে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত হলাম এই উসবের মধ্যে দিয়ে। এবং কাল শেষ দিনে বাউল সংগীতানুষ্ঠান। উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা সহ স্থানীয় পুর প্রতিনিধি আরতি দাস মল্লিক এবং এলাকার সকল অধিবাসীবৃদের সার্বিক সহযোগিতায় লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পুর প্রতিনিধি আরতি দাস মল্লিক, মনোজ সরকার, সুদীপ ঘোষ, কোঅপারেটিভ হোমস লিমিটেডের সেক্রেটারি সুজিত চন্দ, সমাজকর্মী কমল দাস, সুকাজল দাস, বাবুসোনা, বিশ্বনাথ দত্ত, অলোক ভট্টাচার্য, অশোক মিত্র সহ এলাকার অধিবাসীবৃন্দ।

খাতা খুলে প্রতারনার জাল, ধৃত ৬

উত্তর ২৪ পরগনা, ৪ জুন ঃ নিমতা অঞ্চলের বহু মানুষের পরিচয় পত্র নিয়ে সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কে খাতা খুলে প্রতারনার জাল বিস্তার করেছিল এ রাজ্যের একটি প্রতারণা চক্র। শেষমেশ এদের অবস্থাও সিনেমার গল্পের মতই হল। পুলিশের জালে ধরা পড়ল ৬ প্রতারক। ধৃতদের মধ্যে ব্যাঙ্ক কর্মীও রয়েছে। এদের গ্রেফতার করল নিমতা থানার পুলিশ। ধৃতদের বুধবার পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার নিমতা আলিপুর একটি বাড়িতে গণ্ডগোলের খবর পেয়ে তারা পৌঁছায়। এরপরেই তারা জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে পেশায় রঙ মিস্ত্রী নিমতা আলিপুরের বাসিন্দার বাড়িতে চড়াও হয় দুই প্রতারক।

চণ্ডীতলা ১২ বছরের নাবালিকাকে লাগাতার যৌন নির্যাতনের অভিযোগ

বনস্পতি দে, চণ্ডীতলা হুগলি, ৪ জুন ঃ ইতিমধ্যেই চণ্ডীতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নির্যাতিতার পরিবার। তারপরই অ্যাকশন নেয় পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে এক প্রতিবেশী প্রৌঢ়কে। তাঁর বিরুদ্ধেই এই অপকর্মের অভিযোগ উঠেছে। ১২ বছরের নাবালিকাকে লাগাতার যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত ওই নাবালিকা অন্ত ঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে সামনে আসে ঘটনা। এ নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা হুগলির চণ্ডীতলায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন থেকেই ১২ বছরের ওই নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে যৌন নির্যাতন করছিলেন ওই প্রৌঢ়। এরইমধ্যে কয়েকদিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায় পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু সেখানে ডাক্তারের কথা শুনে চোখ কপালে উঠে যায় তাঁদের। ডাক্তার জানান ওই নাবালিকা বর্তমানে ৯ সপ্তাহের অন্ত ঃসত্ত্বা। এরপরই পরিবারের সদস্যদের কাছে সবটা খুলে বলে ওই নাবালিকা। মেয়ের মুখে সবটা শুনে আর পুলিশে অভিযোগ জানাতে কালবিলম্ব করেননি নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ পেতেই অভিযুক্ত প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় কিছু সময়ের মধ্যে। এদিন ওই প্রৌঢ়কে তোলা হয় শ্রীরামপুর আদালতে।

ডানকুনিতে বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৩ জন

দুরন্ত বার্তা, ডানকুনি, ৪ জুন ঃ ডানকুনিতে বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৩ জন। বাসের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়, আটকে পড়েন বাসের চালক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডানকুনি থানার পুলিশ। বাস কেটে উদ্ধার করা হয়েছে চালককে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বাসটি চণ্ডীতলার দিক থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। উল্টো দিক থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশ বাসের যাত্রীদের উদ্ধার করে। কিন্তু আটকে থাকা চালককে উদ্ধার করতে সমস্যা হয়। নিয়ে আসা হয় গ্যাস কাটার। তা দিয়ে বাস কেটে উদ্ধার করা হয় চালককে। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চণ্ডীতলা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। খালাসি-সহ ৩ জন দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। লরি ও বাসটি ক্রেন দিয়ে সরিয়ে সেই রাস্তা ফাঁকা করে পুলিশ। এই ঘটনায় সাময়িক ভাবে যানচলাচল ব্যহত হয় সংশ্লিষ্ট রাস্তায়। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশি

মহা সাড়ম্বরে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবস অনুষ্ঠান

মহন্ত দাশগুপ্ত, ৪ জুন ঃ প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও নৈহাটি বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক সনৎ দে মহাশয়ের উদ্যোগে ও মহা সাড়ম্বরে ও নিষ্ঠা সহকারে অনুষ্ঠিত হলো বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবস অনুষ্ঠান। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও ছয় নম্বর বিজয়নগরের নিজস্ব বাসস্থানের সন্নিকটে দুই দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল লোকনাথ বাবার তিরোধান উৎসব। উপস্থিত হয়েছিলেন এই উৎসবে ব্যারাকপুর লোকসভার সাংসদ পার্থ ভৌমিক মহাশয়, জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, বিজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারী, কাঁচরাপাড়ার পৌরপ্রধান কমল অধিকারী, রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃনাঙ্কুর ভট্টাচার্য, নৈহাটির পৌরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়, নৈহাটি পৌরসভার পৌরপরিষদ কানাইলাল আচার্য, পৌরপারিষদ রাজেন্দ্র গুপ্ত ও মানস পাল সহ বিভিন্ন নেতা-নেত্রীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পৌরপিতা ও পৌরমাতাগন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সকাল থেকে দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করেন নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে মহাশয়।

খানাকুলের পূর্বঠাকুরানিচক এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদের উপরে গুরুত্বপূর্ণ সেতুর মধ্যাংশ ভেঙে ঝুলে যাওয়ায়, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

বনস্পতি দে, খানাকুল, ৪ জুন ঃ দুর্ঘটনার আশঙ্কায় পুলিশ ব্যারিকেড দিয়েছে সেতুর দুই মুখে। যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ। খানাকুলের পূর্বঠাকুরানিচক এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদের উপরে গুরুত্বপূর্ণ সেতুর মধ্যাংশ ভেঙে ঝুলে যাওয়ায়, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মধ্যবর্তী পিলার ভেঙে নদীতে মিশে গিয়েছে।

ভাঙা সেতু নিয়ে শাসক-বিরোধী চাপানউতর শুরু হয়ে গিয়েছে। শাসক দলের লোকজনের অভিযোগ, বামেরা এই সেতু নির্মাণ করেছিল অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। আর বর্তমানে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে যারা আছে, অর্থাৎ বিজেপি, তারাও কোনও রক্ষণাবেক্ষণ করেনি। জনস্বার্থ কেউই দেখেনি এই দুই দল। তার ফলেই সেতুটির এই দৈন্য দশা। হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুর- এই দুই জেলার সংযোগকারী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেতুর মধ্যাংশ ভেঙে যাওয়ায় যোগাযোগ প্রায় পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। খানাকুলের পূর্বঠাকুরানীচক এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদের উপরে এই সেতু বামেদের আমলে তৈরি। সেই থেকে আজ অবধি সেতুর কোনও কাজই হয়নি বলে অভিযোগ। সেতুর স্বাস্থ্যের হাল ফেরানো তো দূরের কথা, কোনও দিনই সামান্যতম মেরামতিও হয়নি। তাই জরাজীর্ণ এই সেতুর উপর দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছিলেন এই দুই জেলারই হাজার হাজার মানুষ। রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসার পরেও সেতুর কাজ হয়নি। আবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে বিজেপির দখলে। তারাও সেতুটি নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি। দলাদলি না করে, জনস্বার্থেই অবিলম্বে সেতুটি নতুন করে নির্মাণের দাবি তুলেছেন

এলাকার সব পক্ষের মানুষজন। তাঁদের প্রশ্ন, সেতুটি দিয়ে কি কোনও নির্দিষ্ট দলের লোকজন যাতায়াত করেন? পশ্চিম খানাকুলের দ্বারকেশ্বরের উপরে এই সেতু দিয়ে খুব সহজে, কম রাস্তা অতিক্রম করে হুগলির খানাকুল থেকে ঘাটাল, বীরসিংহ, মনসুখা-সহ একাধিক এলাকায় যাতায়াত করা যায়। আরামবাগ শহর এখান থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে। যাওয়াও কষ্টকর। আর তার উপরে যোগাযোগও অনুন্নত। তাই দুই জেলার ছাত্রছাত্রীরা সীমানাবর্তী স্কুলেই পড়াশোনা করে। কিন্তু সেতু ভেঙে যাওয়ায়, নাজেহাল দুই জেলার হাজার হাজার মানুষ। আবার দোকানপাট, হাটবাজার, পঞ্চায়েত, অফিস যাতায়াতও বন্ধ। পূর্বপাড় থেকে পশ্চিম পাড় পর্যন্ত যাতায়াত পুরোপুরি ব্যাহত। দু'দিকের প্রবেশ পথ সিল করে দিয়েছে পুলিশ, যাতে কেউই এই ভগ্নপ্রায় সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে না পারেন। ব্যাপক অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের। এইটুকু রাস্তা ঘুরপথে আসতে হলে, এক-দে। ঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছে। অবিলম্বে সেতুটি নির্মাণের দাবি তুলেছেন দুই এলাকার মানুষজন। ভগ্ন সেতুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদও চড়ছে এলাকায়। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় খানাকুল থানার পুলিশ সেতুটির দুই মুখ ঘিরে রেখেছে। এলাকার বাসিন্দা একাধিক জনের বক্তব্য, গত পাঁচ বছর ধরেই এই সেতুটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে।কিন্তু শাসক দলের লোকজন কোনও পদক্ষেপ করেনি। এখান থেকে ঘাটাল, মনসুখা, বীরসিংহ, দেওয়ান চক-সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যাতায়াত করা যায় খুব সহজেই।

আবার পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে হুগলির এই সব এলাকাতে আসা যায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে। কিন্তু রাজনৈতিক চাপানউতরে কাজ থমকে। তার জেরে সেতুটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই ভেঙে পা বলে অভিযোগ। বিজেপির স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রামকৃষ্ণ মাইতি বলেন, ' প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে পাঠিয়েছি। আশা করছি, খুব দ্রুত কাজ শুরু হয়ে যাবে।' খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'বাম আমলে তৈরি হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল সরকার কী করেছে? এরা খেলায়, খাওয়ায়, সবেতেই টাকা দিতে পারে। কিন্তু রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণের জন্য এদের আর টাকা থাকে না।

সিভিক ভলান্টিয়ার ও এক যুবকের তৎপরতায় গঙ্গায় রক্ষা পেল কিশোর

দুরন্ত বার্তা, বাঁশবেড়িয়া, ৪ জুন ঃ গঙ্গায় স্নান করতে নেমে ডুবে যাচ্ছিল সে। সে সময় ত্রাতা হয়ে দাঁড়ান নদীর ধারে কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ার পার্থ বিশ্বাস ও স্থানীয় যুবক মহম্মদ সামি। সিভিক ভলান্টিয়ার ও স্থানীয় এক যুবকের তৎপরতায় বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেল এক কিশোর। পার্থ-সামির যৌথ প্রচেষ্টায় পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পেরেছে ওই কিশোর। মগরা থানার বাঁশবেড়িয়া মিল ফাঁড়ি এলাকার শিবপুর রাজারঘাটে দুপুরে এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর ১টা নাগাদ বাঁশবেড়িয়া শিবপুর রাজারঘাটে কয়েকজন ছেলে গঙ্গায় স্নান করতে নামে। এরই মধ্যে ছিল অভয় সাউ নামে ১৫ বছরের এক কিশোর। আচমকাই জলের তোড়ে ভেসে যেতে থাকে সে। সে সময় গঙ্গার ঘাটে ডিউটিতে ছিলেন সিভিক ভলান্টিয়ার পার্থ বিশ্বাস। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে স্থানীয়দের সতর্ক করেন এবং জলে নেমে পড়েন। এ দিকে পার্থকে নামতে দেখে এগিয়ে আসেন মহম্মদ সামি নামে এক যুবক। সামিই এগিয়ে গিয়ে অভয়কে তুলে আনেন। ওই সিভিক ভলান্টিয়ার প্রথমে ওই কিশোর পেটে চাপ দিয়ে মুখ দিয়ে জল বের করেন। কিছুটা জল বেরিয়ে যাওয়ার পর কিশোরকে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। পরে তাঁকে বাঁশবেড়িয়া

ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুজিত রায় পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটির মা পুলিশ ফাঁড়িতে পৌঁছন এবং পরিবারের হাতে কিশোরকে তুলে দেওয়া হয়। অভয়ের মা জানান, সকাল ১১টায় ছেলে বাড়ি থেকে বেরোয়। এর পরই ফাঁড়ি থেকে তাঁদের ফোন করে ছেলের কথা জানানো হয়। ওই কিশোরের মায়ের কথায়, 'সিভিক ভলান্টিয়ারের জন্যই ছেলেকে ফিরে পেলাম।' হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি (ক্রাইম) অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র জানিয়েছেন, সিভিক ভলান্টিযার ও স্থানীয় এক যুবক ডুবে যাওয়া ওই কিশোরকে উদ্ধার করেন। ছেলেটিকে সিপিআর দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মানবিকতার খাতিরে তিনি চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি রাজ্যকে চিঠি লিখে পথে দৃষ্টিহীন চাকরিহারা শিক্ষকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ আইন সকলের জন্য সমান! তবু যুক্তিতক্কের উপরে উঠে কোনও-কোনও সময়, মানবিকতাকেই অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয় আদালত। ঠিক যেভাবে এসএসসির ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হলেও স্বপদে বহাল রয়ে গিয়েছেন ক্যানসার আক্রান্ত শিক্ষিকা সোমা দাস। এবার সেই মানবকিতাকে হাতিয়ার করেই চাকরি টিকিয়ে রাখার দাবিতে পথে নামলেন দৃষ্টিহীন এবং বিশেষভাবে সক্ষম চাকরিহারা শিক্ষকরা। তাঁদের প্রশ্ন, সোমার জন্য কোর্ট মানবিক হলে, তাঁদের বেলায় নয় কেন?সোমা দাস ক্যানসার আক্রান্ত শিক্ষিকা। মানবিকতার খাতিরে তাঁকে চাকরিতে বহাল রেখেছে আদালত। এই যুক্তিকে হাতিয়ার করে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষাসচিব এবং এসএসসির চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছে অল বেঙ্গল ব্লাইন্ড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। তাঁদের দাবি, দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়া আর বাকি

পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য অনেক। দৃষ্টিহীনদের পরীক্ষা দিতে হলে একজন 'সঙ্গে লাগে। যিনি শুনে পরীক্ষায় উত্তর লিখবেন। সেই 'রাইটার' না পাওয়া গেলে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে অল বেঙ্গল ব্লাইন্ড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তাপস রায় বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের দৃষ্টিহীন ৭০ জনের বেশি শিক্ষক যোগ্য হয়েও চাকরিহারা। আমরা চাই, সোমার মতো আমাদের বিষয়টি সরকার মানবিক দিক থেকে দেখুক। পথে নেমে আন্দোলনের ডাকও দিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে সোমা দাসের চাকরি থাকলেও চাকরি হারিয়েছেন ক্যানসার আক্রান্ত সায়নগার ভাওয়াল। ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগর কুরবান আলি হাই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। মানবিকতার খাতিরে তিনি চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। আইনের চোখে সকলে সমান। কিন্তু রাষ্ট্রে আইনকানুন তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষকে ভালো রাখতে। তাই যুক্তিতক্কের উপরে উঠে মানবিকতার খাতিরে বহু সিদ্ধান্ত নেয় আদালত। এক্ষেত্রে যুক্তি মান্যতা পায় নাকি মানবিকতা, সেদিকে তাকিয়ে সকলেই।

বিধায়ক ও চিকিৎসক হিসাবে এক সহনাগরিকের প্রতি সহযোগিতায় আপ্লুত রোগী আত্মীয়রা

সৌরভ দাশ,বসিরহাট,৪ জুন ঃ বসিরহাটের বাসিন্দা মানিক মন্ডল নামে এক বয়োবৃদ্ধ নিজের বাড়িতে ই অসুস্থ হয়ে পরেন। পরিবারের লোকজন তাকে বসিরহাট হাসপাতালে নিয়ে আসলে তার হার্টের সমস্যা ধরা পরে। অবস্থা এতটাই সঙ্কটজনক হয়ে পরে যে তাকে দ্রুত কলকাতার আর.জি.কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় চিকিৎসকদের তরফে। আর.জি.কর হাসপাতালে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে বেড না পেয়ে রবিবার জেনারেল মেডিসিন বিভাগেই ভর্তি করতে হয় ওই ব্যক্তিকে। দিশেহারা অবস্থায় উপায়ান্তর না পেয়ে রোগীর পরিজনরা ফোনে যোগাযোগ করেন বসিরহাট দক্ষিনের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জীর সঙ্গে। রোগীর আত্মীয়দের ফোন পেয়ে দ্রুত আর জি কর হাসপাতালে পৌঁছান

বিধায়ক স্বয়ং। হাসপাতালে গিয়ে রোগীকে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে স্থানান্তরিত করার উদ্যোগ নেন তিনি। কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে স্থানান্তরের পাশাপাশি কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে রোগীকে সুস্থ করার যাবতীয় সহায়ক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। রোগীকে আইসিইউ ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়। চলতে থাকে চিকিৎসা। বিধায়ক ও চিকিৎসক হিসাবে এক সহনাগরিকের প্রতি তার এই সহযোগিতায় আপ্লুত রোগী আত্মীয়রা। মঙ্গলবার ফের ওই ব্যক্তিকে দেখতে ও তার শারিরীক অবস্থার খোঁজ খবর নিতে আর.জি.কর হাসপাতালে যান বিধায়ক,রোগীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিয়ে রোগী আগের তুলনায় .ভালো আছেন বলে জানান তিনি।বিধায়কের সঙ্গে কথা বলেন ওই ব্যক্তিও। অসুস্থ ওই ব্যক্তির ছেলে বসিরহাট ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিঃদা রাকেশ মন্ডল ছেলে জানান, গত রবিবার বুকে ব্যাথা র কারনে তার বাবাকে বসিরহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়,সেখান থেকে দ্রুত আর.জি.করে রেফার করা হয় তাকে।আর.জি.করে গিয়ে তারা জানতে পারেন তার বাবা কার্ডিওজেনিক শকে আক্রান্ত, তার চিকিসার জন্য দ্রুত আইসিসিইউ বেড দরকার। এরপর ই তারা যোগাযোগ করেন বসিরহাটের বিধায়কের সঙ্গে। দ্রুততা ও তপরতার সঙ্গে উদ্যোগ নেন বিধায়ক।তার প্রচেষ্টায় বেড পেয়ে যান তার বাবা। বিধায়কের এই পরোপকারী সত্বার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাকেশ বলেন,বসিরহাটের মানুষ এভাবেই একজন বিধায়কের থেকে উপকৃত হোক,বিপদের সময় এভাবেই পাশে থাকুন বিধায়ক এটাই তাদের চাওয়া, আর এটাই তাদের প্রাপ্তি।

অপারেশন সিঁদুর আবহে জারি নির্দেশিকা প্রত্যাহার, ছুটি নিতে পারবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ অপারেশন সিঁদুর আবহে সরকারি চাকুরেদের ছুটি বাতিল হয়েছিল। এবার সেই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করল রাজ্য সরকার। অর্থাৎ এখন প্রয়োজনমতো ছুটি নিতে পারবেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা।

ভারত-পাক যুদ্ধের আবহে এবার সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিল ঘোষণা করেছিল নবান্ন। মঙ্গলবার পর্যন্ত জারি ছিল এই নির্দেশিকা। তবে শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে ছাড় মিলছিল। তবে সেক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হচ্ছিল। নিজের এলাকা ছাড়তেও বারণ করা হয়েছিল। যার যেখানে পোস্টিং সেখানেই থাকতে হবে বলে জানানো হয়েছিল বিজ্ঞপ্তিতে। তবে যারা অসুস্থতার কারণে ছুটিতে ছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ওই নির্দেশ প্রযোজ্য ছিল না। এবার সেই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করা হল। প্রয়োজনমাফিক ছুটি নিতে পারবেন সরকারি কর্মচারীরা।

৭ মে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের ৯টি জায়গায় প্রত্যাঘাত করে ভারতীয় সেনা। খতম করে শতাধিক জেহাদি। নষ্ট হয় জইশ-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তইবার মতো জঙ্গিগোষ্ঠীর একাধিক ঘাঁটি। এরপর ইসলামাবাদ পালটা আক্রমণ করতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দেশের প্রায় সব রাজ্যের এবং কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। এবার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ছুটি বাতিলের নির্দেশিকা প্রত্যাহার করা হল।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The DY.C.E. (Mech) / Roads, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/ASPH/PB/GM-02/2025-26

Name of the Work : **AMC for cleaning of Thermodrum and pollution control devices such as cyclone separator, chimney, water scrubber unit etc of DM50 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.**; Estimated Cost : **Rs.2,64,559.00;** Earnest Money : **Rs. 5,500.00**; Period of Completion : **365 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **20.06.2025 - 1 p.m.**; Bid opening date for Technical Proposal (online) : **23.06.2025 -1 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **11.06.2025 after 1 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (W/S)/GRWW, KMC invites e-tender for the following work:

NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/24-25/109

Name of the Work : **Strenthening of damaged socket-spigot joint with MS cleat of 900 mm dia PSC.SS. grid opposite to Taratala Police Station on Taratala Road.**; Estimated Amount: **Rs.1,76,241.00;** Earnest Money : **Rs. 3,550.00**; Period of Completion : **10 Days**; Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online): : **19.06.2025 at 2 p.m. / 21.06.2025 at 2 p.m.;** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (W/S), South (Br-X), KMC invites e-tender for the following works:

1. NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/25-26/3 (1st Call)

Name of the Work : **Replacement of air release valve (02 Nos.) near Dhaka kali bari and old Bangur hospital and other allied works on N.S.C. Bose Rd under Br-X**; Estimated Amount: **Rs.2,60,155.00;** Earnest Money : **Rs. 5,500.00**; Period of Completion : **21 Days**;

2. NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/25-26/4 (1st Call)

Name of the Work : **Leak repairing work on existing water pipeline ay 148/12 N.S.C Bose Rd, 140 P.G.H Shah Rd, 37A P.A. Shah Rd, 27 T.C. Rd and other location under Br-X**; Estimated Amount: **Rs.1,91,006.80;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **21 Days**;

3. NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/25-26/5 (1st Call)

Name of the Work : **600 MM PSC jacketing work on 25L/1C selimpur Rd, Bijoygarh college front gate, 151C and 118/A S.G Garden Rd under Br-X**; Estimated Amount: **Rs.1,96,609.42;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **12 Days**; Last Date of Submission : **20.06.2025 - 2 p.m.** (for Sl.No.1 to 3) ; Tender opening Date : **23.06.2025 - 2 p.m.** (for Sl.No.1to3); Date of publication/submission start : **11.06.2025 - 2 p.m.** (for Sl.No. 1 to 3) ; The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl.No. 1to3)

The Executive Engineer (Water Supply), KMC invites e-tender for the following works:

1. NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/13/2025-26

Name of the Work : **Replenishment of filter media (sand and gravels) alongwith ancillary civil works of filter bed No. B-4 at WTP-IV, garden reach water works**; Estimated Amount: **Quotation** ; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **25 Days**;

2. NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/05/2025-26

Name of the Work : **Replenishment of filter media with sand and gravels along with ancillary civil works of filter bed No. A-6 at WTP-IV, garden reach water works**; Estimated Amount: **Quotation** ; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **25 Days**; ; Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) : **23.06.2025 - 2 p.m. / 25.06.2025 at 2 p.m.** (for Sl.1&2) ; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl.1&2).

The Director General (Uttaran Services), KMC invites e-tender online percentage rate to bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/US/HQ/56/25-26/22

Name of the Work : **Development of modern road side public urinal at 14 bibi bagan lane in Ward-56**; Estimate Amount (including GST & LWC) : **Rs.3,42,904.55** ; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **120 Days** ;

2. NIT No.: KMC/US/HQ/56/25-26/23

Name of the Work : **Development of modern road side public urinal at RNC road near pottery road auto stand in Ward-56**; Estimate Amount (including GST & LWC) : **Rs.3,40,892.87 ;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **90 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **17.06.2025 upto 11 a.m.** (for Sl.1&2) ; Bid opening date and time for technical proposals : **19.06.2025 at 11 a.m.** (for Sl.1&2) ; The bid forms and other details will be available on and from **05.06.2025-11a.m.**(for Sl.1&2).The website **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in** (for Sl.1&2).

The D.G.(Mech)/ Roads, KMC invites e-tender online item wise rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/ASPH/PB/AR/E-07/2025-26

Name of the Work : **Installation of new feeder panel at old emulsion godown and new wiring with allied electrical works at new emulsion godown under Asphaltum department, Palmer Bazar**; Estimated Amount : **Rs.4,49,144.66 ;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **10 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **18.06.2025 at 11 a.m.** ; Bid opening date for technical proposal : **20.06.2025 at 11 a.m. ;** The bid forms and other details are available on and from **10.06.2025 - 5 p.m.**

2. NIT No.: KMC/ASPH/PB/TKS-01/2025-26

Name of the Work : **Manufacturing and fitting, fixing of trunion rollers and its shafts and shafts of 17-teeth sprocket for DM-45 plant at Asphaltum department, Palmer Bazar**; Estimated Cost : **Quotation** ; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **10 Days** ;

3. NIT No.: KMC/ASPH/PB/TKS-06/2025-26

Name of the Work : **Repairing, replacement and fitting fixing of some urgent spare parts in oil distribution section at Asphaltum department, Palmer Bazar**; Estimated Cost : **Quotation ;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **19.06.2025 at 2 p.m.** (for Sl.2&3) ; Bid opening date and time for technical proposals (online) : **21.06.2025 at 2 p.m.** (for Sl.2&3) ; The bid forms and other details are available on and from **10.06.2025 - 2 p.m.** (for Sl.2&3). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl.1to3). **374/25-26**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্তবার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৮৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

শান্তির পথে একমাত্র উপায় সরকার ও মাওবাদীদের মধ্যে সংলাপ

ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতির অন্যতম জটিল সমস্যাগুলোর একটি হল মাওবাদী আন্দোলন। একদিকে দীর্ঘদিনের অবহেলা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে একপ্রকার প্রতিবাদের রূপ;অন্যদিকে, সেই প্রতিবাদ আজ সশস্ত্র সহিংসতা ও সাধারণ মানুষের জীবনে আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। এই দ্বন্দ্বে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শুধুমাত্র নিরাপত্তা বাহিনী নয়, ভেঙে পড়ছে গোটা গণতান্ত্রিক কাঠামো। এই পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান একমাত্র সম্ভব সরকার ও মাওবাদীদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে। গত কয়েক দশক ধরেই দেশের নানা প্রান্তে বিশেষত ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশে মাওবাদী কার্যকলাপ জারি রয়েছে। তারা কখনও পুলিশ ক্যাম্পে হামলা চালায়, কখনও রেললাইন উড়িয়ে দেয়, আবার কখনও নিরীহ গ্রামবাসীকেও নিগৃহীত করে। প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রও কড়া সামরিক কৌশল গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে;শুধু অস্ত্রে কি আদৌ এই সমস্যা মিটবে? সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, এই সংঘাতের কেন্দ্রে রয়েছে আদিবাসী ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, যাদের জীবিকা, ভূমি, বনজ সম্পদ, ও সংস্কৃতি বারবার প্রান্তিকতায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই জনসমষ্টির দীর্ঘদিনের অভিযোগ;তাদের কথা কেউ শোনে না, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় না, তারা কেবল রাজনৈতিক ও কর্পোরেট স্বার্থের বলি। এই বাস্তবতার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির মাওবাদী নেতৃত্ব সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের 'জনতার রক্ষাকর্তা' হিসাবে তুলে ধরেছে। তবে বাস্তবে মাওবাদী আন্দোলন আজ অনেকটাই বিচ্যুত। আদর্শের চেয়ে অস্ত্র ও আধিপত্যই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অনেক জায়গায় এই আন্দোলন স্থানীয় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও

ভয়ভীতি প্রদর্শনের রূপ নিয়েছে। কিন্তু তাই বলে এই সমস্যার মূল কারণকে উপেক্ষা করা যায় না। সরকার একদিকে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চায়, আবার অন্যদিকে 'অপারেশন গ্রিন হান্ট'-এর মতো কড়া সামরিক পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই দ্বৈত নীতিতে কোথাও যেন অসংলগ্নতা রয়ে যাচ্ছে। কারণ, উন্নয়নের ভাষা বন্দুকের আওয়াজে হারিয়ে যায়। তাই সময় এসেছে, এই দীর্ঘস্থায়ী সংকট সমাধানের জন্য নতুন একটি রূপরেখা নির্ধারণের;যার মূল স্তম্ভ হবে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধান। সরকার ও মাওবাদীদের মধ্যে সরাসরি সংলাপ হওয়া এখন সময়ের দাবি। কোনও মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে নয়, বরং সরাসরি এবং স্বচ্ছভাবে এই আলোচনা হওয়া উচিত। আলোচনার বিষয় হতে পারে; স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার, জমি ও বন আইনের সংস্কার, উন্নয়ন প্রকল্পে জন-অংশগ্রহণ, নিরীহ গ্রামবাসীর সুরক্ষা, এবং অস্ত্র পরিত্যাগের পর আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের পুনর্বাসন নীতি। এখানে দুটি দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, সরকারের উচিত মানবিকতা ও সহানুভূতির ভিত্তিতে আলোচনা শুরু করা। তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বহু মাওবাদী কিশোর-কিশোরী বা তরুণ-তরুণী শুধুমাত্র সামাজিক অবিচার ও হতাশা থেকে এই পথে পা রেখেছে। একমাত্র সংলাপই পারে তাদের মন পরিবর্তন করতে। দ্বিতীয়ত, মাওবাদী নেতৃত্বকেও বুঝতে হবে, অস্ত্র তুলে গণতন্ত্রের কাঠামো ভেঙে কিছু অর্জন সম্ভব নয়। যদি তারা প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য লড়াই করতে চান, তবে সেই লড়াই সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য দিয়েই করতে হবে। ইতিহাস বলছে, বহু বিপ্লবী সংগঠন পরবর্তীতে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছে;এখন মাওবাদীদের জন্যও সময় এসেছে সেই পথ অনুসরণের। কিন্তু এই আলোচনার জন্য প্রয়োজন একটি বিশ্বাসযোগ্য পরিকাঠামো। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে যৌথভাবে এমন একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ আলোচনামঞ্চ তৈরি করতে হবে যেখানে মাওবাদীদের প্রতিনিধিরা নিরাপদে এসে নিজেদের দাবি ও অভিমান তুলে ধরতে পারবেন। সেই আলোচনার সমস্ত পর্ব যেন গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের নজরদারিতে থাকে, তবেই এই প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে। এই আলোচনার মূল চাবিকাঠি হবে পারস্পরিক আস্থা। অতীতে বহুবার দেখা গেছে, আলোচনার ডাক দিয়ে পরে পুলিশি ধরপাকড় চালানো হয়েছে। এর ফলে মাওবাদীরা আলোচনার পথ থেকে আরও সরে গিয়েছে। এই প্রবণতা এবার বদলাতে হবে। একবার যদি বিশ্বাসের সেতু তৈরি হয়, তাহলে বহু তরুণ, যাঁরা আজ মাওবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, তাঁরাও হয়তো শিক্ষার, উন্নয়নের ও কর্মসংস্থানের পথে ফিরতে চাইবেন। এই প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার সংগঠন, সাংবাদিকতা জগত, এবং একাডেমিক মহলের প্রতিনিধিরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। তাঁদের মধ্যস্থতায় সরকার ও মাওবাদী পক্ষের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, এই সমস্যা শুধু আইন-শৃঙ্খলার নয়;এটি এক গভীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট। তাই এর সমাধানও হতে হবে সার্বিক। শুধুমাত্র উন্নয়নের নামে রাস্তা, কারখানা, কিংবা খনির অনুমোদন নয়; বরং সেগুলির মাধ্যমে স্থানীয় মানুষকে কতটা সম্পৃক্ত করা যায়, তারা কীভাবে উপকৃত হবেন, সেটাই হবে আলোচনার মূল প্রশ্ন। ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতন্ত্রের গর্ব করে। কিন্তু সেই গণতন্ত্র যদি নিজের নাগরিকদেরই বিশ্বাস অর্জন করতে না পারে, তাহলে তা কেবল কাগজে-কলমে রয়ে যায়। তাই এখনই সময়, এই আস্থা পুনর্গঠনের। মাওবাদী সমস্যা যতই জটিল হোক না কেন, আলোচনার পথেই রয়েছে এর স্থায়ী সমাধান। অস্ত্রের বিনিময়ে কিছু সময়ের জন্য নিস্তব্ধতা তৈরি করা যায় ঠিকই, কিন্তু সত্যিকারের শান্তি আসে একমাত্র ন্যায় ও সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে। সরকার যদি সত্যিই চায় একটি মাওবাদীমুক্ত ভারত, তাহলে তাকে আগে তৈরি করতে হবে একটি সংলাপমুখী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। এবার সময় এসেছে, বন্দুক নয়;বাক্যেই হোক জবাব। আলোচনা হোক, আর হোক নতুন এক ভারতের সূচনা, যেখানে উন্নয়ন ও ন্যায় একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহযাত্রী।

মাতৃত্ব ও অসুস্থতার ছুটির অধিকার গৃহকর্মীদের বঞ্চনার ন্যায়বিচার

বর্তমান সমাজে গৃহকর্মীদের অবদান অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তাদের পরিশ্রমেই আজ বহু পরিবার নিশ্চিন্তে বাইরের দায়িত্ব পালন করতে পারে। ঘরের কাজকর্ম থেকে শুরু করে শিশু বা প্রবীণদের দেখাশোনা, এমনকী অসুস্থ রোগীর সেবাও যাঁরা করে চলেছেন দিনের পর দিন;তাঁরা মূলত নারী গৃহকর্মী। অথচ, আজও সেই মানুষগুলো মাতৃত্বকালীন ছুটি বা অসুস্থতার ছুটি পাওয়ার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রশ্ন উঠছে;যদি প্রতিটি কর্মজীবী নারী এই সুবিধা পান, তবে কেন শুধুমাত্র গৃহকর্মীরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত? ভারতের শ্রম আইনে কর্মজীবী নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি সংক্রান্ত সুবিধা বিস্তৃত হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে। সরকারি কর্মী, বেসরকারি সংস্থা ও রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মীরা এই সুবিধা পান। কিন্তু গৃহকর্মীরা যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত, তাই তাঁদের এই আইনি অধিকার কার্যত নেই। একই অবস্থা অসুস্থতার ক্ষেত্রেও। কোনও গৃহকর্মী যদি জ্বর, ডায়রিয়া, বা অন্য কোনও অসুস্থতায় আক্রান্ত হন, তাহলেও তাঁকে ছুটি নিতে হলে সেই দিনটির বেতন কাটা পড়ে বা কাজ হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয়। অনেকে এতটাই ভয় পান যে, অসুস্থ শরীরেই কাজে চলে যান। এই অবস্থায় তাঁদের স্বাস্থ্য আরও সংকটাপন্ন হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে তাঁরা শারীরিকভাবে ভেঙে পড়েন। এই বৈষম্যের মূল কারণ হল, গৃহকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়া। তাঁরা নিয়োগকর্তার বাড়িতেই কাজ করেন, কোনও নির্দিষ্ট সংস্থায় নয়। ফলে তাঁদের জন্য কোনও ইউনিফর্ম আইন কার্যকর হয় না। তাঁদের কাজের সময়, কাজের ধরন, পারিশ্রমিক;সব কিছুই নির্ভর করে নিয়োগকর্তার ইচ্ছার উপর। এই স্বেচ্ছাচারিতার ফলে তাঁদের ন্যায্য শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করা যায় না। অথচ গৃহকর্মীদের সংখ্যা ভারতে কম নয়। শ্রম মন্ত্রকের একাধিক জরিপ অনুসারে, দেশে প্রায় ৫০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ গৃহকর্মের সঙ্গে যুক্ত, যার মধ্যে ৮০ শতাংশেরও বেশি মহিলা। তাঁরা সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাঁরা দেশের শ্রমনীতি থেকে প্রায় একেবারেই বাদ পড়ে রয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে;যেখানে শ্রম আইন সংবিধানের অংশ এবং যেখানে 'সাম্য' ও 'সমান অধিকার' মৌলিক নীতি হিসেবে স্বীকৃত, সেখানে গৃহকর্মীরা কেন মাতৃত্বকালীন ছুটি কিংবা অসুস্থতা জনিত ছুটি থেকে বঞ্চিত থাকবেন? এই বৈষম্য শুধুমাত্র মানবিকতার প্রশ্ন নয়, এটি এক গভীর সামাজিক সংকটের প্রতিফলন। অধিকাংশ গৃহকর্মী নিম্নবিত্ত শ্রেণির, যাঁরা আর্থিকভাবে দুর্বল এবং প্রায়ই নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত। তাঁদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা কম, আর তাঁদের কণ্ঠস্বর প্রায়শই শোনা যায় না। তাঁদের জন্য না আছে শ্রমিক ইউনিয়ন, না আছে আইনি সহায়তা পাওয়ার ক্ষমতা। ফলে তাঁদের উপর এই অদৃশ্য নিপীড়ন দিনের পর দিন জারি থাকে। তবে শুধু আইন করলেই চলবে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যাপক সচেতনতা এবং বাস্তবায়নযোগ্য নীতি। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলিকে গৃহকর্মীদের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের জন্য পৃথক সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প চালু করতে হবে। এই প্রকল্পে স্বাস্থ্যবিমা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, অসুস্থতার ছুটি ও অবসরের পর পেনশন অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় প্রশাসন এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে, যেখানে গৃহকর্মীরা স্বেচ্ছায় নাম নথিভুক্ত করবেন এবং এর ভিত্তিতে সরকারি সুবিধা পাবেন। এই রেজিস্ট্রেশনই হবে তাঁদের 'শ্রমিক' পরিচয়ের আইনি ভিত্তি। তৃতীয়ত, শহরাঞ্চলে গৃহকর্মীদের স্বার্থরক্ষায় গৃহীত হওয়া উচিত 'ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স কোড', যেখানে নিয়োগকর্তা, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ও পারিশ্রমিকের স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে। বহু দেশে এমন ব্যবস্থা সফলভাবে চালু হয়েছে। চতুর্থত, গৃহকর্তাদের মনোভাবেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তাঁদের বোঝাতে হবে যে, গৃহকর্মী শুধুমাত্র সহায়িকা নন;তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ শ্রমিক। যেমন কোনও সংস্থায় কর্মরত একজন মহিলা মায়ের অধিকার পান, তেমনই গৃহকর্মীরও সে অধিকার থাকা উচিত। অসুস্থ হয়ে পড়লে বিশ্রাম নিতে দিন, বেতন কেটে নেবেন না;এই মানবিকতা থেকে পরিবর্তন শুরু হোক। এক্ষেত্রে মিডিয়া ও শিক্ষিত সমাজের উচিত গৃহকর্মীদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার হওয়া। বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন, নারী অধিকার সংগঠন বা এনজিওদের এই বিষয়টি তুলে ধরা উচিত এবং আইন প্রণেতাদের উপর চাপ তৈরি করা উচিত। একমাত্র সম্মিলিত চেষ্টাতেই এই বঞ্চনার সংস্কৃতি ভাঙা সম্ভব। এই প্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য;কেরালায় 'ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড'-এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও গৃহকর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। এরকম মডেল অন্যান্য রাজ্যেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। অবশেষে বলতেই হয়, মাতৃত্ব ছুটি এবং অসুস্থতার ছুটি কোনও দয়া নয়;এটি একটি মৌলিক অধিকার। প্রতিটি কর্মজীবী নারীই, তিনি যে পেশাতেই থাকুন না কেন, এই অধিকারের দাবিদার। সমাজ যদি সত্যিই নারীর ক্ষমতায়ন চায়, তবে গৃহকর্মী মহিলাদের পিছনে ফেলে রেখে তা সম্ভব নয়। আজ প্রশ্ন উঠেছে, রাষ্ট্র ও সমাজ কি কেবল শিক্ষিত, অফিসগামী মহিলাদেরই নারী বলে গণ্য করে? যদি না করে, তবে গৃহকর্মীদের অধিকারে এমন বঞ্চনা কেন? এবার সময় এসেছে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার। গৃহকর্মীদের জন্য একটি মানবিক, সুবিচারভিত্তিক এবং সংবেদনশীল রাষ্ট্রিক নীতি প্রণয়ন করা এখন সময়ের দাবি। শুধু কাগজে-কলমে নয়, বাস্তবে ছুটির অধিকার, মর্যাদার অধিকার ও নিরাপত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে কবে;এই প্রশ্নেই নির্ধারিত হবে আগামী সমাজের মানবিকতা।

ক্ষতবিক্ষত পৃথিবী

রাজ্যেশ্বর সাহা ঃ তোমরা কি কিছুই বোঝনা? নাকি সব কিছু বুঝেও দিনের পর দিন আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছ । তোমরা যতই অস্বীকার করো না কেন, হ্যাঁ তোমরা , এই সমাজের সবথেকে উন্নত শ্রেণীর জীব হয়েও তবু কেন নির্বোধের মত আমাকে একটু একটু করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছো ।এর কোন উত্তর আছে কি তোমাদের কাছে? আমি জানি তোমরা যতই শিক্ষা লাভ করো না কেন, যতই আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় বলিয়ান হও না কেন ,তবুও আমার উপর অত্যাচার করা তোমাদের কমবে না ।তোমরা প্রথমে আমার শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ গুলির ওপর একটু একটু করে আঘাত হানছো, তারপর অবশেষে আঘাত হানবে আমার ওপর ।তোমরা কি জানো না ,মানব শরীরের একটা একটা করে অঙ্গ অচল হতে হতে অবশেষে একদিন সমগ্র শরীরটাই অচল হয়ে যাবে। এখন হয়তো তোমরা বলবে আমার কথা তো তোমরা কিছুই বুঝতে পারছ না। আমার অঙ্গ কারা ?আর তাদেরকে বা কিভাবে তোমরা ক্ষত-বিক্ষত করছো? আর আমিই বা কে? তাই তো? তাহলে খুলেই বলি। আমার শরীরের অঙ্গগুলি হল জল, মৃত্তিকা, বায়ু ও জীবজগৎ। তবে প্রাকৃতিকভাবে যা আমার ওপর ক্ষতিসাধন করেছে তার কথা বলছি না, কারণ এগুলো তো ভবিতব্য। কিন্তু কৃত্রিমভাবে যে ক্ষতি তোমাদের দ্বারা আমার ওপর ঘটছে তার কথা বলছি। তোমরা সব জানো যে, নদী বা পুকুরের জলে কখন অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়, তবু সব জেনেও তোমরা প্লাস্টিক, কাগজের টুকরো, কাঁচের টুকরোকে নদী ও পুকুরের জলে ফেলে দিচ্ছো। এগুলো বিষকর পদার্থ নয় তবুও জলের দূষণ ঘটাচ্ছে। আবার কৃষি জমি থেকে নিঃসৃত জলে জৈব ও রাসায়নিক পদার্থ থাকায় এই জল পুকুরে বা নদীতে মিশলে তখন জলে অক্সিজেন হ্রাস পায় ফলে জলে বসবাসকারী জলজ প্রাণীরা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আবার কলকারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত জৈব যেমন —পেট্রোলিয়াম, পলিক্লোরিনেটেড বাই ফিলাইল, পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, আবার বিষাক্ত ধাতব পদার্থ যেমন - পারদ, তামা, নিকেল, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়ামের মতো বিষাক্ত পদার্থ জলে মিশে জল দূষণ ঘটাচ্ছে। গৃহস্থালীর জঞ্জাল ও আছে জলকে দূষিত করতে ।আর এর ফলস্বরূপ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়ার মতো ইত্যাদি সৃষ্টিকারী জীবাণু তৈরি হচ্ছে। তাই আমাকে ক্ষতি করতে গিয়ে তোমাদেরও সেই ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। এবার আসি আমার আর একটি অঙ্গ মৃত্তিকার কথায়। মৃত্তিকা অর্থাৎ যাকে তোমরা সবাই মাটি বলে জানো। সেই মাটি যার উপরে তোমাদের বসবাস অথচ ওই মাটিতেই তোমরা গৃহস্থালীর বর্জ্য, আবর্জনা, প্লাস্টিক, কাঁচ থেকে শুরু করে কলকারখানার বর্জ্য, যেমন — তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফ্লাই অ্যাশ ,রাসায়নিক দ্রব্য, রং, আকরিক নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাতু, ইস্পাত, কলকারখানার স্লাজ, এছাড়াও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য,রাসায়নিক বিষাক্ত কীটনাশক এইসব অবাঞ্চিত কীটপতঙ্গ মারতে গিয়ে মাটির উপর ফেলছো, ফলে মাটি, উদ্ভিদ এবং তার সাথে সাথে তার আশেপাশে থাকা প্রাণী ও মানুষের শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে। এবার আমার অপর অঙ্গ বায়ুর কথায় আসি, এই বায়ুকে তো তোমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে কলকারখানা, শিল্প প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি ক্ষেত্র থেকে যানবাহন সর্ব রকম ভাবে দূষিত করে চলেছো।এবার বলবে এগুলো দিয়ে কিভাবে দূষিত হচ্ছে? তবে বলছি শোনো, কলকারখানা, শিল্প বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কৃষি ক্ষেত্র থেকে হাইড্রোকার্বন, ফ্লাই অ্যাশ, ফ্রেয়ন গ্যাস, ব্রোমিন, ক্লোরিন, সক্স, নক্স, জৈব ফসফেট, দূষক উৎপন্ন হয়। আর যানবাহন থেকে উৎপন্ন ধোঁয়ার কারণে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন, হাইড্রোজেন সালফাইডের মত বিষাক্ত দূষণ উৎপন্ন হয়। আর এই সমস্ত কিছুই সমগ্র জীবজগতের উপর প্রভাব ফেলছে, ফলে পৃথিবীতে বিশ্ব উষ্ণায়ন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মেরু প্রদেশে বরফ গলন, থেকে ঋতু হঠাৎ পরিবর্তন যা সমগ্র জীবের অস্তিত্বকে বিপন্নতার পথে ঠেলে দিচ্ছে। আর এই সব কিছু পুনঃচক্রায়নের ফলে পৃথিবীর সমগ্র প্রাণী জগতের উপর আবার ফিরে যাচ্ছে। তাই বলবো আমাকে রক্ষা করলে তোমাদেরকে আর বিপদের মুখে পড়তে হবে না। আমি বাঁচলে তোমরা ও বাঁচবে। ও হ্যাঁ ,এতক্ষণ এত গল্প বললাম কিন্তু আমি কে তা তো তোমাদের বলাই হলো না। আমি হলাম ধরিত্রী অর্থাৎ তোমাদের সবার পরিচিত পৃথিবী।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

অপক্ম্ম করলেই নিজের সাফাই গেয়ে অন্যকে দোষ দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্মে পরনিন্দুক হ'তে হয় কার্য্য-কারণে, ফলে, ক্রমশঃ নিজের অগ্রগতি নিজেই নিরুদ্ধ করতে থাকে; তাই, নিজেকে শুদ্ধ কর, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে অযথা পরনিন্দুক হ'তে না হয়; সাবধান। অসৎবুদ্ধি, আলস্যপ্রবণ, প্রবৃত্তিপন্থী মূর্খেরা জ্ঞানবিনয়ীদের প্রায়ই ক্রুর সমালোচনা করে থাকে। না দেখে-শুনে কুকথা কচলান অন্যায্যভাবে; তকুদতেই প্ররোচিত করা; পরোক্ষে। কু-চর্চ্চা ও গুজব-বাধ্য মনের বিয়োগ ও বিকৃতিই হ'চ্ছে প্রধান পরিকর। কা'রও প্রতি নেশা থাকলে তা'র নিন্দা আসে না; সমর্থন হ'য়ে ওঠে পরাক্রমী, পুষ্ট; নেশার দিশাই ঐ।

বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক দূষণ একটি ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত সংকট

সৈকত কুমার বসু ঃ প্লাস্টিক দূষণ আজ বিশ্বের মুখোমুখি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি। শিল্পায়ন, বিশ্বায়ন এবং ভোগবাদের দ্রুত বৃদ্ধির সাথে সাথে, প্লাস্টিক তার স্থায়িত্ব, বহুমুখীতা এবং কম খরচের কারণে একটি সর্বব্যাপী উপাদান হয়ে উঠেছে। তবে, এই একই বৈশিষ্ট্যগুলি এটিকে একটি প্রধান দূষণকারীতে পরিণত করেছে, যা শত শত বছর ধরে পরিবেশে টিকে আছে এবং বাস্তুতন্ত্র, বন্যপ্রাণী এবং মানব স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি করছে। এই প্রবন্ধটি বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক দূষণ সংকটের কারণ, প্রভাব এবং সম্ভাব্য সমাধানগুলি অন্বেষণ করে।

প্লাস্টিক দূষণের কারণ ঃ ব্যাপক উৎপাদন এবং ব্যবহার ঃ ১৯৫০ সাল থেকে, বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক উৎপাদন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) অনুসারে, প্রতি বছর ৪০ কোটি টনেরও বেশি প্লাস্টিক উৎপাদিত হয় এবং বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০৪০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্লাস্টিকের বেশিরভাগই প্যাকেজিং, বোতল এবং ব্যাগের মতো একক-ব্যবহারের জিনিসপত্রে ব্যবহৃত হয়, যা দ্রুত ফেলে দেওয়া হয়।

অনুপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ অনেক দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে, যথাযথ বর্জ্য সংগ্রহ এবং পুনর্ব্যবহারের জন্য অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। এমনকি উন্নত দেশগুলিতেও, উল্লেখ যোগ্য পরিমাণে প্লাস্টিক ল্যান্ডফিলে পরিণত হয় অথবা পরিবেশে চলে যায়। অব্যবস্থাপিত প্লাস্টিক বর্জ্য প্রায়শই নদী এবং মহাসাগরে প্রবেশ করে, যা সামুদ্রিক দূষণে অবদান রাখে।

প্লাস্টিকের স্থায়িত্ব ঃ প্লাস্টিকের অবক্ষয়ের প্রতিরোধের অর্থ হল এটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিবেশে থেকে যায়। পচনের পরিবর্তে, প্লাস্টিকগুলি মাইক্রোপ্লাস্টিক নামে ছোট ছোট টুকরোতে ভেঙে যায়, যা অপসারণ করা কঠিন এবং বন্যপ্রাণী এবং মানুষ দ্বারা গ্রাস করা যেতে পারে।

পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যের প্রভাব ঃ সামুদ্রিক এবং স্থলজ বাস্তুতন্ত্র ঃ প্লাস্টিক দূষণ সামুদ্রিক পরিবেশের জন্য বিশেষভাবে বিধ্বংসী। প্রতি বছর ৮ মিলিয়ন টনেরও বেশি প্লাস্টিক সমুদ্রে প্রবেশ করে, যা গ্রেট প্যাসিফিক আবর্জনা

প্যাচের মতো বিশাল আবর্জনা প্যাচ তৈরি করে। সামুদ্রিক প্রাণীরা প্লাস্টিককে খাদ্য বলে ভুল করে, যার ফলে গ্রাস, অভ্যন্তরীণ আঘাত এবং প্রায়শই মৃত্যু ঘটে। স্থলে, প্লাস্টিক বর্জ্য জলপথ আটকে দেয়, বন্যপ্রাণীর ক্ষতি করে এবং মাটির অবক্ষয়ে অবদান রাখে।

খাদ্য শৃঙ্খল দূষণ ঃ গভীর সমুদ্রের পলি থেকে শুরু করে আর্কটিক বরফ পর্যন্ত পরিবেশের প্রায় সকল অংশেই মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া যায়। প্লাঙ্কটন এবং ছোট মাছ খাওয়ার সময় এই কণাগুলি খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে, অবশেষে সামুদ্রিক খাবারের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছায়। গবেষণায় দেখা গেছে বোতলজাত জল, লবণ এবং এমনকি আমরা যে বাতাসে শ্বাস নিই তাতেও মাইক্রোপ্লাস্টিক রয়েছে।

মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ ঃ মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ বলতে সাধারণত ৫ মিলিমিটারের কম আকারের ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা দ্বারা পরিবেশ দূষণকে বোঝায়। এই কণাগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে আসে এবং গুরুতর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে।

মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের উৎস ঃ প্রাথমিক মাইক্রোপ্লাস্টিক এগুলি হল তৈরি ছোট প্লাস্টিক, যেমন ব্যক্তিগত যত্ন পণ্যগুলিতে (যেমন, এক্সফোলিয়েন্ট, টুথপেস্ট), শিল্প স্ক্রাবার এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের পেলেটে পাওয়া যায় এমন মাইক্রোবিড।

গৌণ মাইক্রোপ্লাস্টিক এগুলি সূর্যালোক, বাতাস এবং জলের মতো পরিবেশগত সংস্পর্শের কারণে বোতল, ব্যাগ এবং মাছ ধরার জালের মতো বৃহৎ প্লাস্টিকের জিনিসপত্র ভেঙে তৈরি হয়।

পরিবেশগত প্রভাব ঃ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলি সাধারণত মহাসাগর এবং সমুদ্রে পাওয়া যায়, যেখানে মাছ, সামুদ্রিক পাখি এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী এগুলি গ্রহণ করে, যা শারীরিক ক্ষতি, অনাহার এবং এমনকি মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে। মাটি এবং মিঠা জলের স্বাস্থ্য কৃষিজমি এবং মিঠা জলের জলাশয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিক সনাক্ত করা হয়েছে, যা মাটির স্বাস্থ্য এবং জলের গুণমানকে প্রভাবিত করে। খাদ্য শৃঙ্খল জলজ প্রাণীরা যখন মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণ করে, তখন কণাগুলি খাদ্য শৃঙ্খল জুড়ে উপরে উঠতে পারে, যা সম্ভবত মানুষের খাদ্যে পরিণত হতে পারে। সংক্ষেপে, মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ একটি ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ যা বাস্তুতন্ত্র এবং সম্ভাব্য মানব স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে, যা ব্যক্তিগত এবং নীতিগত উভয় স্তরেই জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

মানব স্বাস্থ্য ঝুঁকি ঃ পানীয় জল, লবণ এবং এমনকি মানুষের টিস্যুতেও মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। সম্ভাব্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে প্রদাহ, প্লাস্টিক দ্বারা শোষিত রাসায়নিকের বিষাক্ততা এবং হরমোনের ব্যাঘাত, যদিও দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য প্রভাব এখনও অধ্যয়নাধীন। মাইক্রোপ্লাস্টিক এবং প্লাস্টিকের সাথে যুক্ত রাসায়নিক পদার্থ, যেমন থ্যালেটস এবং বিসফেনল এ (বিপিএ) এর স্বাস্থ্যগত প্রভাব এখনও অধ্যয়ন করা হচ্ছে। তবে, প্রমাণ থেকে জানা যাচ্ছে যে এগুলি অন্তঃস্রাবী সিস্টেমকে ব্যাহত করতে পারে, বিকাশজনিত ব্যাধিতে অবদান রাখতে পারে এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

প্রচেষ্টা এবং সমাধান ঃ সমাধান এবং প্রশমন ঃ প্লাস্টিকের ব্যবহার হ্রাস করা, বিশেষ করে একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা ও পুনর্ব্যবহার প্রচার করা।

ভোক্তা পণ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণ করা। দায়িত্বশীল প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং নীতি ঃ সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এই সংকট মোকাবেলা করতে শুরু করেছে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে, জাতিসংঘ প্লাস্টিক দূষণের উপর একটি আইনত বাধ্যতামূলক চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে সম্মত হয়েছে, যার লক্ষ্য ২০২৪ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি দেশ একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক নিষিদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করেছে এবং নির্মাতাদের জবাবদিহি করার জন্য বর্ধিত উৎপাদক দায়িত্ব (ইপিআর) নীতি বাস্তবায়ন করেছে।

পুনর্ব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঃ পুনর্ব্যবহারের হার বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু চ্যালেঞ্জিং। বিশ্বব্যাপী, মাত্র ৯ শতাংশ প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করা হয়। পরিবেশে প্লাস্টিকের লিকেজ কমাতে আধুনিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি, বর্জ্য পৃথকীকরণ ব্যবস্থা এবং বৃত্তাকার অর্থনীতির মডেলগুলিতে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।

উদ্ভাবনী বিকল্প এবং জৈব প্লাস্টিক ঃ শৈবাল, কর্নস্টার্চ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক উৎস থেকে তৈরি জৈব-অবচনযোগ্য প্লাস্টিক এবং বিকল্প উপকরণ নিয়ে গবেষণা ক্রমবর্ধমান। যদিও এই উদ্ভাবনগুলি আশাব্যঞ্জক, তবুও এগুলি যাতে নতুন পরিবেশগত সমস্যা তৈরি না করে তা নিশ্চিত করার জন্য সাবধানতার সাথে মূল্যায়ন করতে হবে।

জনসচেতনতা এবং আচরণগত পরিবর্তন ঃ প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় ভোক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার হ্রাস করা, শূন্য-বর্জ্য আন্দোলনকে সমর্থন করা এবং টেকসই প্যাকেজিংয়ের দাবি বাজার এবং নীতি পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করতে পারে। আচরণ এবং মনোভাব পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা এবং সচেতনতামূলক প্রচারণা অপরিহার্য।

প্লাস্টিক দূষণের সর্বব্যাপী হুমকি একটি টেকসই ভবিষ্যতের জন্য স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অপরিহার্যতা

ডাক্তার নিতাই চন্দ্র ঘটক, সাবেক গ্রন্থাগারিক, মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা ৭০০০৭৩, ভারত।

সারাংশ ঃ প্লাস্টিক দূষণ ২১শতকের সবচেয়ে বড় পরিবেশগত সংকট, যা বাস্তুতন্ত্র, মানবস্বাস্থ্য ও বিশ্ব অর্থনীতিকে হুমকির মুখে ফেলেছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫-এর থিম প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ অনুসারে, এই নিবন্ধে প্লাস্টিকের বহুমুখী ক্ষতিকর প্রভাব, বিশেষত ভারতের প্রেক্ষাপটে, এবং সমাধানের কৌশল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তপ্লাস্টিক এড়িয়ে চলুন, নিরাপদে থাকুনদ স্লোগানের আলোকে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বৃত্তাকার অর্থনীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মূলশব্দ প্লাস্টিক দূষণ, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫, স্বাস্থ্যঝুঁকি, অর্থনৈতিক প্রভাব, পরিবেশগত ক্ষতি, ভারত, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

১। ভূমিকা ঃ প্লাস্টিকের বহুমুখিতা আধুনিক জীবনে বিপ্লব এনেছে, কিন্তু এর অত্যধিক ব্যবহার ও অদক্ষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। প্রতি বছর ৩০০ মিলিয়ন টনেরও বেশি প্লাস্টিক বর্জ্য প্রকৃতিতে মিশে মাইক্রোপ্লাস্টিক হিসেবে খাদ্যচক্রে প্রবেশ করছে (Geyer et al., 2017)। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫-এর থিম এই সংকট মোকাবিলায় রুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানাচ্ছে।

২। পরিবেশগত অবক্ষয় ঃ সামুদ্রিক বিপর্যয় প্রতি বছর ৮-১২ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক সমুদ্রে গিয়ে সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু ও বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করছে। মাইক্রোপ্লাস্টিক খাদ্য শৃঙ্খলে মিশে মানবদেহেও পৌঁছাচ্ছে (Gall & Thompson, 2015)।

স্থলজ ও স্বাদুপানির দূষণ ল্যান্ডফিল থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক মাটি ও পানিকে দূষিত করছে, কৃষি উৎপাদন হ্রাস করছে (Rillig et al., 2017)।

জলবায়ু পরিবর্তন প্লাস্টিক উৎপাদন থেকে নিষ্পত্তি পর্যন্ত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বাড়িয়ে দিচ্ছে।

৩। স্বাস্থ্যঝুঁকি ঃ মাইক্রোপ্লাস্টিকের অনুপ্রবেশ মানবদেহের রক্ত, ফুসফুস ও প্লাসেন্টায় মাইক্রোপ্লাস্টিক শনাক্ত হয়েছে, যা কোষীয় ক্ষতি ও প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে (Schwabl et al, 2019)।

রাসায়নিক বিষক্রিয়া BPA, ফ্যাথালেটের মতো এন্ডোক্রাইন ব্যাঘাতকারী রাসায়নিক বিপাকীয় রোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় (Rochester, 2013)।

পেশাগত ঝুঁকি প্লাস্টিক শিল্পের কর্মীরা বিষাক্ত রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসায় শ্বাসকষ্ট ও ত্বকের রোগে ভুগছেন।

৪. অর্থনৈতিক প্রভাব ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যয় প্লাস্টিক সংগ্রহ ও নিষ্কাশনে প্রতি বছর গ্লোবাল ইকোনমিতে বিলিয়ন ডলার খরচ হয়।

শিল্পক্ষয়ের প্রভাব ঃ মৎস্যচাষ প্লাস্টিক আবর্জনায় মাছের মজুদ কমছে, বছরে ১০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি (Richardson et al., 2020)।

পর্যটন দূষিত সৈকত ও নদী পর্যটকদের বিমুখ করছে, স্থানীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি দূষণের কারণে প্রকৃতির পরিষেবা (জল শোধন, কার্বন শোষণ) ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত মূল্যবান (Beaumont et al., 2019)।

৫। ভারতীয় প্রেক্ষাপট ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সংকট ভারত বছরে ৩.৫ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন করে, যার ৪০ শতাংশ অপরিচালিত (CPCB, 2021)।

একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের আধিপত্য পলিথিন ব্যাগ, স্ট্রের ব্যাপক ব্যবহার ড্রেন ও নদী অবরুদ্ধ করে শহুরে বন্যা ও রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটাচ্ছে।

স্বাস্থ্যঝুঁকি প্লাস্টিক পোড়ানোর বিষাক্ত ধোঁয়া ফুসফুসের ক্যান্সার ও শ্বাসকষ্টের কারণ হচ্ছে।

৬। সমাধানের কৌশল ঃ

নীতি ও আইনি কাঠামো

একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণ ও EPR (উৎপাদক দায়বদ্ধতা) বাস্তবায়ন।

বায়োপ্লাস্টিক ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্যে কর ছাড়।

বৃত্তাকার অর্থনীতি

হ্রাস প্যাকেজিং কমানো ও পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদন।

পুনর্ব্যবহার উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে প্লাস্টিক রিসাইক্লিং বাড়ানো।

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিকের গবেষণা ও বর্জ্য-থেকে-শক্তি প্রকল্প।

সচেতনতা গণশিক্ষা কার্যক্রম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগে প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো।

৭। উপসংহার ঃ প্লাস্টিক দূষণ রোধে জরুরি বৈশ্বিক ও জাতীয় পদক্ষেপ প্রয়োজন। ভারতের মতো দেশগুলিতে নীতিগত সংস্কার, প্রযুক্তির ব্যবহার ও জনসচেতনতার সমন্বয়ে টেকসই সমাধান সম্ভব। তপ্লাস্টিক এড়িয়ে চলুন, নিরাপদে থাকুনদ;এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পরিবর্তন এনে একটি প্লাস্টিক-মুক্ত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যেতে পারে। একসাথে একটি প্লাস্টিক-মুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলি!

ভারতবর্ষ কি বিশ্বের প্লাস্টিক মোড়া দেশ হতে চলেছে?

ডঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ই জুন সারা পৃথিবী জুড়ে পালন করা হয়। এ বছর এই দিবসের তাৎপর্যে প্লাস্টিক দূষন কে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং বলা হচ্ছে পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে ভারত বর্ষ প্লাস্টিক দূষনের পরিমাণ শীর্ষে। অধুনা সমুদ্র উপকূল, জলাভূমি, খাদ্য সৃংখল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্ত পৃথিবীর জীবজগতের এক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, পৃথিবীর জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ সংখ্যায় মানুষ সমুদ্র উপকূলে স্থায়ী এক অস্থায়ী বসবাস করে।

আংশিক পরিশোধিত বা অপরিশোধিত শিল্প ও গৃহ বর্জ্য সরাসরি সমুদ্রে নদীতে ফেলা হচ্ছে। জাহাজের বর্জ্য, অপরিশোধিত তেল, ময়লা, প্লাস্টিক, মাছ ধরায় দূষিত ময়লা কাচ এবং নানা ধরনের সামগ্রিক ফেলে দেওয়া হচ্ছে। বেশ কয়েক বছরের সমীক্ষায় দেখা যায় প্রায় ১০ ট্রিলিয়ন প্লাস্টিকের টুকরো সমুদ্রে রয়েছে,যা বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী সম্পদ অজান্তে খাদ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রহণ করছে, সম্প্রতি একটি বিশাল তিমির পেট থেকে ২০০০ কেজির বেশি প্লাস্টিক নির্গত হয়েছে। সামুদ্রিক মাছ ও জীবজন্তুদের মৃত্যুর হার প্রায় চল্লিশ শতাংশ বেড়ে গেছে, খাদ্য শৃংখলার পরিবর্তনের ফলে মানুষের পশু পাখিদের জীববৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এর ফলে ক্যান্সার জাতীয় রোগের প্রকোপ বেড়েই চলেছে।

খাদ্য দ্রব্যে প্লাস্টিকের পরিমাণ দৈনন্দিন বেড়ে যাওয়ার ফলে মানুষের শরীরের রক্তে পলিমার পাওয়া যাচ্ছে এবং প্লাস্টিক কনা ব্যাপকভাবে বাতাসে থাকার ফলে বর্তমানে প্রতি মানুষ এক ঘন্টায় ষোলটি ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা শরীরে গ্রহণ করে চলেছে। জীবজন্তু, পাখি বিরত নেই।

বিজ্ঞানীরা বর্তমানে মাছ, মাংস, মধু, চিনি, লবণ ও পানীয় জলে মাইক্রো প্লাস্টিকের সন্ধান উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।।

পৌরসভার ব্যর্থতায় জলমগ্ন কোচবিহার এক রাতের বৃষ্টিতে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার , ৪ জুন ঃ মঙ্গলবার এক রাতের বৃষ্টিতে জলমগ্ন কোচবিহার শহরের বেশিরভাগ ওয়ার্ডগুলি। বেহাল নিকাশী নালার চরম অপদার্থ তার ছবি দেখলেও কোচবিহার। মঙ্গলবার সারারাত প্রবল

বর্ষণে পর বুধবার সকালে কোচবিহার শহরের বিভিন্ন এলাকায় জলে থৈ থৈ। কোচবিহার পৌরসভার অন্তর্গত শহরের ২,৩,৭,৮, ১২ এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকায় জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে শহরের মূল রাস্তাগুলি যার মধ্যে অন্যতম কলাবাগান, রাজবাড়ীর সামনে বাদুরবাগান, পুরাতনপোস্ট অফিস পাড়া এলাকার মূল রাজপথ। এখনো পুরোপুরি বর্ষা ঢোকেনি উত্তরবঙ্গে তার আগেই একদিনের বৃষ্টিতে তথৈবচ অবস্থা শহরের সাধারণ মানুষের। দীর্ঘদিন ধরেই কোচবিহারে শহরের নিকাশি নালার বেহাল দশা। সমস্ত নিকাশী নালা একপ্রকার বন্ধ তারপরেও হুঁশ নেই পৌরসভার। যদিও বেশ কিছু সময় কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে নিকাশি নালা গুলি পরিস্কার করে হলেও সেটা পর্যাপ্ত নয় ফলে বর্ষা শুরু হতেই জলমগ্ন একাধিক এলাকা। বারংবার স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করার পরেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। অবস্থা এতটাই দুর্বিষহ যে কোথাও কোমর অব্দি জল কোথাও বা মানুষের বাড়িতে ঢুকে গেছে সেই জল। চরম দুর্ভোগের শিকার বিভিন্ন ওয়ার্ড সহ পথ চলতি সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ - রাস্তায় জল জমার ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন তারা। নিত্যদিনের কাজ ব্যাহত হয় এলাকা জলমগ্ন হওয়ায়। তারা চান এই জলবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে। তার অভিযোগ করলেন বলেন, পৌরসভার পক্ষ থেকে নামে মাত্র নিকাশি নালা পরিস্কার করা হয়। অবিলম্বে শহরের মূল নিকাশি নালা গুলি সহ অন্যান্য নিকাশি নালা নতুন করে পরিবর্তন দরকার অন্যথায় বর্ষাতেই সমস্ত শহর জলবন্দী হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে শহরের জলমগ্ন পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপি নেতা বিরাজ বোস কোচবিহার পৌরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগ্রে বলেন - কাউন্সিলরদের গোষ্ঠীকোন্দল চলছে। নাগরিক পরিষেবা নিয়ে পৌরসভা কাজ তলানিতে ঠেকেছে। ফলে বর্ষা শুরু না হতেই একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এর দায় কোচবিহার পৌরসভার। তিনি আরো বলেন সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থার সঠিক পরিকল্পনার অভাবেই এই ঘটনা ঘটছে ভোগান্তি পথ হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। যদিও এবিষয়ে কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন - গতকাল সন্ধ্যা থেকে ভোররাত পর্যন্ত রেকোর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হওয়ায় পৌর এলাকায় কয়েকটি জায়গা জলমগ্ন হয়ে পরে তবে জল নেমে গেছে বলে দাবী করেন তিনি। তিনি বলেন মরা তোর্ষার জল বেড়ে যাওয়ায় পৌর এলাকার জল নামতে সময় লেগেছে । তবে পৌরসভার পৌরপতি যাই বলুক না কেন প্রত্যেক বছর বেহাল নিকাশি নালার কারণে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে শহরের সাধারণ মানুষকে। প্রশ্ন উঠছে পৌরসভার অপদার্থ তার দিকে যদিও কবে এই সমস্যার সমাধান হবে তার উত্তর আজ অজানা।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা জুন মাস থেকে ১৪ টি ট্রেনের জন্যে সংশোধিত সময়সূচী প্রবর্তন

মালিগাওঁ, ৪ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রেল যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি এবং উন্নততর নিয়মানুবর্তিতা নিশ্চিত করার অর্থে তার নেটওয়ার্কের বিভিন্ন স্টেশনে চৌদ্দটি (১৪) ট্রেনের সময়সূচি

সংশোধন করেছে। সংশোধিত সময়সূচিগুলি ৫ জুন থেকে একটি ট্রেনের জন্য, ৬ জুন থেকে দুটি ট্রেনের জন্য এবং ৭ জুন ২০২৫ থেকে অবশিষ্ট এগারোটি ট্রেনের জন্য ক্রমে কার্যকরী করা হবে। ৫ জুন, ২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকরি হবেঃ ট্রেন নং ১৩১৬৯ (শিয়ালদহ-সহরসা) হাটে বাজারে এক্সপ্রেস নতুন সময়সূচি অনুসারে বিভিন্ন স্টেশনে চলাচল করবে। ট্রেনটি এখন একলাখী স্টেশনে ০৪.৫৫ ঘণ্টায় উপস্থিত হবে এবং ০৪.৫৭ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। সেই অনুসারে সামসি, ভালুকা রোড, হরিশ্চন্দ্রপুর, কুমেদপুর, লাবা ও কাটিহার স্টেশনেও বর্তমান সময়সূচির তুলনায় প্রায় ৮ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য সময়সূচির পরিবর্তন করা হয়েছে। ৬ জুন, ২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকরি হবেঃ ট্রেন নং ১৩১৫৯ (কলকাতা-যোগবানি) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং ১৫৯৬১(হাওড়া-ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস সংশোধিত সময়সূচী অনুযায়ী চলাচল করবে। ট্রেন নং ১৩১৫৯ এর জন্য, সামসিতে আগমন এবং প্রস্থান এখন যথাক্রমে ০৫.২৩ ঘন্টায় হবে এবং ০৫.২৫ ঘন্টায় হবে, এবং হরিশ্চন্দ্রপুরে আপডেট করা সময় হবে ০৫.৫০ ঘন্টায় এবং ০৫.৫২ ঘন্টায়, উভয় ট্রেনের পূর্বের সময়সূচী থেকে ১০ মিনিট পূর্বে। ৭ জুন, ২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকরি হবেঃ বাকী এগারোটি ট্রেন এই তারিখ থেকে নতুন সময়সূচী অনুযায়ী চলাচল করবে- ট্রেন নম্বর ১৫৭২১ (দিঘা - নিউ জলপাইগুড়ি) পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস এখন বারসোইতে ০৫.১৫ ঘণ্টায় উপস্থিত হবে এবং ০৫.১৭ ঘন্টায় প্রস্থান করবে। কিশানগঞ্জে, সংশোধিত আগমন এবং প্রস্থানের সময় হবে যথাক্রমে ০৬.১০ ঘন্টায় এবং ০৬.১২ ঘন্টায়। ট্রেন নং ১২৫৪৩ (শিয়ালদহ-হলদিবাড়ি) দার্জিলিং মেইল কিশানগঞ্জে ০৬.১৫ ঘন্টায় উপস্থিত হবে এবং ০৬.১৭ ঘনন্টায় প্রস্থান করবে এবং নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে ০৭.৫০ ঘন্টায় উপস্থিত হবে এবং ০৮.০৫ ঘন্টায় প্রস্থান করবে। ট্রেন নং ১৩১৬৩ (শিয়ালদহ - সহরসা) হাটে বাজারে এক্সপ্রেস ও একলাখী, সামসী, ভালুকা রোড, হরিশচন্দ্রপুর, কুমেদপুর, লাভা এবং কাটিহার স্টেশনের মতো স্টেশনসমূহে সংশোধিত সময়সূচী থাকবে। নিম্নে ট্রেনসমূহের নির্ধারিত সময়সূচী তাদের নিজ নিজ স্টেশনে সংশোধন করা হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, ট্রেন নং. ১৩১৪৭ (শিয়ালদহ-বামনহাট) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৩১৪৯ (শিয়ালদহ- আলিপুরদুয়ার) কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৭২৪ (শিলিগুড়ি টাউন- যোগবনী) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৬৫৭ (ওল্ড দিল্লী- কামাখ্যা) ব্রহ্মপুত্র মেইল, ট্রেন নং. ১৫৯৫৯ (হাওড়া-ডিব্রুগড়) কামরূপ এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৩১৫৫ (কলকাতা-রাধিকাপুর) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১২০৪১ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি) শতাব্দী এক্সপ্রেস, এবং ট্রেন নং. ১৩১৪৮ (বামনহাট-শিয়ালদহ)। উল্লেখযোগ্য ট্রেনসমূহের মধ্যে রয়েছে ট্রেন সংখ্যা ১৫৭২৪(শিলিগুড়ি টাউন- যোগবনী) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, যা এখন শালমারিতে ২২.০৮ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ২২.১০ ঘণ্টায় ছাড়বে (পূর্বে ২২.৩০ ঘণ্টা এবং ২২.৩২ ঘণ্টা) এবং ট্রেন নং ১৩১৫৫ (কলকাতা - রাধিকাপুর) এক্সপ্রেস, যা বারসোই থেকে ০৪.২৩ ঘন্টার পরিবর্তে ০৪.১৩ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। কাটিহার মণ্ডলে ৭ জুন ২০২৫ থেকে পরিচালিত ট্রেনসমূহ ৮ থেকে ৪৫ মিনিট দ্রুততর হয়ে চলছে, যার দ্বারা সমযানুবর্তিতা উন্নত হয়েছে এবং যাত্রীদের জন্য সামগ্রিক রেল ভ্রমণের মোট সময় হ্রাস হয়েছে । নিরবিচ্ছিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়নের সাথে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেনের গতিবেগ এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করছে, যা যাত্রীদের জন্য দ্রুত, নিরাপদ এবং অধিক সময়ানুবর্তী ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে তুলেছে। যাত্রীগণকে তাদের যাত্রা শুরু করার পূর্বে রাষ্ট্রীয় ট্রেন অনুসন্ধান প্রণালীতে (এনটিইএস) ট্রেন পরিচালনের স্থিতি এবং সূচির বিস্তারিত তথ্য নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

কোর্টের নির্দেশে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো তৃনমূল নেতার ৩টি অবৈধ দোকান

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ৪ জুন ঃ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তৃনমূল নেতার তিনটি অবৈধ দোকান ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো কান্দি মহুকুমা প্রশাসন। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অন্তর্গত বড়ঞা ব্লকের আফ্রিকা হিমঘড় সংলগ্ন এই এলাকায় এর আগেও তৃনমূল বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহার বিশাল অট্টালিকা দলীয় কার্যালয় ভাঙার পর ফের আজ ওই এলাকাতেই দেখা গেলো পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে পূর্ত দপ্তরের জায়গাতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এই দোকান ঘর গুলি ভাঙ্গা হলো আদালতের নির্দেশে। জানা গেছে, মূলতঃ সরকারি জায়গায় বেআইনিভাবে দখলের মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই আজ দেখা গেল বড়ঞার আফ্রিকা হীম ঘরের এই ছবি। তিনটি ঘরের মধ্যে একটি ঘর অর্থাৎ একটি দাগ নম্বর তৃণমূল নেতার। বর্তমানে সে বড়ঞা ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পদে আছে। নাম শফিউর আলম অরফে (টিংকু)। জানা গেছে, এলাকার বাসিন্দা নন্দ সাহা একটি আদালতে মামালা করেন। তাঁর দাবি, এই অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে

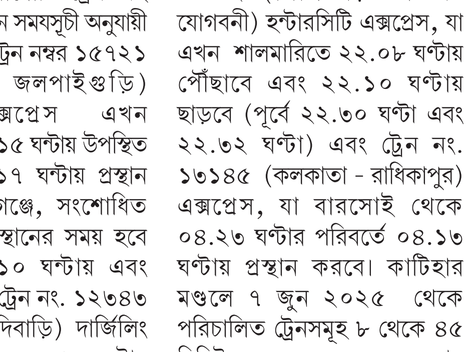

হবে। সেই মামলা চলছিস দীর্ঘ বছর ধরে। মামলা চলার পর মামলার নিষ্পত্তি হয় এবং পূর্ত দফতরের জায়গায় তৈরি অবৈধ নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। আজ হাইকোর্টের নির্দেশে বড়ঞা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গোবিন্দ ঘোষ ও বড়ঞা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনিন্দম দাসের উপস্থিতিতে তিনটি দোকান ঘড় ভাঙা হয়। ভাঙা শুরু হওয়ার সময় দোকানের সামনে বসে পড়েন এক দোকান মালিক। তিনি ভাঙতে বাধা দেন। এ প্রসঙ্গে প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, আজ তিনটি দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মেনেই এই ভাঙাচোরার কাজ হচ্ছে। PWD-র জমির উপর এই নির্মাণ গড়ে উঠেছিল তাই ভেঙে ফেলা হয়েছে।

কয়েক মিনিটের ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত পটাশপুরের বামুন্দাগ্রাম

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ জুন ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ২ নং ব্লকের বামুন্দা গ্রামে হঠাৎ কয়েক মিনিটের ঝড়ে একেবারে লন্ড ভন্ড পরিস্থিতি ব্যপক ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন পুরো গ্রাম । মঙ্গলবার বিকেলে হঠাৎ কালো মেঘে ঢাকলো আকাশ। এর পরেই শুরু হলো দমকা হাওয়া ও বৃষ্টি । ভেঙ্গে পড়লো একের পর এক ছোট বড়ো গাছ। দশ মিনিট ধরে চলে ঝড়ো হাওয়া। যার কারনে ওই গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় অনেক বসত বাড়ির ওপর গাছ ভেঙে পড়ে। বহু মানুষের ঘর বাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাস্তাঘাট ও বিদ্যুতের খুঁটি । যদিও প্রাণহানির কোনো প্রকার ঘটনা না ঘটলেও হঠাৎ এই ঝড়ের কারনে আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামের মানুষ। রাস্তার ওপর বড়ো বড়ো গাছ পড়ে থাকায় যাতায়াতের ও সমস্যা দেখা দিয়েছে।

হাওড়া পুর এলাকায় ৪১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৬২টি রাস্তার নির্মাণ এবার বর্ষার আগেই, দাবি পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জুন ঃ এবছর বর্ষার আগে হাওড়া পুর এলাকায় ৪১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা খরচ করে ২৬২টি রাস্তা তৈরি করেছে হাওড়া পুরসভা। এর মধ্যে পঞ্চাননতলা রোড, বেলিলিয়াস রোড সহ কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। যেগুলি জমা জলে পিচের রাস্তা বার বার ভেঙে যাচ্ছিল। সেই রাস্তাগুলিকে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এখনও কিছু রাস্তা তৈরির কাজ চলছে কয়েকটি জায়গায়। প্রায় ৭ কোটি টাকা খরচ করে ঐ সব রাস্তার কাজ এখনও চলছে। এখন নেতাজি সুভাষ রোড, মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য রোড এইসব রাস্তার মেরামতির কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী। তিনি বলেন, গত ১০ মাসে ২৬২ টি রাস্তা তৈরির কাজ শেষ করা হয়েছে। কিছু রাস্তার কাজ চলছে। প্রায় ৭ কোটি টাকা খরচ করে ওইসব রাস্তার কাজ ১ মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে

বলে বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে সুজয়বাবু জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নেতাজী সুভাষ রোড, মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য রোড সহ একাধিক রাস্তার মেরামতির কাজ চলছে। গত ১০ মাসে ২৬২টি রাস্তা তৈরির কাজ শেষ করা হয়েছে। এর জন্য ৪১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে পুরসভার সংযুক্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত ৪৫ থেকে ৫০ নম্বর ওয়ার্ডে ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০ কিমি. দীর্ঘ মোট ১০৭টি রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও কিছু রাস্তার কাজ চলছে। সেগুলো এক মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন রাস্তা তৈরি করা হবে। সেগুলি তৈরির জন্য ২২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। এতে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। পুজোর পর এই রাস্তাগুলি তৈরির কাজ শুরু হবে। এর মধ্যে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের মোল্লা পাড়ার একটি বড় রাস্তা রয়েছে। সাংসদ ও বিধায়কদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল এবং রাজ্য সরকারের পুর দফতরের আর্থিক বরাদ্দে এইসব রাস্তাগুলি তৈরি হচ্ছে বলে সুজয়বাবু জানান।

আদর্শ গ্রন্থাগার তৈরী করে মানুষের মধ্যে বই এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ জুন ঃ জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য গ্রন্থাগারের বড় ভূমিকা। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মডেল লাইব্রেরী বা 'আদর্শ গ্রন্থাগার' তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তর। বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক

কার্যালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও হুগলী জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে 'আর্দশ গ্রন্থগার' তৈরী নিয়ে বিশেষ বৈঠক হয়। মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানি এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য জেলার আধিকারিকরা। রাজ্যের ২৪৮০টি গ্রন্থগারের মধ্যে 'আর্দশ গ্রন্থগার প্রকল্পে' প্রতিটি জেলা থেকে অন্তত চারটি করে গ্রন্থগার চিহ্নিত করা হচ্ছে। যার মধ্যে একটি জেলাস্তরে, একটি শহর বা মহকুমা স্তরে এবং দুটি করে গ্রামীণ বা প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থাগার নিয়ে বর্তমানে মোট ৮৫ টি গ্রন্থাগার কে চিহ্নিত করা হয়েছে। আগামী দিনে আরো ১০০টি গ্রন্থাগারকে এই তালিকায় আনা হবে বলে জানান জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। এই গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সাথে সমন্বয় স্থাপন, কেরিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা এবং কম্পিউটারের মাধ্যেমে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নতমানের গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রদান করা হবে। এর ফলে সকল বয়সের পাঠক,পাঠিকাদের জন্যে সুষ্ঠ গ্রন্থাগার পরিসেবার দেওয়া সম্ভব হবে বলে জানান তিনি। এছাড়া, ৭৩৮ টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদ শূন্য ছিল রাজ্যে, ইতিমধ্যে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ৭৩৮টি পদের মধ্যে ৫৪৬টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদ পূরণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫২৯ জন গ্রন্থাগারিক যোগদান করেছেন কর্মক্ষেত্রে। বাকি ১৭ জনের যোগদান পক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হবে। খুব শীঘ্রই আরো বাকি ১৯২ টি গ্রন্থাগারিক পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে দাবি করে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী।

কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা বর্ধমান পৌরসভার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ জুন ঃ বর্ধমান পৌরসভার উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো বুধবার বর্ধমান শহরের লাইন্স ক্লাবের কনফারেন্স হলে। এই সংবর্ধনা প্রধান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, বিধায়ক খোকন দাস, এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন, বর্ধমানে মোট পাঁচজন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়, পাশাপাশি উপহার তুলে দেওয়া হয়। পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার জানান প্রত্যেক বছরই আমরা বর্ধমান পৌরসভা থেকে এই উদ্যোগ নিয়ে থাকি এবছরেও, ২০২৫ এ মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক ১- ১০ মধ্যে যারা র‍্যাঙ্ক করেছেন তাদের ৫জনকে আমরা সংবর্ধনা দিলাম, পাশাপাশি ২০০০ টাকা করে ২৪ মাসের জন্য তাদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হলো, এবং উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে প্রথম যে হয়েছেন বর্ধমান শহরের ছাত্র, তার হাতে এককালীন ১০ হাজার টাকা চেক তুলে দেওয়া হলো। বিধায়ক খোকন দাস বলেন প্রত্যেক বছরি আমরা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করে থাকি জেলায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে, এ বছরও আমরা করলাম। পাশাপাশি বর্ধমান পৌরসভা প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাট আলো জল পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে, বর্ধমান পৌরসভা কাজ করছে।

নোটিশ

আমার মক্কেল তরুণ কুমার হাজরা পিতা- ঁরবীন্দ্রনাথ হাজরা, সাকিম- বাঁধগোড়া, বোলপুর, বীরভূম-এর অনুরোধক্রমে জানানো যাইতেছে যে, সুরুল গ্রাম নিবাসী সমীর কুমার লাহা ওরফে সমীর লাহা পিতা- ঁগোপাল গোবিন্দ লাহা পক্ষে বোলপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে ২০০৯ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-47 নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে আমমোক্তার তাহার স্ত্রী বন্দনা লাহা, ভুবনডাঙ্গা নিবাসী রেশমা খাতুন স্বামী সেখ মজনুর রহমান-কে অন্যান্য শরীকগণের সহিত একযোগে জে. এল. নং- ১০৪, সুরুল মৌজার এল. আর. ৯৬৮, ১৬৪৯, ১৮৮৯ ও ২০৭০ নং খতিয়ানভুক্ত এল. আর. ১৪৯৮ ও ১৫৫৫ নং দাগের ১ একর ২৯ শতক সম্পত্তি ১৮২৫ / ২০১১ নং দলিলে বিক্রয় করেন এবং তরুণ কুমার হাজরা-কে উল্লেখিত মৌজা ও খতিয়ানযুক্তে এল, আর, ১৪৮৩ নং দাগের ২৯ শতক সম্পত্তি ১৮২৮/ ২০১১ নং দলিলে বিক্রয় করেন। পরবর্তীকালে আমার মক্কেল তরুণ কুমার হাজরা উক্ত মৌজার এল. আর. ১৪৯৮ ও ১৫৫৫ নং দাগের মোট ১ একর ২৯ শতক সম্পত্তি ৭৭৯৫/ ২০১১ নং দলিলমূলে রেশমা খাতুন-এর নিকট হইতে খরিদ করেন। বর্তমানে আমার মক্কেল একুনে ১৫৮ শতক সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন করিবার নিমিত্ত্য বোলপুর বি. এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে লিখিত আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য গ্রহণ করা হইবে।

সেখ মজনুর রহমান
অ্যাডভোকেট, বোলপুর কোর্ট

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312
e-Tender No.:-
WB/HOW/BAG2/HGP/NIET-2/25-26, Dated:-04.06.2025

For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 6(Six)Nos. different works. Bid Submission closing date (online): **12/06/2025 at 17.00 Hrs**. Bid opening date: **16/06/2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/-PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

Office of The
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT
ULUBERIA-I DEV. BLOCK

NOTICE INVITING e-TENDER
No. 02/Hat-1/1ST CALL/2025-26

For and on behalf of the Prodhan, Sanchalak & Arth O Parikalpana Upa-Samity, Hatgachia-1 G.P. invites sealed percentage rate tenders for 5(Five)Nos. different works at different places. Last date of submission of Bid up to **11.06.2025 at 11.00 Hrs**. Bid Opening Date(Online): **13.06.2025 at 11.00 Hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT

I, **Pritpal Singh**, S/o Late Joginder Singh residing at 493/B/1, G. T. Road (South), P.S. Shibpur, District- Howrah, Howrah-711102 (W.B.) have lost / misplaced the Original Deed of Purchase of my Flat No. C704, 7th Floor, Block-C at Panchsheel Apartment, 493/B/1, G. T. Road (South), Howrah- 711102 from the Vendor Mr. Aditya Kankaria duly Registered at the Additional District Sub-Registrate, Kolkata and recorded in Book No. 1, Volume No. 483, Pages 446 to 473, Deed No. 14830 for the year 1992. Related Diary has been lodged with Shibpur P.S., Howrah on 3.6.2025 vide G.D.E. No.180. If found, please inform at my aforesaid address.

I, **Rajpal Singh**, S/o Late Joginder Singh residing at 493/B/1, G. T. Road (South), P.S. Shibpur, District- Howrah, Howrah-711102 (W.B.) have lost / misplaced the Original Deed of Purchase of my Flat No. C703, 7th Floor, Block-C at Panchsheel Apartment, 493/B/1, G. T. Road (South), Howrah- 711102 from the Vendor Mr. Aditya Kankaria duly Registered at the Additional District Sub-Registrate, Kolkata and recorded in Book No. 1, Volume No. 492, Pages 1 to 24, Deed No. 14832 for the year 1992. Related Diary has been lodged with Shibpur P.S., Howrah on 3.6.2025 vide G.D.E. No.180. If found, please inform at my aforesaid address.

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742223

eNIT No-**(1) 04/SGP/15th CFC/25-26 Memo no 117(11)/SGP/25-26 Dated 03.06.2025.(2) 06/SGP/15th CFC/25-26 Memo no 123(14)/SGP/25-26 Dated 04.06.2025**.Date of issue tender paper(online) **04.06.2025 from 6.00 p.m.** Last date of Dropping tender paper(Online) **11.06.2025 up to 6.00 pm**. Date of Technical Bid opening (online) **13.06.2025 up to 6.00 pm**. For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজিড্বু-২৭২-১৪৭-টি১-৫৩, তারিখ ৩০.০৫.২০২৫। চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট/ এইচকিউ, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারগণ যাঁদের সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং সন্তোষজনক ন্যূনতম যোগ্যতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়েতে সিগন্যালিং ড্রয়িং এসআইপি, আরসিসি, এসডব্লুআর, এসডব্লুআরডি ইত্যাদি প্রস্তুতি এবং সরবরাহ করার কাজ (সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম টেন্ডার)। **আনুমানিক কাজের মূল্য ঃ** ১,৪২,০৬,৫৬০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জমারাশি ঃ** ২,২১,০০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। **অনলাইনে টেন্ডার নথি দাখিলের (বন্ধের) শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন। **ওয়েবসাইট ঠিকানা, যেখান থেকে যে সময় এবং তারিখ পর্যন্ত টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** ভারতীয় রেলের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.ireps.gov.in**-এ ৩০.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে ঃ** (১) দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র অনলাইনে দাখিল করা যাবে। (২) ই-টেন্ডার ব্যবস্থাতে অংশগ্রহণের জন্য **www. ireps.gov.in**-এর ইন্ডিয়ান রেলওয়েস ই-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম (আইআরইপিএস)-এ টেন্ডারদাতা/দের অবশ্যই নথিভুক্ত হতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধনী/সংযোজন যদি প্রয়োজন হয়, এই সাইটেই কেবলমাত্র উত্তোলিত করা হবে। (৩) দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। (৪) এই টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব/প্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয়। হাতেহাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না।

CON-12/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ৩০.০৫.২০২৫, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং ঃ টিএন-৭৯-২৫-২৬, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহর আওতাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/স্টেশন/শিয়ালদহ-র অধীনে সুইচ গিয়ার এবং সাবস্টেশন বিল্ডিং-এর অতিরিক্ত বয়সের দরুন বিদ্যমান শিয়ালদহ ইয়ার্ড (পাওয়ার হাউস) সাব-স্টেশন স্থানান্তরের প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৫,৫৩,৪৭৯.১৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০৭,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৬.২০২৫ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে।

SDAH-77/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

PUBLIC NOTICE

কোবলা পত্র দলিল দ্বারা ,১) শ্রী শুভঙ্কর কোলে, পিতা মানিক কোলে, শিয়াল ডাঙ্গা, হাওড়া - ৭১১৪১০, ২) শ্রী রানোজ বাগ, পিতা স্বর্গীয় মানিক বাগ, আক্রা দত্ত বাগান , মহেশতলা, থানা - বড়তলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, - ৭০০০১৮, ৩) শ্রী রাখহরি দে ,পিতা স্বর্গীয় জানকী দে, পঞ্চাননতলা, জি আই পি কলোনী, হাওড়া- ৭১১১১২, মহাশয় গনের পক্ষে ১) দীনবন্ধু মণ্ডল , ২)মিতালি সামন্ত ,৩) তপতি মণ্ডল, মহাশয় - মহাশয়া গণ র পক্ষে ২৮/০৬/২০২৩ বড়গাছিয়া এডিশনাল ডিস্ট্রিক সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫০৮০১৫৯৯ নং আময়মাক্তার নামা পত্র দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমোক্তার ও তাহাদের সহোদর ভ্রাতা ৪) রাজ কুমার মণ্ডল এবং৫) শ্রী প্রণব মণ্ডল স্বর্গীয় যামিনী মণ্ডল , নিমবালিয়া , গড়বলিয়া থানা-জগৎবল্লভপুর , হাওড়া - ৭১১৪১০, মহাশয় গণ ও মহাশয়া গণের নিকট হইতে ২১/০৫/২০০৫ খরিদ করেন। বড়গাছিয়া এডিশনাল ডিস্ট্রিক সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ২ টি দলিলে রেজিস্ট্রিকৃত (I -০৫০৮০১৩৬৫ এবং (I-০৫০৮০১৩৬৬) করেন। উক্ত জমির মিউটেশন সংক্রান্ত কারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী 30 দিনের মধ্যে অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ রইলো। সুমিত কুমার চক্রবর্তী , অ্যাডভোকেট , হাওড়া জাজেস কোর্ট।

হারানো প্রাপ্তি

আমি শুভেন্দু ঘোষ আমার দলিল নং ৬২৮ / ১২ দাগ নং ৮৫৩/ ১৭১০ হারিয়ে গেছে, পেলে জানান নং ৯৬৭৯২০৭৩৭৪

Office of the Pradhan
Ghonga Gram Panchayat
PURULIA-II PANCHAYAT SAMITY
Vill-Chargali, PO-Sihali, PS-Purulia(MFS), Dist-Purulia(WB), Pin-723149

NOTICE INVITING E-TENDER
No. GGP/PRLII/NIT(e)-01/2025-26

E-Tender is invited by the Prodhan, Ghonga Gram Panchayat from the experienced and resourceful bidders for execution of the total 22(Twenty-two) nos. similar nature of works. Work completion period: 15 Days. Last date of submission of Bid(Online): **09.06.2025 at 02.00 PM**. Bid opening date for Technical Proposal(Online) **12.06.2025 at 10.30 AM**. For details please visit office of the undersigned or visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Ghonga Gram Panchayat

Office of the Pradhan
DALDALI GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e-TENDER No.
E-NIT No.- 1489/DGP/2025-26

E-Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of 4 (Four)Nos. different works. Last date of submission of Bid(online) **17/06/2025 at 12.00 PM.** Date of opening of Bid (Technical) **19/06/2025 at 12:00 PM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Daldali Gram Panchayat

Office of the Prodhan
Bedrabad Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda
Vill: Dhulauri, P.O.- Bedrabad, P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda-732210

eTender Notice

eTender has been floated for of work under Bedrabad G.P. of Kaliachak-III P.S, Malda, **eTender No.- 04 (e) /BGP/25-26, Dated: 30th May, 2025**, Bonafied contructors are requested to visit-**www.wbtenders.gov.in** or **http://etender.wbprd.nic.in** or Contact Office Notice Board.

Sd/-Pradhan
Bedrabad Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/03/2025-2026/UTTARAN Name of work : **Supplying of labour for Sewer Cleaning Work at 7H/14, 15/2 Ahiripukur 2nd Lane, 40/2, 41 Beltala Road etc. in Ward-69.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.2,48,734.72.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **150 Days.**

2. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/06/2025-2026/D Name of work : **Restoration of Paver Block & I.P.S. Footpath/Passages at 21/F Chakraberia Lane, 9 Chakraberia Road (North) etc. in Ward-69.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.2,99,832.36.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **50 Days.**

3. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/12/2025-2026/D Name of work : **Restoration of road surface disturbed by W.S. Dept. from 60/1D to 29 Paddapukur Road and Southern Flank of Ashu Biswas Road in Ward-72.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.3,44,729.51.** Earnest Money : **Rs.6,900.00.** Period of Completion : **60 Days.**

4. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/05/2025-2026/R Name of work : **Repairing of Uttaran Privies at 22, 24, 25 Beltala Road, 130 Bakul Bagan Road, 40 Girish Mukherjee Road etc. in Ward No.72.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.2,99,910.50.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

5. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/010/2025-2026/R Name of work : **Removal of Chokage at 62, 63, 71, 72, 73 Hazra Road, 6C, 18, 19, 20, 21 Dover Terrace, etc. in Ward No.85.** Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs.2,97,223.53.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **90 Days (for Sl.No.4 & 5).** Last Date and Time of submission of Bid : **18.06.2025 - 12 noon (for Sl.No. 1 to 5).** Date of opening of tender : **20.06.2025 - 12 noon (for Sl.No.1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 5).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 5).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/EEC/VII/58/11/25-26/U Name of work : **Repairing of passage at 10, Seal Lane and surrounding Uttaran Area in Ward No.58.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,99,653.58.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/EEC/VII/56/19/25-26/U Name of work : **Repairing of passage at 5, Bibi Bagan Lane and its surroundings of Uttaran Area in Ward-56.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,93,901.77.** Earnest Money : **Rs.3,900.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT NO. : KMC/EEC/VII/58/6/25-26/U Name of work : **Repairing of Sanitary Latrine at 8, No G.K. Road, 19, G.K. Road ,Miajan Lane and its surrounding of Uttaran Area in Ward No.-58.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,846.58.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

4. NIT NO. : KMC/EEC/VII/58/2/25-26/R Name of work : **Maintenance of UPHC at 2, Dhapa Road in Ward-58, under Br-VII.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,52,004.67.** Earnest Money : **Rs.9,100.00.**

5. NIT NO. : KMC/EEC/VII/58/12/25-26/U Name of work : **Patch repairing of Uttaran Passage at Chirstopher Road, Gobinda Khatick Road, Pulin Khatic Road and its surrounding Uttaran Areas in Ward No. 58.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,99,904.62.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

6. NIT NO. : KMC/EEC/VII/58/14/25-26/U Name of work : **Improvement of Uttaran Sewer Line at B/7/H/18 Matheswartala Road and its surrounding Uttaran Area in Ward-58.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,70,144.00.** Earnest Money : **Rs.7,500.00.**

7. NIT NO. : KMC/EEC/VII/64/5/25-26/U Name of work : **Repairing of some Uttaran Sanitary Latrine at 16, 19, 20 Bright Street, 19, 21 Beckbagan and its surroundings in Ward-064.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,48,856.64.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **45 Days (for Sl.No. 3 to 7).**

8. NIT NO. : KMC/EEC/VII/64/7/25-26/U Name of work : **Maintenance of Uttaran Passages at 98, 96 Dilkusha STR, 16, 19 Bright STR and its surroudings in Ward No-64.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,99,881.76.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

9. NIT NO. : KMC/EEC/VII/56/20/25-26/U Name of work : **Repairing of passage at 23/1/1/H/9, 26/H/44, 31/1/F, Pottery Road and its surroundings of Uttaran Area in Ward-56.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,75,819.68.** Earnest Money : **Rs.5,600.00.**

10. NIT NO. : KMC/EEC/VII/56/15/25-26/U Name of work : **Removal of Chockage Drain at Bibi Bagan Lane, Pottery Road and its surroundings of Uttaran Area in Ward-56.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,86,354.68.** Earnest Money : **Rs.5,800.00.** Period of Completion : **60 Days (for Sl.No. 9 & 10).**

11. NIT NO. : KMC/EEC/VII/56/18/25-26/U Name of work : **Repairing of Bathing Platforms at Pottery Road, Bibi Bagan Lane & its surroundings of Uttaran Area in Ward-56.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,79,381.94.** Earnest Money : **Rs.5,600.00.** Period of Completion : **90 Days.**

12. NIT NO. : KMC/EEC/VII/56/16/25-26/U Name of work : **Repairing and maintenance of Drainage System at Hazra Bagan, Bibi Bagan Lane and its surroundings of Uttaran Area in Ward-56.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,72,195.00.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Period of Completion : **90 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **17.06.2025 upto 2 p.m. (for Sl.No.1 to 12).** Tender will be opened on **19.06.2025 at 2 p.m. (for Sl.No.1 to 12).** The Bid forms and other details are available on and from **05.06.2025 at 6.55 p.m. (for Sl.No. 1 to 12).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 12).**

376 / 25-26

চলুন বেড়িয়ে আসি

বাংলায় ‘মিনি পহেলগাঁও’তে বাড়ছে পর্যটকের ভিড়, উঠবেন গীতাঞ্জলী ফরেস্ট রিট্রিটে

বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়, মাত্র কয়েক ঘন্টার রাস্তা। জঙ্গি হামলার কোনও ভয় সেখানে নেই। পহেলগাঁওয়ের চোখ জুড়িয়ে যাওয়া সৌন্দর্য যেন যেন ঘরের কাছেই। তাই বলা যায়, সেই পহেলগাঁওয়ের বৈসরন ভ্যালি বা মিনি সুইজারল্যান্ডের সৌন্দর্য রয়েছে এই রাজ্যেতেও। যা এখন মুখে মুখে ‘মিনি পহেলগাঁও’ নামে পরিচিত। সোশাল সাইটে এমন জোড়া পহেলগাঁও ভাইরাল হতেই সেখানে পা পড়ছে পর্যটকদের। ওই দুই ল্যান্ডস্কেপে গিয়ে সৌন্দর্যে পহেলগাঁওয়ের তুলনা টানছেন। একটি পুরনো ঝালদার সোনাদাঁড়ি মাঠ। আরেকটি এই ভরা গ্রীষ্মে শুকিয়ে যাওয়া অযোধ্যা পাহাড়তলির বাঘমুণ্ডির টুরগা জলাধার।

গীতাঞ্জলী ফরেস্ট রিট্রিট-এ চলে আসুন, সমস্তটা নিজেদের মত করে উপভোগ করতে পারবেন। থাকা খাওয়া সমস্তটাই এই পাহাড় ঘেরা ঘন সবুজের মধ্যে গড়ে ওঠা ফরেস্ট রিট্রিটে হাতের নাগালে পেয়ে যাবেন। গীতাঞ্জলী ফরেস্ট রিট্রিটের ফোন নং দিয়ে দেওয়া হল আপনারা ফোন করে গোটা বিষয়ে জেনে নিতে পারেন। ফোন নং- ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮ এবং ৮৮২০০৭১৮২৭। গীতাঞ্জলী ফরেস্ট রিট্রিটে দাঁড়িয়েই আপনি পহেলগাঁও-র বৈসরন ভ্যালির কথা মনে করতে পারেন। জুলাই মাসে এখানে ইলিশ উৎসবও হবে।

ঝালদা স্টেশনের পাশ দিয়ে ওই পুর শহর থেকে প্রায় দেড় কিমি দূরে ওই পুরনো ঝালদার মাঠ। স্থানীয় ভাষায় যার নাম সোনাদাঁড়ি বা সোনাটাড় মাঠ। কথিত আছে, কোন এক সময় বালি খুঁড়ে দাঁড়ি(পাহাড়ি ঝোরা থেকে আসা জল)তে পাওয়া যায় সোনা। তারপর থেকেই এমন নাম। আর এখন সেই দাঁড়ির পাশের মাঠ যেন এক টুকরো পহেলগাঁও-র বৈসরন ভ্যালি। এই মাঠের পাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঝালদা এক ব্লকের ঝালদা-দরদা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাদেবপুর, কাঁদরা, কুলাজাঙ্গা, ডুরগি। এখানকার মানুষজন বরাবর বিকাল বেলায় এই মাঠে সময় কাটান। স্থানীয় ছেলেরা ফুটবল, ক্রিকেট যেমন খেলেন। তেমনি সকাল-বিকাল ওই এলাকার অ্যাথলিটরা দৌড়, ব্যায়াম বা শারীরিক কসরত করে থাকেন। চারদিকটা পাহাড় ঘেরা না হলেও অনেকটাই বিস্তৃত লম্বা টিলা। যা পাহাড়ের খাঁজে বরফ বা পাইন গাছ না থাকলেও তৃণভূমি বা সবুজ ভ্যালি মনে করিয়ে দেয় সন্ত্রাস কবলিত সৌন্দর্যের ওই পহেলগাঁও। গীতাঞ্জলী ফরেস্ট রিট্রিট-র নিরাপত্তায় আপনি সব ভুলে যাবেন।

এই সবুজ মাঠেই একটি বহড়া গাছ থাকায় এলাকার মানুষজন বেহড়াতলও বলে থাকেন। কিন্তু পাহাড়ে ঘেরা এই সবুজ মাঠ যে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম খুললেই ভেসে উঠবে তা কে জানতো! তবে এখানে সারাক্ষণই ময়ূরের ডাক শোনা যায়। কপাল ভালো থাকলে বিকাল বেলায় সবুজ মাঠেও তাদের বিচরন দেখা যাবে।এই গ্রামাঞ্চলের মানুষজন ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পহেলগাঁও দেখেননি। তাই সেখানকার অপরূপ সৌন্দর্যের বিষয় জানেন না। এপ্রিলের নৃশংস জঙ্গি হামলা পহেলগাঁওয়ের চেহারাকে সামনে এনে দেয়। কিন্তু তখনও ভাবিনি আমাদের এই বেহড়াতল বা সোনাদাড়ি মাঠ অনেকটাই পহেলগাঁওয়ের মতো। ঝালদার একজন মহিলা এই সবুজ মাঠটিকে মিনি পহেলগাঁও হিসাবে তুলে ধরেন। তারপর মনে হয় সত্যিই তো! এ যেন একটুকরো পহেলগাঁওয়ের ওই ভ্যালি। এই সবুজ মাঠ ভাইরাল হওয়ার পর পর্যটকরা এখানে আসছেন। প্রতিদিনই নিত্যনতুন ইউটিউবার বা যারা ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্লগার তারা এসে ভিড় জমাচ্ছেন। ভালো লাগছে বেশ। আমরা চাই এই এলাকা জঙ্গলমহলের এই জেলার পর্যটনে যুক্ত হোক। পুরনো ঝালদার মতোই আরেক মিনি পহেলগাঁও অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে টুরগা জলাধারে। প্রখর দাবদাহে জল শুকিয়ে যাওয়ায় সবুজ মাঠে ভিড় লেগেই থাকছে। পাশ দিয়ে জলাধারের স্রোত। চারপাশ সবুজে ঘেরা ঘন জঙ্গল। শান্ত এই পাহাড়তলিতে নানান পাখির ডাক। সেই সঙ্গে হাতিদের জল পান করার ঠিকানা। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। পাহাড়ের কোলে এমনই সবুজ শীতল ল্যান্ডস্ক্যাপ। তাই পর্যটকরা যেমন সেলফি তুলছেন। তেমনই চলছে ফটোশুট। পাহাড়ের কোলে এই ছবিকে পহেলগাঁও হিসাবে নিজের ভিডিওতে তুলে ধরেছিলেন প্রকৃতিপ্রেমীরা। তাঁদের কথায়, পুরুলিয়াতেও এক টুকরো পহেলগাঁও আছে। এখানে বেড়াতে আসুন। শান্ত নিরিবিলি অরণ্যে আপনাকে শান্তি এনে দেবেই। তা হয়তো দিতে পারেনি ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ের ওই বৈসরন ভ্যালি। তুষারাবৃত পাহাড়, পাইন বন, ভেলপুরি না থাক। পুরুলিয়ার এই মিনি পহেলগাঁওয়ের সবুজ উপত্যকায় সেই ববরতা বা সন্ত্রাসী আক্রমনের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। শান্তিতে নিরিবিলি পরিবেশে বেশ কয়েকটা দিন আপনার কেটে যাবে। সেই সঙ্গে পাবেন গীতাঞ্জলা ফরেস্ট রিট্রিটের সুস্বাদু খাবার-দাবার। যা আপনার মন ভরিয়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই পহেলগাঁওয়ের বিকল্প খুঁজতে অন্ধ্রপ্রদেশের আরাকু ভ্যালি, হিমাচল প্রদেশের খাজিয়ার, উত্তরাখণ্ডের চোপতায় না গিয়ে চলে আসুন গীতাঞ্জলী ফরেস্ট রিট্রিটের এই মনোরম পরিবেশে। মন ভরে যেতে বাধ্য।

পর্যটক টানছে ইছামতী, ৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দে টাকিতে উন্নয়নের কর্মকাণ্ড

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন ছোট্ট শহর টাকি। মানচিত্রে ‘সপ্তাহের শেষ দুটো দিনের ভ্রমণ ঠিকানা। ইছামতী নদীর কোল ঘেঁষা আকাশে-বাতাসে আজও ভাসে সেই পুরানো আমলের ‘নানা গল্প’। এপার ও ওপার বাংলার রেশ বয়ে চলা সেই শহরকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় এবার তৎপর হল টাকি পুরসভা। উন্নয়নে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৬৬ কোটি টাকা বলে জানতে পারা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই জলপ্রকল্প ও বাড়ি বাড়ি জল পরিষেবা পৌঁছে দিতে বরাদ্দ হয়েছে ৪১ কোটি ও ১৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। রাস্তার জন্য টেন্ডার হয়েছে। খরচ ধরা হয়েছে সাড়ে ৬ কোটি। ছোট-বড় মিলিয়ে ৩২ টি রাস্তার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরসভা এলাকায় যতগুলি মেন রোড রয়েছে, সেগুলিরও সংস্কার হবে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, গ্রিন সিটি প্রকল্পের উদ্যোগে পুরসভার বিভিন্ন এলাকায় ১৯৮০ টি সৌরশক্তি চালিত বাতি লাগানো হয়েছে। তার জন্য খরচ হয়েছে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। এখনও ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার কাজ বাকি রয়েছে।

আগামী দিন প্রতিটি ল্যাম্প পোস্টে গ্রিন সিটির লাইট লাগানোর পরিকল্পনার কথাও জানান টাকি পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ফারুক গাজি। বলেন, টাকির মূল আকর্ষণ ইছামতী, তাই ইছামতীর পাড়কে আরও সু ন্দর করে সাজানোর জন্য নগর উন্নয়ন দপ্তরের কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তা গৃহীত হলেই অবিলম্বে কাজ শুরু হবে। নদীর ধার বরাবর যে রাস্তা সীমান্তের দিকে চলে গিয়েছে, সেই রাস্তা চওড়া করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। যাতে দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে-আসতে পারে। কারণ উৎসবের মরশুমে পর্যটকদের চাপে রাস্তায় যানজট তৈরি হয়। তাই এই উদ্যোগ। এছাড়াও রয়েছে ইছামতীর ঘাট সংস্কার, নদীর পা।ে সবুজায়ন সহ একাধিক কাজ শুরু হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে উৎসবের মরশুম ছাড়াও যেভাবে দুই বাংলার মধ্যবর্তী ইছামতীর টানে ও ঐতিহাসিক শহর টাকিতে জমিদার বাড়ি, মিনি সু ড়্ধরবন, গোলপাতার জঙ্গল, ছোট মিউজিয়াম, রামকৃষ্ণ মিশন, প্রাচীন কুলেশ্বরী কালীমন্দির, জোড়া মন্দির-সহ বিভিন্ন ঐতিহ্য দেখতে প্রতিনিয়ত এখানে ভিড় জমান দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। সেই সঙ্গে, টাকির ১৬ টা ওয়ার্ডে ৬০ হাজারের বেশি জনসংখ্যা রয়েছে। তাই বর্জ্যবাহিত দূষণের কথা মাথায় রেখে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য পাঁচ বিঘা জমি কেনা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন ভাইস-চেয়ারম্যান। পুরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন। তাঁদের কথায়, শহর যত সুন্দর সাজানো গোছানো ও পরিচ্ছন্ন থাকবে স্থানীয়দের থাকতেও সুবিধা হবে। উন্নয়নের জেরে পরিষেবা পেতে সুবিধা হবে সাধারণ মানুষের। বাইরে থেকে পর্যটক যত আসবে তত শহরের হাল ফিরবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

বন্ধু হল সমালোচক! ট্রাম্পের বিলের তীব্র নিন্দা এলন মাস্কের

৪ জুন ঃ কাল ছিড় বন্ধু, আজ তিনি হলেনএকজন সমালোচক। দিন কি ভাবে পাল্টে যায় থন্ই না। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন মসনদে বসার পর শীর্ষ উপদেষ্টার পদ পেয়েছিলেন ‘বন্ধু এলন মাস্ক। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসেই আমূল বদলে গিয়েছে ছবি। সদ্যই মার্কিন প্রশাসন হওয়া থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন টেসলা কর্তা। বন্ধু বিচ্ছেদের জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার তাতেই অক্সিজেন যোগ করলেন মাস্ক। ট্রাম্পের ‘ বিগ বিউটিফুল বিল’ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। পাল্টা বিবৃতি দিয়েছে হোয়াইট হাউসও। সব মিলিয়ে রাতারাতি বন্ধু থেকে সমালোচক হয়ে উঠলেন মাস্ক।

মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে মাস্ক লেখেন, ‘আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি আর এটা নিতে পারছি না। এই বিরাট, জঘন্য, শূকরের মাংসে ভরা কংগ্রেসের ব্যয় বিলটি এক অতীব জঘন্য কাজ। যাঁরা ভোট দিয়েছেন এর পক্ষে, তাঁদের ঘৃণা। আপনারা জানেন আপনারা ভুল করেছেন। আপনারা অবশ্যই জানেন।’ হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট মাস্কের এমন বক্তব্যের ‘জবাব দিয়েছেন। ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন মাস্কের এই বিল নিয়ে অবস্থান কী। তাতে প্রেসিডেন্টের মত বদলাবে না। এটা এক বড় সু ঃদর বিল এবং উনি এর পক্ষেই রয়েছেন। মাস্কের এই বিল নিয়ে আপত্তি নতুন নয়। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, কোনও বিল বিগ হতেই পারে। আবার সেটা বিউটিফুলও হতে পারে। কিন্তু আমার জানা নেই একসঙ্গে দুটোই হতে পারে কিনা। এদিকে সম্প্রতি আরও একটি পোস্টে তাঁকে লিখতে দেখা গিয়েছিল, এই বিল ‘ বিপুল আকার ধারণ করা বাজেট ঘাটতিকে আরও বাড়িয়ে ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পরিণত করবে।’ কংগ্রেস আমেরিকাকে দেউলিয়া বানিয়ে ছাড়বে বলেও দাবি তাঁর।

গত জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ট্রাম্প তাঁর নতুন প্রশাসনে যুক্ত করেন এলন মাস্ককে। কিন্তু ৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাবিনেট বৈঠকে ট্রাম্প পরিষ্কার করে দিয়েছেন, DOGE-এর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও এলন মাস্ক কোনওভাবেই নিয়োগ বা ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। তখন থেকেই ট্রাম্পের সঙ্গে মাস্কের দূরত্ব নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। যদিও মার্কিন প্রশাসনের বিশেষ কর্মকর্তারূপে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৩০ দিনের জন্য। ট্রাম্প সেই মেয়াদ আর না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাস্কও একদিন আগে পদত্যাগ করেছেন। তারপরই ক্ষোভ উগরে দিতে শুরু করেছেন। আগামিদিনে এই সংঘাত আরও তীব্র আকার ধারণ করে কিনা সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকলেই।

আমেরিকায় বন্দুকবাজের তাণ্ডব! ভরা রাস্তায় চলল এলোপাথাড়ি গুলি

৪ জুন ঃ ফের বন্দুকবাজের হানা আমেরিকায়। টরন্টোর ভরা রাস্তায় চলল এলোপাথাড়ি গুলি। এখনও পর্যন্ত অন্তত ১ জনের মৃত্যু ও ৫ জনের আহত হওয়ার কথা জানা গিয়েছে। খোঁজ চলছে অভিযুক্ত বন্দুকবাজের। টরন্টো পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ফ্লেমিংটন ও জাকারি রোডসের কাছে, রানি অ্যাভিনিউ ও অ্যালেন রোডের অব্যবহিত দূরত্বেই মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় সাড়ে আটটা নাগাদ হামলা চালায় এক বন্দুকবাজ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। আহত পাঁচ। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও কারওই চোট গুরুতর নয় বলেই জানানো হয়েছে। হামলাকারীর সম্পর্কে বিশদে কিছু জানানো হয়নি। তবে জানানো হয়েছে, রানি অ্যাভিনিউ ও অ্যালেন রোডের কাছাকাছি অঞ্চলে তল্লাশি চলছে।

গত কয়েক বছরে আমেরিকায় ক্রমেই বাড়ছে বন্দুকবাজের হামলার ঘটনা। গত এপ্রিলে শিকাগোয় এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে চলেছিল ১৮ রাউন্ড গুলি। ঘটনাস্থলে এক যুবক ও এক শিশুর মৃত্যু হয়। আরও ৭ জন গুরুতর জখম হয়। জানুয়ারির শেষের দিকেও শিকাগোয় হামলা চালায় বন্দুকবাজ। তিনটি জায়গায় চলে গুলি। হামলায় অন্তত আটজনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও বহুবার বন্দুকবাজের হামলায় রক্তাক্ত হয়েছে আমেরিকা। গত ডিসেম্বরে নেভাদা ইউনিভার্সিটিতে হামলা চালায় এক বন্দুকবাজ। ঘটনায় প্রাণ হারান তিন পড়ুয়া।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গ্রিস

৪ জুন ঃ গ্রিসে ফের ভয়াবহ ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৬.২। তবে এখনও পর্যন্ত সেখানে কোনও সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি। জার্মান ভূ-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল গ্রিসের রোডস দ্বীপ থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে ভূপৃষ্ঠের ৬৮ কিলোমিটার গভীরে। কম্পন অনুভূত হয়েছে তুরস্ক, মিশর এবং সিরিয়াতেও। সূত্রের খবর, সোমবার স্থানীয় সময় রাত ১১টা ১৭ নাগাদ জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে গ্রিসের ডোডকানিস দ্বীপ। তারপরই সেখানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনও পরিসংখ্যান না জানানো হলেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভূমিকম্পের পরেই গ্রিসের আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের উপকূল থেকে দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কম্পন অনুভূত হয়েছে তুরস্ক, মিশর এবং সিরিয়াতেও। এর মধ্যে তুরস্কে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৮। জানা গিয়েছে, হুড়োহুড়িতে সেখানে আহত হয়েছেন ৭জন। প্রসঙ্গত, বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম হল গ্রিস। প্রতি বছর সেখানে মৃদু এবং জোরালো মিলিয়ে গড়ে প্রায় ২৫ হাজার বার ভূমিকম্প হয়। এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, এবছর ২৬ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে গ্রীসের সাইক্লেডস দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে ১৮ হাজার ৪০০টিরও বেশি ভূমিকম্প হয়েছে। তাছাড়া গত ২২মে গ্রিসের ক্রিটি দ্বীপে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। তারপরই সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়। এক সপ্তাহ পর ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি গ্রিসে।

শান্তি বৈঠকের নিটফল শূন্যই

৪ জুন ঃ তিন বছর পেরিয়ে গেলেও লড়াই থামার নাম নেই। একে অপরকে ঝাঁজরা করে দিচ্ছে রাশিয়া-ইউক্রেন। দু’দেশকে শান্তির পথে আনার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে আমেরিকা। দ্বিতীয় দফায় শান্তি আলোচনা হয়েছে তুরস্কের ইস্তানবুলে। যা খুব একটা ফলপ্রসু না হলেও বন্দি বিনিময়ে সম্মত হয়েছে যুযুধান দু’পক্ষ। এমনকী ৬ হাজার ইউক্রেনীয় সেনার মৃতদেহও কিয়েভের হাতে তুলে দেবে মস্কো। গত মাসেই ইস্তানবুলে প্রথম দফায় বৈঠক হয় রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে। তার নিটফলও শূন্যই ছিল। এর মাঝেই রবিবার আকস্মিক হামলা চালিয়ে মহাশক্তিধর রাশিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছে ইউক্রেন। বায়ুসেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে ‘ স্পাইডার ওয়েব’ চালিয়েছে ভলোদিমির জেলেনস্কির দেশ। ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে রুশ বোমারু বিমান Tu-৯৫, Tu22M3 ও একটি A-৫০ বিমান। যদিও এরপরেও ইস্তানবুলে আলোচনায় বসেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা। ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে ভ্লাদিমির মেডিনস্কি জানিয়েছেন, প্রথমে আমরা ৬ হাজার ইউক্রেনীয় সেনা ও অফিসারের দেহ ফেরত দেব। আমরা তাঁদের রেখে দিয়েছিলাম। আমরা যাঁদের সম্ভব তাঁদের সবাইকে শনাক্ত করেছি। ডিএনএ পরীক্ষা করেছি এবং পরিচয় খুঁজে বের করেছি। আগামী সপ্তাহে আমরা এই মৃতদেহগুলো ইউক্রেনের কাছে হস্তান্তর করব। জানা গিয়েছে, এছাড়াও যাঁরা গুরুতর আহত, যাঁদের বয়স পঁচিশের কম তাঁদের ও ছেড়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, রুশ অফিসারদের দেহও ফিরিয়ে নেবে মস্কো। অনেকদিন ধরেই অভিযোগ ছিল যে, বহু ইউক্রেনীয় শিশু রাশিয়ার হাতে বন্দি। এনিয়ে, মেডিনস্কি জানান, শিশুরা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সম্প্রতি শুনেছি যে, রাশিয়ানরা ১.৫ মিলিয়ন ইউক্রেনীয় শিশুকে অপহরণ করেছে। আমাদের পদক্ষেপে সংখ্যাটি কমে ২ লক্ষে নেমে এসেছে। এখন এই সংখ্যাটি ২০ হাজার। আমরা প্রতিটি মামলা খতিয়ে দেখব। উল্লেখ্য, গতকাল অপারশেন ‘ অথবা অপারেশন স্পাইডার ওয়েবের সাফল্যের পরেই এক্স হ্যান্ডেলে দীর্ঘ পোস্ট করেন জেলেনস্কি। দেশের নিরাপত্তা সার্ভিসের প্রধান ভাসিল মালিউকের রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি জানান, ‘ উপরে অব্যর্থ হামলা হয়েছে। যেটুকু তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব সেটা আমজনতাকে জানানো হবে। তবে যেভাবে ইউক্রেন এই হামলা চালিয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। নিজেকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে ইউক্রেনের।

ওয়াটার এটিএম শৌচাগারের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৪ জুন ঃ ৫ ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস।আর তার আগে বুধবার জয়নগর ২ নং ব্লকের ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নিমপীঠের রানাঘাটায় কঠিন বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের উদ্বোধন হয়ে গেল।পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে ও দূষণমুক্ত, সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষে এস ডব্লিউ এম (সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট) প্রকল্পের মাধ্যমে এই কাজটি শুরু হলো।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর দুই নম্বর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক মনোজিত বসু,ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রীনা মন্ডল, উপপ্রধান সুকান্ত সরদার, নিমপিঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, জয়নগর দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির মস্য কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত মণ্ডল,জয়নগর ২ নং ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কৌশিক সাহা,আই এস জি পির কোহেনা হাজরা, সমাজসেবী গোবিন্দ বিশ্বাস সহ আরো অনেকে।ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতি বাড়ি থেকে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে এনে মেশিনের সাহায্য নিস্কাসন করা হবে এবং তা থেকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হবে।এদিন বিডিও মনোজিত বসু বলেন, জয়নগর ২ নং ব্লকের ফুটিগোদা পঞ্চায়েত দিয়ে এই কাজের সূচনা হলো। এর পরে মনিরতট ও চুপ।ঝাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।অন্যদিকে এদিন ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী ও তার পরিবারদের কথা মাথায .রেখে সৌর বিদ্যুত চালিত ওয়াটার এটিএম অর্থাত জলসত্রও সুলভ শৌচাগারের উদ্বোধন হয়ে গেল।উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ,জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু,জয়েন্ট বিডিও কৌশিক সাহা, জয়নগর ২ নং ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ বাবুল মজুমদার, ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রীণা মন্ডল, উপপ্রধান সুকান্ত সরদার সহ আরো অনেকে।এখন থেকে হাসপাতালে আসা রোগী, রোগীর পরিবার ও সাধারণ মানুষ এই পরিষেবা পাবেন।এক টাকা, দু টাকা ও ৫ টাকার বিনিময়ে ৫০০ মিলি, এক লিটার ও দুই লিটার শীতল জল এবং সাধারন পাণীয় জল পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।আর এই পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।

রোগী মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা,সোনারপুর, ৪ জুন ঃ সোনারপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। গলব্লাডার অপারেশানের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন ক্যানিংয়ের তালদি এলাকার বাসিন্দা সাবিত্রী গায়েন কীর্তনিয়া (৫৫)। গত রবিবার তাঁকে ভর্তি করা হয় সোনারপুর তেমাথা এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সোমবার হয় তাঁর অপারেশান। কিন্তু মঙ্গলবার দুপুর দু’টো নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়।মৃতার পরিবারের অভিযোগ, সঠিক চিকিসার অভাবেই মৃত্যু হয়েছে সাবিত্রী দেবীর। সামান্য গলব্লাডার অপারেশানের পর এমন পরিণতি হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, অপারেশানের সময় সাবিত্রী দেবীর হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানানো হলেও, হাসপাতালের সিসিইউতে ভর্তি করা ছাড়া আর কোনও কার্যকর চিকিৎসা করা হয়নি। এমনকি ওই হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগই নেই। তা সত্ত্বেও কেন রোগীকে দ্রুত অন্য হাসপাতালে রেফার করা হল না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।রোগীর পরিবারের আরও অভিযোগ, অপারেশানের পর কোন ও চিকিৎসক সাবিত্রী দেবীকে দেখতে আসেননি।

Name Change

I, Ruhul Amin (Old Name) S/O– Imani Sk resident of Vill & Po- Sahajadpur, Ps-Berhampore, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin- 742187, do hereby decrale that I have changed my name from Ruhul Amin to Ruhul Amin Sk and hencefort I shall be known as Ruhul Amin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/06/2025 . My name Ruhul Amin Sk & Ruhul Amin both are same and one identical person.

Name Change

I, Sahir Ali S/O Late Wakil Mia aged about 63 years, by faith Muslim by occupation-retired, Nationality-Indian, residing at 95/29 Patterson Road, Netaji Colony, P.O. Hazinagar, P.S. Naihati, District: North 24 Parganas, West Bengal, Pin Code 743135 do hereby solemnly affirm and declare as follows That in the Admit Card and Certificate of Madhyamik Pariksha (Secondary Examination) 2012, West Bengal Board of Secondary Education of my said daughter her name is written as Shaheen Tabassum D/O Md Sabir Ali. That Sabir Ali S/O Lt. Wakil Mia and Sabir Ali S/O Wakil Mia and Md Sabir Ali S/O Lt. Wakil Mia is the name of the same and one identical person who I am. That Shaheen Tabassum D/O Md Sabir Ali and Shaheen Tabassum D/O Sabir Ali is the name of the same and one identical person who is my daughter.

Name Change

I , Shajahan Mondal S/O- Sahanur Mondal resident of Baneswarpur, Hargram, P.S.- Bhatar, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713125, have changed my name and shall henceforth be known as ‘SAJAHAN MONDAL’ vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 04/06/2025. That Shajahan Mondal and Sajahan Mondal both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Anupkumar Divakar Ash পিতা Dibakar Ash স্থায়ী ঠিকানা- ওয়ার্ড নং ০৪, পোঃ-খানা আরামবাগ, জেলা- হুগলী, পিন নং ৭১২-৬০১ ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর কোর্টে হুগলী জেলা এর এফিডেভিট দ্বারা Anup Kumar Ash নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট (নং ৩৭০৩) তারিখ ২৩.০৫.২০২৫ Anupkumar Divakar Ash এবং Anup Kumar Ash একই ব্যক্তি।

Name Change

I, ABDUR RASHID SK AND ABDUR RASHID SHAIKH (Old Name) S/O ABUL BASAR SHAIKH Residing at Gokhurapota Charatala, P.S - Chapra, District - Nadia, Pin - 741123 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABDUR RASID SHAIKH (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 04-06-2025. ABDUR RASHID SK, ABDUR RASHID SHAIKH (Old Name) and ABDUR RASID SHAIKH (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SWETA PRIYA (Old Name) W/O SK SHOAIB ALI Residing at 8/1, Mayur Bhanj Road, P.O - Khidderpore, P.S - Ekbalpore, District - Kolkata, Pin - 700023 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AYESHA KHATUN (New Name) as declared before the Notary public at alipore Judges court vide affidavit no 40 dated 22-04-2019. SWETA PRIYA (Old Name) and AYESHA KHATUN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Manas Hazra (Old Name) S/o Late Adhir Hazra Residing at 36/1A/H/1/8, Pulin Khatick Road, Tangra, District- Kolkata, Pin-700015 West Bengal have Changed my name and shall henceforth be known as Goutam Hazra (New Name) as declared before the Ld.Judicial Magistrate (1st Class) at Alipur vide affidavit no 7334 Dated 19-05-2025. Manas Hazra (Old Name) and Goutam Hazra (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Ali Ansari S/o Late Deyanat Tulla Residing at R 33, Masjidtalab, P.o - Garden Reach, P.s - Metiabruz, District - Kolkata, Pin - 700024 West Bengal India shall henceforth be known as Md Ali. I declare that Mohammad Ali Ansari and Md Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-06-2025.

Name Change

I, Swapna Maiti W/o Asok Kumar Maiti Residing at C-4, Green Acre Co-operative Housing Society Ltd, P.o+P.s - New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700156 West Bengal India shall henceforth be known as Swapna Maity. I declare that Swapna Maiti and Swapna Maity is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-06-2025.

Name Change

I, Md Hafizul S/o Late Abdul Roup Residing at Nimdearia, P.o - Nimdearia, P.s - Duttapukur, District - North 24 Parganas, Pin - 743294 West Bengal India shall henceforth be known as Hafijur Rahaman. I declare that Md Hafizul and Hafijur Rahaman is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-06-2025.

Name Change

I, Ajit Kumar Mondal (old name) son of Ashok Kumar Mondal, residing at 254, Kalikapur, PS- Survey Park, Kolkata-700099, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ajit Kumar Mandal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 03/06/2025. Ajit Kumar Mondal (old name) and Ajit Kumar Mandal (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shirsha Das Ghosh W/o Biswadeep Ghosh Residing at 35, Ananda Palit Road, P.o - Entally, P.s - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014 West Bengal India shall henceforth be known as Shirsha Das.I declare that Shirsha Das Ghosh and Shirsha Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-06-2025.

Name Change

I, Shyamal Das S/o Anil Kumar Das Residing at 46D N Sarkar Road, Rajbati, District - Bardhaman, Pin - 713101, West Bengal India shall henceforth be known as Shyamal Kumar Das.I declare that Shyamal Das and Shyamal Kumar Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-06-2025.

আসানসোল বিভাগের উপর ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৪ জুন ঃ আসানসোল বিভাগের বুধ এবং রবিবার (১৩৩৩২ পাটনা-ধানবাদ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস চলে যাওয়ার পরে) ০৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট (দুপুর ২.০০ টা থেকে ১৮.৩০ টা পর্যন্ত) দ্বি-সাপ্তাহিক ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পূর্ব রেলের তরফে এ কথা জানিয়ে লেখা হয়েছে, ঝাঝা-সীতারামপুর সেকশনের জাসিডিহ এবং মধুপুর স্টেশনের মধ্যে ডাউন লাইনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ফলে ৬৩৫৫৬ জাসিডিহ - অন্ডাল মেমু এই দুদিন বাতিল করা হয়েছে। একাধিক ট্রেন নির্ধারিত পথের চেয়ে কম দূরত্বে চলবে। যেমন ৬৩৫০৯ / ৬৩৫১০ বর্ধমান - ঝাঝা - বর্ধমান MEMU। এই দুই ব্লকের দিন আসানসোল থেকে কম চলবে। এ ছাড়া, ৬৩৫৬৪ জাসিডিহ - আসানসোল মেমু এবং ১২২৫৪ ভাগলপুর - SMVT বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসের সময়সূচীর কিছু পরিবর্তন হবে।

জয়গাঁ দাঁড়াগাঁও এলাকা পরিনত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ জুন ঃ এ যেন কোনও ধ্বংসস্তূপ, ভুটান পাহাড় থেকে আসা বালি ও বড় পাথরে বর্তমানে এমনই অবস্থা জয়গাঁ দাঁড়াগাঁও এলাকায়। ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা এই এলাকায় বেশ কয়েকবছর ধরেই বৃষ্টিতে ভুটান পাহাড় থেকে জল, বালি ও পাথর এসে পড়ছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। আর এই কারণে বর্তমানে ভেঙে গেছে এলাকার যাতায়াতের পুরো রাস্তা, চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বড় বড় পাথর। প্রবল বৃষ্টি হলেই বাসিন্দাদের বাড়িতে প্রবেশ করে পাহাড় থেকে নেমে আসা কাদামাটি। এই এলাকায় প্রায় ৫০টি পরিবারের বাস। এই দুর্ভোগ ঠেকাতে শীঘ্র গার্ড ওয়াল দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের কথায়, কিছু বছর পূর্বে এই এলাকার পাশে ভুটান ও এদেশের সীমান্তের পাশ দিয়ে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করা হয়। সেই কাজ কিছুটা শুরুও হয়। তবে পরে তা আর সম্পূর্ণ হয়নি। এরপরই শুরু হয় দুর্ভোগ। বাসিন্দাদের দাবি, সেই পাহাড় কাটার ফলে বৃষ্টিতে এখন পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর, বালি, জল এসে এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি করছে। বর্তমানে এলাকার একমাত্র যাতায়াতের রাস্তা পুরোপুরি ভেঙে যাওয়ায় জরুরি সময়ে এম্বুলেন্স ও দমকল আসার মতো রাস্তা নেই বলে দাবি। যদিও, এই বিষয়ে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, এটা অনেক বড় কাজ, ভুটান ও এদেশের যৌথ উদ্যোগেই তা করা সম্ভব। এই বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছি। বর্ষা আসতেই ফের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে জয়গাঁর এই দাঁড়াগাঁও এলাকার বাসিন্দাদের।

পজিটিভ ভাবনায় এক বছরে এক কোটি গাছ লক্ষ্যমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ জুন ঃ একটি গাছ শুধুমাত্র একটি প্রাণ নয়। সেই গাছ প্রতিশ্রুতি দেয় লক্ষ প্রাণ বাঁচাবার। সেই কারণেই পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠন এক ছাতার তলায় থেকে এক বছরে এক কোটি গাছ লাগানো লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। এই কর্মসূচির শুভ সূচনা হচ্ছে ৫ জুন অর্থাৎ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে। বোলপুর শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, স্বাধীন ট্রাস্টের আইটিআই কলেজ, বিএড কলেজ, নার্সিং কলেজ সহ সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এই বৃহৎ মহতি পরিকল্পনা গ্রহণ করে এক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পজিটিভ বার্তা প্লাট ফর্মের সিইও ডঃ মালাই পিটি জানান, পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্মের ছাতার তলায় ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সংগঠন শিক্ষক ছাত্র বন্ধুরা এই বিশাল কর্মযজ্ঞে শরিক হতে চলেছে। শুধু ৫ জুন নয় সারা বছর ধরে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচি চলতে থাকবে। আমাদের একটাই লক্ষ্য এই বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে তোলা। নিবিড় সবুজায়নের মাধ্যমে বিশ্ব উষ্ণায়নকে রোধ করা সম্ভব সেক্ষেত্রে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আর আমরা সেটাই করতে চলেছি। আমাদের লক্ষ্যমাত্রা এক বছরে এক কোটি গাছ লাগানো। এই কাজ সারাদেশে জুড়ে চলবে। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র গাছ লাগিয়ে পজিটিভ বার্তা থামতে চায় না। সেই গাছ সংরক্ষণের জন্য সকলের কাছে অনুরোধ রাখছে এই প্ল্যাটফর্ম। জানা গেছে নাটক নৃত্য গীত ইত্যাদির মাধ্যমে গাছ লাগানোর ব্যাপারে আপামর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চলেছে পজিটিভ বার্তা প্লাটফর্ম এবং তার ছাতার তলায় ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম সহ অন্যান্য শাখা সংগঠন। এক মাস ধরে ভার্চুয়াল মিটিং মাধ্যমে পজিটিভ বার্তা প্লাটফর্ম তার ছাতার তলায় থাকা বিভিন্ন সংগঠনকে নিয়ে এই কর্মসূচির সার্থক করার জন্য আলোচনা করে চলেছে। সেখানে বিভিন্ন পেশার মানুষ তাদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন বৃক্ষরোপণ ছাড়া এই মানব সভ্যতাকে বাঁচানো যাবে না।

আবারও খুলে গেলো বলরামপুরের কেরোয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৪ জুন ঃ পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত আদিবাসী অঞ্চল হল কেরোয়া গ্রাম। এখানকার স্বাস্থ্য পরিষেবার একমাত্র জায়গা ছিল এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। করোনার সময়কালে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলরামপুরের কেরোয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। অবশেষে নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র পুনরায় চালু

করার। তাদের সেই ইচ্ছাই পূরণ হল। কেরোয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন থেকে মিলবে ২৪ ঘন্টার স্বাস্থ্য পরিষেবা। চালু হয়েছে ১০ শয্যার ইনডোর বিভাগ, যা থেকে উপকৃত হবেন এলাকার প্রায় ৩০ হাজার মানুষ। বিষয়ে এলাকার এক বাসিন্দা শুভ্র প্রকাশ কুমার জানান, করোনার আগে পর্যন্ত পরিষেবা চললেও অতিমারির সময় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী সংকটে কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ইনডোর বিভাগ। এর ফলে তাদেরকে চিকিৎসার জন্য ছুটতে হত বলরামপুর কিংবা পুরুলিয়া। এবার সেই সমস্যা মিটলো। এই বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অশোক বিশ্বাস বলেন, এই এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়ায় খুবই উপকৃত হবেন এলাকার মানুষজন। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা এটি। তাই এখানকার মানুষদের যেকোনো সমস্যা হলে দূরে যেতে হত। এরপর থেকে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে। সকলেরই উপকার হবে এতে। একসময় এই গোটা অঞ্চল ছিল মাওবাদীদের দখলে। চিকিৎসক আসা তো দূর, আতঙ্কে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দরজাও খুলত না। দিনের আলোতেও এলাকায় সাটানো হত মাওবাদী পোস্টার। এরপর রাজ্যের পালা বদলের পর তৎকালীন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতোর উদ্যোগে ২০১৪ সালে প্রথমবার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইনডোর পরিষেবা চালু হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঘিরে তাই আজ আবার আশাবাদী গোটা বলরামপুর ও সংলগ্ন গ্রামের মানুষ।

ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি, গৃহ শিক্ষক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৪ জুন ঃ পড়াতে গিয়ে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মঙ্গলবার রাতে গৃহ শিক্ষককে গ্রেফতার করা হল। গ্রেফতার করল ডেবরা থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে জেলার ডেবরা ব্লকের ৬ নং জলিমান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী এলাকায়। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার আদিবাসী এলাকায় এক চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে বাড়িতে পড়াতে গিয়ে ওই শিক্ষক শ্লীলতাহানি করে বলে ওই ছাত্রীর পরিবারের লোকজন ডেবরা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই মতো গতকাল রাতে ওই গৃহ শিক্ষককে গ্রেফতার করে ডেবরা থানার পুলিশ। বুধবার দুপুরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মেদিনীপুর আদালতে। যদিও এ বিষয়ে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই গৃহ শিক্ষক সংবাদ মাধ্যমে মুখ খুলতে চান নি।

উত্তরবঙ্গে তৈরি হবে নতুন একটি ইকো-ট্যুরিজম পার্ক

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৪ জুন ঃ দীর্ঘদিন যাবৎ অবহেলায় পড়ে থাকা বালুরঘাটের ডাঙ্গি ওই ডাঙ্গি ফরেস্টকে ইকো পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি। এইবিষয়ে

ফরেস্টে নতুন করে ইকো-ট্যুরিজম পার্ক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি। আত্রেয়ী নদী সংলগ্ন ডাঙ্গি ফরেস্টেটি প্রায় ২০ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে। সেখানে নয়া প্রকল্প গড়ে তুলতে প্রায় এক কোটি টাকার ডিপিআর বানিয়ে ফান্ড চেয়ে রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরে পাঠানো হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে জানা গেছে, বিগত প্রায় ১০ বছর আগে ওই ফরেস্টে একবার ইকো-ট্যুরিজম পার্ক গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এমনকি পঞ্চায়েত পক্ষ থেকে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে ফরেস্টের মধ্য দিয়ে ক্যানেল খোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে সেই প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। এবার ফের নতুন করে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার বলেন, ডাঙ্গি ফরেস্টকে ইকো পার্ক গড়ে তোলার জন্য প্রায় এক কোটি টাকার সেই ডিপিআর রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরে পাঠিয়েছি। অনুমোদন পেলেই ওই কাজ শুরু হবে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই সেই অনুমোদন চলে আসবে। ফরেস্টের ইকো সিস্টেম বজায় রেখেই ওই ইকো পার্ক তৈরি করা হবে। নতুন করে ওই পার্ক গড়ে ওঠার বিষয়টি জানতে পেরে খুশি গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের পক্ষ থেকে জানা যায়, আত্রেয়ী নদীর পাশেই ডাঙ্গি ফরেস্টের বহু গাছ রয়েছে। তবে, মাঝেমধ্যেই গাছ কাটার বিষয়টি সামনে আসে। এরফলে দিন দিন গাছের সংখ্যাও কমছে। পাশাপাশি শীতের মরসুমে এই ফরেস্টে পিকনিক করার ভিড় সব থেকে বেশি নজরে আসে। প্রায় তিন থেকে চার মাস ধরে চলে অগাধ পিকনিক। এবার পার্ক তৈরি হলে রক্ষণাবেক্ষণ আরও ভাল হবে। তবে পঞ্চায়েত সমিতির তরফে জানা গেছে, ওই ইকো-ট্যুরিজম পার্ক হলে পরিবেশ আরও সুন্দর হবে। সৌন্দর্যায়নের রূপে গড়ে বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হবে। পিকনিক স্পটের পাশাপাশি বনভূমির ভেতর দিয়ে রাস্তা, বসার জায়গা, শিশুদের একাধিক খেলার পরিবেশ গড়ে তোলা সহ পাখি ও অন্যান্য বন্য প্রাণীকে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে। এক কথায় বলা যেতে পারে বাচ্চা কিংবা বয়স্ক সব ধরনের মানুষদের জন্য একাধিক মনোরঞ্জনের জায়গা তৈরি ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি, ডাঙ্গি বনভূমির মধ্য দিয়ে বয়ে চলা আত্রেয়ী নদীর শাখাটিকে সংস্কার করে তার দুই দিকে ঘাট করে নৌকা পারাপারের ব্যবস্থা করা হবে। ওই ইকো-ট্যুরিজম পার্ক তৈরি হলে সাধারণ মানুষের যেমন কর্মসংস্থান হবে, পাশাপাশি প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশের জন্য দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর সাধারণ মানুষ ঘুরতে আসবে এই জেলায়। এরফলে স্থানীয় বাসিন্দারা আর্থিকভাবে উপকার পাবে। পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েতের আয় বাড়বে।

এবারে জয় বিজেপির হবে, প্রচারে বেরিয়ে দাবী বিজেপি প্রার্থী আশিষ ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ জুন ঃ ২০২৬ এ বিধানসভা নির্বাচনের আগে কার্যত পাখির চোখ হয়ে উঠেছে রাজ্যের একমাত্র উপনির্বাচনের কেন্দ্র নদীয়ার ৮০ কালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র। একদা কংগ্রেসের গর বলে পরিচিত এই কালিগঞ্জ বিধানসভা এলাকা। তবে গত বিধান সভায় এই আসনে দু নম্বর জায়গায় নিজেকে নিয়ে যায় বিজেপি। আর ২০২৬ এর নির্বাচনের মাত্র কয়েকমাস আগেই এই উপনির্বাচকে ঘিরে প্রত্যাশায় সকল রাজনৈতিক দল। কালিগঞ্জ উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা থেকেই একাধারে যেমন প্রশাসনের ব্যাস্ততা নজরে এসেছে, তেমনই নজটে এসেছে রাজনৈতিক দলেরও ব্যাস্ততা, যদিও নাম ঘোষণা কে, প্রচার, সহ মনোনয়ন জমা করার ক্ষেত্রে সকলকে পেছনে ফেলে ময়দানে নেমেছে তৃণমূল। কিছুটা সময় বিলম্ব হলেও এই উপনির্বাচনের ময়দানে ঝাপিয়ে পরেছে বিজেপি। বিজেপির তরফে এবারে প্রার্থী করেছে আশিষ ঘোষকে, যিনি স্থানীয় দেবোগ্রাম এলাকার বাসিন্দা, একাধিকবার পঞ্চায়েত সদস্যও ছিলেন, আর নাম ঘোষণার সময় থেকেই প্রচারে নেমে পরেছে বিজেপিও। আর এদিন দলীয় কর্মীদের নিয়ে সকাল থেকেই এলাকায় এলাকায় প্রচার করতে দেখা যায়। প্রার্থী আশিষ ঘোষ জানান,

এদিন তিনি মাটিয়ারী পঞ্চায়েত ও ফরিদপুর পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন এলাকায় পায়ে হেটে প্রচার করেন, কথা বলেন স্থানীয়দের সাথে। আশিষ ঘোষ বলেন এলাকায় সাধারণ মানুষ ব্যাপক সারা, এবারে মানুষ বিজেপিকেই ভোট দেবে। এলাকায় সাধারণ মানুষের থেকে কি কি অভিযোগ পেলেন প্রশ্নের জবাবে আশিষবাবু জানান তৃণমূলের যে পাহার প্রমান দুর্নীতি সাধারণ মানুষ তার থেকে নিস্তার পেতে চায়, আর তাই এবার সব ভোট বিজেপিকেই দেবে বলেও আশাবাদী বলে জানায়। তবে কালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবে সেটা দেখা এখন সময়ের অপেক্ষা।

আবার সেরার সেরা পুরুলিয়ার ভূমিকন্যা দেবদত্তা মাঝি

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৪ জুন ঃ পুরুলিয়ার আড়শা ব্লকের জামবাদ গ্রামে আদি বাড়ি দেবদত্তার। কৃতী ছাত্রীর বাবা জয়ন্ত মাঝি ও মা শেলি দাঁ কর্মসূত্রে বর্ধমানের কাটোয়াতে থাকেন। মেয়ের এই সাফল্যে খুবই খুশি দেবদত্তা মাঝির মা শেলি দাঁ। তিনি বলেন , খুবই কঠিন একটি পরীক্ষা ছিল এটি। দেবদত্তা কঠোর পরিশ্রম করে এই সাফল্য পেয়েছে। আবারও সেরার সেরা পুরুলিয়ার ভূমিকন্যা দেবদত্তা মাঝি। এবার সর্বভারতীয় জয়েন্টে (অ্যাডভ্যান্স) মেয়েদের মধ্যে সেরা দেবদত্তা। সোমবার সর্বভারতীয় জয়েন্টের (অ্যাডভ্যান্স) ফল প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায় ৩৬০ নম্বরের মধ্যে ৩১২ পেয়ে সারা দেশে মেয়েদের মধ্যে সেরা হয়েছে সে। সার্বিক ভাবে দেশের নিরিখে তার র‍্যাঙ্ক ১৬ । প্রথম দিকে আইআইটি পড়ার স্বপ্ন থাকলেও, জয়েন্টের রেজাল্ট বদল করেছেন দেবদত্তা। তিনি বলেন,

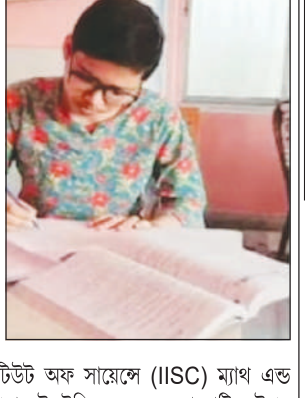

আগামী দিনে বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে (IISC) ম্যাথ এন্ড কম্পিউটিং-র উপর বিটেক করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং রোবোটিক্স উপর গবেষণা করার ইচ্ছা রয়েছে তার। দেবদত্তা ছোট থেকেই ভীষণ মেধাবী। ২০২৩ সালে মাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে প্রথম। উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে ষষ্ঠ। জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেন) প্রথম সেশনে রাজ্যের প্রথম, জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেন) দ্বিতীয় সেশনে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রথম, তারপর জয়েন্ট (অ্যাডভ্যান্স) পরীক্ষায় আবার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রথম হলেন দেবদত্তা।

জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জুন ঃ জামাইয়ের হাতে প্রাণ হারাতে হল শ্বশুরকে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চিলকাপাড়া এলাকার এই ঘটনা রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, গতকাল সন্ধ্যেয় জামাই শ্বশুরবাড়িতে আসে। দরজার কাছেই শ্বশুরকে পেয়ে পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। নিহতের মেয়ে সুরভি রায়ের কথায়, ' আমি বাইরে থাকি। শুনলাম বাবাকে ছুরি দিয়ে খুন করেছে স্বামী। আমি ওর সঙ্গে থাকতাম না। বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম কয়েক মাস আগে। পারিবারিক অশান্তির কারণেই বেরিয়েছিলাম। কয়েকদিন বাবার বাড়িতে থাকব বলে এসেছিলাম, কিন্তু বাবার পরিণতি এই করবে ভাবতে পারিনি। আমরা উপরে অত্যাচার করত। ' অভিযুক্ত জামাইয়ের নাম বিপুল রায়। সোমবার রাতেই অভিযোগ পেয়ে তড়িঘড়ি তাকে গ্রেপ্তার করে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিস। অভিযুক্তের ভাই কাজু রায়ের কথায়, ' আমি শুনলাম ওর স্ত্রীকে দেখতে গেছিল। কিন্তু সেখানেই শ্বশুর-শাশুড়ির কটূক্তি শুনতে হয় ওকে। আর এতেই বচসা হয়। রাগের মাথায় হাতাহাতি হয়। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যা শুনলাম, এই বচসার জেরেই খুন। ওদের পারিবারিক অশান্তি লেগেই থাকত।' নিহতের স্ত্রী বলেন, গতকাল সন্ধ্যেয় জামাই আমাদের বাড়িতে আসে। আমার স্বামী বাড়ির দরজা বন্ধ করতে গিয়েছিল কোনও ঝগড়ায় জড়াব না বলে। তার মধ্যেই জামাই ওর পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি দারজার কাছেই ও লুটিয়ে পড়েছে। জামাইয়ের কঠিন শাস্তি চাই। তা না হলে আমাদের সবাইকে শেষ করে দেবে।

জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির আওতায়)
গ্রাম + পোষ্ট- জৌগ্রাম, থানা-জামালপুর,
জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩১৬৬

ই টেন্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি

প্রধান, জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ, পিডব্লুডি, সিপিডব্লুডি এবং অনুরূপ অন্যান্য সরকার কর্তৃক নিবন্ধীকৃত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও অনুরূপ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত প্রকৃত সম্পদশালী এবং অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ Nit -01/25-26 (+Jau/478) dt 03.06.2025 বিস্তারিত শর্তাবলী জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের নোটিশ বোর্ড এবং www.wbtender.com-তে উপলব্ধ। বিস্তারিত জানতে যে কোনো কার্যদিবসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫ টার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষর
প্রধান
জৌগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত

তিস্তা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাছে দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ জুন ঃ শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়ায় তিস্তা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের লক গেটের কাছ থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি্র মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, বুধবার তিস্তা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের এক নিরাপত্তারক্ষীর নজরে আসে যে জলে একটি মৃতদেহ ভাসছে। তিনি পুলিশকে এ বিষয়ে জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কয়েকদিন আগে তিস্তায় গাড়ি তলিয়ে যায়। তাতে কয়েকজন নিখোঁজ। এই ব্যক্তি তাঁদের একজন হতে পারেন। পুলিশ ওই ব্যক্তির মৃতদেহ শনাক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

বিভিন্ন কার্যক্রমের আউটসোর্সিং

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬২৮৯৯০০; তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম ঃ ২ বছরের জন্য নিউ জলপাইগুড়িতে ওয়েল্ডিং, দরজা মেরামত, ত্রুটিপূর্ণ দরজা প্রতিস্থাপন, ইএম প্যাড পরিবর্তন, পণ্য সিক লাইন এবং ইয়ার্ড পরীক্ষায় অ্যাডাপ্টার পরিবর্তন সহ বিভিন্ন কার্যক্রমের আউটসোর্সিং। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৫৫,৪৩,৭৪৯.৪১/-টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,২৭,৭০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ২০:০০ টা এবং খোলা ১৯-০৬-২০২৫ তারিখে ২০:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নোটিশ

আমমোক্তারনামা

১) স্নিগ্ধা ঘোষ পিতা- সন্তোষ কুমার ঘোষ সাং- ত্রিশুলাপট্টি পোঃ-বোলপুর, জেলা - বীরভূম বিগত ইং ২৫.০৩.২০১৯ তারিখে বোলপুর এ.ডি. এস আর অফিসে রেজিষ্টীকৃত ৪ নং বাহির ৯৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে সুবীর দাস পিতা শম্ভুনাথ দাস কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী সুবীর দাস নিম্ন তপশীল জেলা-বীরভূম থানা-বোলপুর মৌজা-মধুসুধনপুর জে.এল নং -৬৮ খতিয়ান নং ২০২ দাগ নং-১৪৩। ভূমি যাহা ২৮.০৩.২০২৪ তারিখে বোলপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্টীকৃত ১ নং বাহির ৩৪৩৫, ৩৪৩৬ ও ৩৪৩৭ এবং নং কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সবলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ৭ দিন মধ্যে।

ইতি
দীলিপ কুমার মুখাজী
আইনজীবী বোলপুর কোট, বীরভুম

OFFICE OF THE DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad

NOTICE INVITING e-TENDER NO-(1)08/15 th CFC/2024-25 & (2) 09/15 th CFC/2024-25

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 2(Two)Nos. different works. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **http://wbtenders.gov.in** from **02.06.2025 at 18.00 Hours to 12.06.2025 up to 17.00 Hours**. The pre-qualification documents alone will be opened on **16.06.2025 at 17.00 hours.**

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/১৭_২০২৫/কে/২৫৪; তারিখ: ৩০-০৫-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. ঃ ১৭_২০২৫; কাজের নাম ঃ বাণিজ্যিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "কাটিহার ডিভিশনের কাটিহার, পূর্ণিয়া জংশন, ফোর্বসগঞ্জ জংশন, যোগবাণী, কিষাণগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জংশন, দার্জিলিং এবং ঘুম স্টেশনে সাইনেজ বোর্ড স্থাপন।" টেন্ডার মূল্য: ৪৬,৮৩,৪৪৮/-টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৯৩,৭০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৫:০০ টা এবং খোলা ২৩-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office Of The Khalna Gram Panchayat
Vill- Khalna, Po- Khalna, Ps- Joypur, Dist – Howrah, Pin- 711413

NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) e-NIT-KGP-15th CFC-2025-26-SL 01-07 & (2) e-NIT-KGP-15th CFC-2025-26-SL 08-13

The Pradhan, Khalna Gram Panchayat, invites e-tender for the 13 (Thirteen) Nos. different works. Bid Submission closing (Online): **13.06.2025 11-00 A.M**. Bid opening date for Technical Proposals (Online): **16.06.2025 11-00 A.M.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Khalna Gram Panchayat

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 8/25/CFC, (2) WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 9/25/CFC & BEUP

For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 25 (Twenty-five) Nos. different works. Document download/sale start date from **02/06/2025 at 5.00 PM**. Bid Submission starting from **02/06/2025 at 05.00 PM**. Last date of submission of Bid on **09/06/2025 at 02.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **11/06/2025 at 03.00 P.M.**
For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে

খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (''ব্যাঙ্ক'') নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।
সম্মত ঋণের শর্তানুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নিচের লোন অ্যাকাউন্টগুলো বকেয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ, যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকারের আবেদন করেছিল এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করেছিল, যা ব্যর্থ হয়। ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতায় থাকবে।
ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণগ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা পরিশোধের জন্য **১৩ জুন ২০২৫** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংক. ঋণগ্রহীতাদের এও অবহিত করা হয় যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে আরও কমে যায় যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি তৈরি হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জামানত একের মধ্যে বিক্রি করবে (১) ক্যালেন্ডার দিন, এই বিষয়ে আর কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতাদের নাম	বকেয়া পরিমাণ ২ জুন ২০২৫ পর্যন্ত	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ
১	xxxx5020	বিকাশ কুমার সেঠিয়া	১,৩১,০২৪.৮২	০২-০৬- ২০২৫
২	xxxx4659	প্রলয় শঙ্কর মজুমদার	৩১,৫৩৫.০০	০২-০৬- ২০২৫
৩	xxxx9622	গৌতম কর	১,১৩৪.৩৩	০২-০৬- ২০২৫
৪	xxxx1732	অঞ্জনা সিং	৪,৪২,৬৩৮.৫৬	০২-০৬- ২০২৫
৫	xxxx5118	সৌরভ লোহিয়া	৪,১২,৯৯৬.৪০	০২-০৬- ২০২৫
৬	xxxx0381	পামেলা ঘোষদস্তিদার	৪২,৯৭৮.৫৩	০২-০৬- ২০২৫
৭	xxxx7797	অরুণ কুমার বিশ্বকর্মা	১,৬৯,০০০.০০	০২-০৬- ২০২৫
৮	xxxx2763	প্রীতম কুমার আগরওয়াল	১,০৬,৭১৪.৩৩	০২-০৬- ২০২৫
৯	xxxx5250	স্মিথ কয়াল	১,১৯,৩৬৪.৮৫	০২-০৬- ২০২৫
১০	xxxx9846	আয়ুশ ভালোটিয়া	৬,০১,০৩৯.৩২	০২-০৬- ২০২৫

তারিখ- ০৫ ।০৬ ।২০২৫
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ

স্বা /-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

SWAMI VIVEKANANDA GRAM PANCHAYAT
AKSHAYNAGAR, KAKDWIP, Dist.-South 24 Pgs., W.B.

NIT NO.-318(20)/SVGP/2025 Dated-05/06/2025

Last date of Submission On or before **16/06/2025 (up-to 5 PM)** Date of Opening **-19/06/2025 (From 02:00P.M)** (For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in)**
Thanking You

Sd/- Pradhan
Swami Vivekanand Garm Panchayat

Office Of The Para Gram Panchayet
PO: Para PS: Para Dist: Purulia

NOTICE INVITING e-TENDER No. 02/2025-26/15 Th FC

e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund.
i) Date of Sale of tender document: From **05/06/2025 from 10 AM**
ii) Last date of submission of e-tender with documents: **12/06/2025 upto 4 PM**
For further details please contact with the Office of the Para Gram Panchayet.

Sd/-
Pradhan
Para Gram Panchayet

NIMTITA GRAM PANCHAYAT

NIeT No: WB/MSD/NIMTITA/02/2025-26 TO NIeT No: WB/MSD/NIMTITA/07/2025-26 Vide Memo No-91/NGP/25 dated-29/05/2025. Last date of submission of tender- **11/06/2025 upto 10.00 AM**. For Details See office notice board or visit Website: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Aliyara Bibi
Prodhan
Nimtita Gram Panchayet

OFFICE OF THE PRODHAN
MASHAT GRAM PANCHAYAT
(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)
Vill+PO:-Mashat, Dist: Hooghly, Pin-712701
E-mail ID: mashatgp@gmail.com

Memo No:- (i) 345/MGP/2025, (ii) 346/MGP/2025, & (iii) 347/MGP/2025 Dated:-04/06/2025

E-QUOTATIONS/E-TENDERS NOTICE

Notice is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat for 6(Six) different works. Document download & sale starting(Online) **04.06.2025 at 18.00 Hrs**. Last date of submission of Bid proposal(online) **10.06.2025 at 03.00 PM**. Bid opening date(Technical): **12.06.2025 at 03.00 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Mashat Gram Panchayat

Office of The Block Development Officer
Balarampur Development Block, Purulia
PO-Rangadih, PS-Balarampur, Pin-723143

NOTICE INVITING 04 NO E-TENDER No WB/BDO/BLR NIET-02/2025-26, WB/BDO/BLR NIET-03/2025-26, WB/BDO/BLR NIeT-04/2025-26, WB/BDO/BLR NIET-05/2025-26 Dated-03.06.2025

E-Tender are invited by the undersigned from the bonafied contractor for 04 nos. Construction work under Balarampur Development Block. Period for downloading of bid documents **04.06.2025 from 11:00 A.M up to 17.06.2025 to 6:55 PM.** End date of submission of bid document **upto 17.06.2025 to 6.55 PM**. and the time & date of opening of Technical bid on **20.06.2025 at 11 A.M.** The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development Officer
Balarampur Development Block

QUOTATION NOTICE

The Executive Officer of Cooch Behar Municipality invites Quotation for Rate quote of different Stainless Steel Section.
Submission end date-**18-06-25**
Details information will be available from the Office of the undersigned.

Sd/-
Executive Officer
Cooch Behar Municipality.

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bhandergacha Gram Panchayat, Panpur, Amta, Howrah, for 1 no. of work vide Memo No.- **Bhan/140/2025, Dated-04/06/2025** to **Bhan/148/2025, Dated-04.06.2025, (wbtenders.gov.in).** Date of e-Published: **04-June-2025 11:00 AM,** Closing Date: **14-June-2025 18:00 PM,** Opening Date(Technical): **17-June-2025 11:00 AM**. Date of Opening of Bid (Financial):-To be Notified latter on. Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/-Pradhan,
Bhandergacha Gram Panchayat,
Panpur, Amta, Howrah.

ASHIRWAD STEELS & INDUSTRIES LTD.
CIN: L51909WB1986PLC040201
Regd.Office: 6, Waterloo Street, 5th Floor, Room NO.506, Kolkata - 700 069
Phone Nos.(033) 22430372 / (033) 22430376
E-mail : ashirwadsteels@gmail.com > Website: www.ashirwadsteels.com

NOTICE AND INFORMATION REGARDING THE 39TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE EVOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Thursday, the 10th July, 2025 at 12:30 P.M. through video conferencing or other Audio Visual Means (OAVM), as per the framework issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024.

The Notice of the 39th AGM and the Annual Report including the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025, has been sent only by e-mail to all those Members (as per benepose dated 23rd May, 2025), whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants, in accordance with MCA Circular(s) and SEBI Circular(s). Annual report of the Board of Directors is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and shall also be available on company's website www.ashirwadsteels.com.

Further members are herby informed that dispatch of the Notice and the Annual Report for the Financial Year 2024-2025 corresponding to 39th Annual General Meeting of Ashirwad Steels & Industries Limited to be held on Thursday, the 10th July, 2025 Thursday at 12:30 PM, has been completed on 04th June, 2025, in conformity with the regulatory requirements.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the voting eligibility cut off date of 03r July, 2025 may cast their votes electronically on the Ordinary Business and Special Business, as set out in the Notice of the 39th AGM through electronic voting (remote -voting) facility of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All the members are informed that:-

a) All businesses/resolutions set forth in the Notice of the 39th AGM may be transacted by voting through electronic means;
b) The remote e-voting period shall commence on Monday, 07th July, 2025 at 9.00 A.M. and end on Wednesday, 09th July, 2025 at 05.00 P.M.
c) The cut off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through e- voting system for the 39th AGM is 03rd July, 2025.
d) Persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of the notice and Annual report and hold shares as on the voting cut-off date of 03rd July, 2025, may obtain the login ID and password by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or the Registrar And Transfer Agent M/s Niche Technologies Private Limited at nichetechpl@nichetechpl.com.
e) **Members may note that :-**
(i) Remote e-voting module shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on 09th July, 2025 and the same shall be disabled by CDSL thereafter and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
(ii) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 39th AGM may participate in the 39th AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their votes again through the e-voting system during the 39th AGM;
(iii) The Members participating in the AGM and who had not cast their votes by remote e-voting, shall be entitled to cast their votes through e-Voting system on 10th July, 2025, being the 39th AGM date till permitted time;
(iv) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e- voting during the 39th AGM; The Notice of the 39th AGM and the Annual Report are available on the Website of the Company at www.ashirwadsteels.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and also available on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com;
(v) Kindly note that Individual Members holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with their Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email id in their demat accounts in order to access the E-voting facility. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for E-voting and joining virtual meetings (and/ or AGM) are explained in the Notice of the 39th AGM. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800 22 55 33.
The attendance of the members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the companies act, 2013.
The above informations are being issued for the information and benefits of all members of the company and in compliance with the MCA and SEBI circulars as stated above.

For Ashirwad Steels & Industries Limited
Sd/-
Sonal Agarwal
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 04.06.2025

মোহনবাগানে ভোটাভুটি এড়িয়ে মধ্যপথের চেষ্টা!

কালীঘাটের নির্দেশে দেবাশিসকে নিরস্ত করতে এবার আসরে অরূপ বিশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মেঃ চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকেই মোহনবাগানের নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়েছে। সেদিন কালীঘাট মন্দিরের স্কাইওয়াকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিক পিছনে বসেছিলেন সৃঞ্জয় বসু। আর মোহনবাগান ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত ছিলেন দর্শকাসনে। দেওয়াল লিখন তাতেই স্পষ্ট ছিল। কিন্তু এমন সাদাকালোয় ইঙ্গিতের পরেও মোহনবাগানের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছে তাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোটেও খুশি নন বলেও খবর। বরং কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, দিদি মনে করছেন, শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের ঐতিহ্য ও গরিমার সঙ্গে এই চাপানউতোর ঠিক মানাচ্ছে না। শাসক দল ও মোহনবাগান ক্লাব সূত্রে খবর, দিদির দেওয়া ফর্মুলা নিয়ে এখন মাঠে নেমেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও মোহনবাগানের কর্মকর্তা কুণাল ঘোষ। তাঁরা মেঘনাদের মতই আড়াল থেকে রফাসূত্রের জন্য দৌত্য শুরু করেছেন। সেই রফাসূত্রের মোদ্দা কথা একটাই, ভোটাভুটি ও কাদা ছোড়াছুড়ি এড়িয়ে সৃঞ্জয় বসুকে সচিব পদে মেনে নেওয়া হোক। আর দেবাশিস দত্তকে দেওয়া হোক ক্লাব সভাপতি পদের দায়িত্ব। যে পদে ছিলেন টুটু বসু তথা স্বপনসাধন বসু। মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনে ভোটের দিন তারিখ ঘোষণা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে য়তালা ও জমা দেওয়ার কাজ চলছে জোর গতিতে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৯ জুন। এবারের নির্বাচনে দুই প্রতিপক্ষ একসময়কার হরিহর আত্মা দেবাশিস দত্ত ও সৃঞ্জয় বসু। কিন্তু এবার নির্বাচন ঘিরে দুই শিবিরের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। অনেকের মতে, দেবাশিস ব্যাপারটাকে ইগো ইস্যু করে নিয়েছে। আবার দেবাশিস দত্তকে খোলাখুলিই ইন্ধন জোগাতে শুরু করেছেন সৃঞ্জয় বসুর ভাই সৌমিক বসু। কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, দেবাশিস দত্তের উচিত সমঝোতার পথে হাঁটা। এর আগে ক্লাব বহির্ভূত কারণে সৃঞ্জয় বসু ভোটাভুটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। গত ভোটে সৃঞ্জয় কোনও প্যানেলও দেননি। ফলে অনায়াসে সচিব হয়ে তিন বছর কাটিয়েছেন দেবাশিস। ক্লাব চালাতে কখনও কোনও বাধার মুখে পড়তে হয়নি। দেবাশিসের উচিত সেটাও মাথায় রাখা। এও মাথায় রাখতে হবে, মোহনবাগানের আর্থিক সংকটের দিনে এই বসু পরিবারই ছিল একমাত্র মধুসূদন। এই বিষয়ে দেবাশিস দত্ত বলেন, ''মনোনয়ন পেশ করার করার আগে আমি কিছু বলতে চাই না। আগে মনোনয়ন পেশ করব, তার পর যা বলার বলব।'' অর্থাৎ দেবাশিস এখনও অনড় মনোভাবেরই বার্তা দিতে চেয়েছেন। কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ এক নেতা এদিন বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনে মাথা গলাতে চান না। তবে তিনি অবশ্যই চান ময়দানের ভাল হোক।'' সাম্প্রতিক অতীতে যতবারই মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা মহামেডানের সমস্যা হয়েছে, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। এ বারও তাঁর বার্তাকে সেই প্রেক্ষাপটে দেখা যেতে পারে। এখন দেখার কালীঘাটের এই বার্তার পরও দেবাশিস দত্ত ভোটাভুটিতে অনড় থাকেন, নাকি সমঝোতার সূত্রই মেনে নেন।

'এই ট্রফি তোমারও'

দুঃখের সঙ্গী ডিভিলিয়ার্সকে সুখের দিনে কাছে টেনে নিলেন 'বন্ধু' বিরাট

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিপদের দিনে, লড়াইয়ের সময় পাশে ছিলেন যাঁরা, তাঁরা হাজির হলেন উৎসবের মঞ্চে। সাইডলাইনের ওপারে এবি ডিভিলিয়ার্স। আর এপারে বিরাট কোহলি। কয়েক হাতের ব্যবধান। অথচ সময়ের নিরিখে কয়েক বছরের। ২০২১-এ আইপিএল সহ ক্রিকেটের সমস্ত ফর্ম্যাটকে বিদায় জানান দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার। বিরাটের সঙ্গে খেলেছেন আরসিবির হয়ে। অনেক বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কাছাকাছি, কখনও দোরগোড়ায় পৌঁছেও ট্রফি অধরা রয়ে গিয়েছে। কাল মাঠে এসেছিলেন, কমেন্ট্রি বক্সে বসেছিলেন ফর্মাল পোশাকে। কিন্তু ট্রফি উত্তোলনের মঞ্চে বেঙ্গালুরুর আইকনিক জার্সিতে উচ্ছ্বাসে মাতলেন ডিভিলিয়ার্স। পাশে কোহলি। অন্যদিকে ক্রিস গেইল। আরসিবির ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর! দল হিসেবে রিয়াল মাদ্রিদের 'গ্যালাকটিকোসে'র সঙ্গে তুলনা হত যাদের, সেই ভিন্টেজ আরসিবি একবারও আইপিএল জেতেনি! বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে স্কোরবোর্ড উপচানো রান উঠেছে। হাত খুলে রান করেছেন তিন ক্রিকেটার। তবুও ভাগ্য সদয় হয়নি। বছর এসেছে। বছর ঘুরেছে। প্রতি মরশুমে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে। কিন্তু বন্ধুত্ব তো নিছক সাফল্য মেপে চলে না। বরং, কাঁধে কাঁধ মিলে লড়াইয়ের পর ব্যর্থতায় তার আঁট আরও জোরালো হয়। তাই পুরনো সতীর্থদের কাছে পেয়ে বিরাট বলে ওঠেন, ''কেরিয়ারের সেরা সময় ওঁদের সঙ্গে কাটিয়েছি। জানি, কী প্রবলভাবে ট্রফি জেতার চেষ্টা চালিয়েছি। আমরা খুব ভাল দল ছিলাম। বিস্ফোরণের সমস্ত বারুদ মজুত ছিল! কিন্তু তাতেও শিকে ছেঁড়েনি। তিনজনই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে শ্রেষ্ঠ সময় দিয়েছি।'' তারপরই গেইল

এবং ডিভিলিয়ার্সের দিকে ইঙ্গিত করে বিরাট জুড়ে দেন, ''আনন্দ ১০ গুণ বেড়ে গিয়েছে, তার কারণ এই দুজন আমার পাশে দাঁড়িয়ে। এই সাফল্য যতটা আমার ততটা ওঁদেরও। এই তিন সদস্য দলকে নিজের সর্বস্ব দিয়েছেন। যখন বেঙ্গালুরু এলেন, কী উন্মাদনাই না ছড়িয়েছিল। এটা একইভাবে ওঁদেরও ট্রফি।''

প্রাক্তন লাল-হলুদ কোচ কুয়াদ্রাতের কাঁধে নতুন দায়িত্ব

ম্যানিলা, ৪ জুনঃ ফিলিপাইন জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচ আলবার্ট কাপেলাস ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন। ঠিক এমন এক সময়ে দল এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ বাছাইপর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সহকারী কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। যিনি অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন ফিলিপাইন জাতীয় ফুটবল দলের। কাপেলাসের বিদায়ের খবরে কিছুটা ধাক্কা খেলেও, কুয়াদ্রাতের অভিজ্ঞতা এবং প্রোফাইল দেখে আশা করা যায় যে দল তার নেতৃত্বে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারবে। স্প্যানিশ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাব বেঙ্গালুরু এফসিকে

২০১৮-১৯ মরসুমে শিরোপা এনে দিয়েছিলেন এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে ২০২৪ সালের কলিঙ্গ সুপার কাপ জিতেছেন। তার কোচিং দক্ষতা ও কৌশলগত পরিকল্পনার জন্য তিনি ইতিমধ্যেই দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবল মহলে সুপরিচিত। স্প্যানিশ কোচ দীর্ঘদিন স্পেন ও এশিয়ার বিভিন্ন ক্লাবে কাজ করেছেন, যেখানে তিনি প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড়দের তুলে আনার ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ফিলিপাইনের কোচিং স্টাফে তিনি কাপেলাসের অধীনে সহকারী কোচ হিসেবে যুক্ত হন এবং দলের সাম্প্রতিক উন্নতির পেছনে তাঁর অবদানও কম নয়। এখন তিনি অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে সেই পথচলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ফিলিপাইন ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কাপেলাস একটি সুসংগঠিত 'ব্লুপ্রিন্ট' রেখে গেছেন, যা কুয়াদ্রাত অনুসরণ করবেন। তার অভিজ্ঞতা ও বর্তমান দলের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া, বিশেষ করে তরুণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে, দলের ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কুয়াদ্রাতের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ১০ জুন তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। মার্চ মাসে মালদ্বীপকে ৪-১ গোলে হারিয়ে দল ভালো সূচনা করেছে এবং এখন গ্রুপ 'এ'তে টিকে থাকার জন্য এই ম্যাচ জিততেই হবে। তাঁর নেতৃত্বে ফিলিপাইন দলের লক্ষ্য হবে শুধু বাছাইপর্বে সফলতা অর্জন নয়, বরং এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন করা। ২০১৯ সালের মতো আবারও এশিয়ান কাপের মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়া এখন পুরো দলের প্রধান লক্ষ্য। ফিলিপাইনের ফুটবলপ্রেমীরা আশাবাদী যে কুয়াদ্রাতের অভিজ্ঞতা, কৌশল এবং প্যাশন দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে নতুন উচ্চতায়। তাঁর কোচিংয়ে যদি দল ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে, তবে ফিলিপাইন দ্বিতীয়বারের মতো এশিয়ার সেরা মঞ্চে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারবে।

২৫ বছরের ট্রেন্ড ভাঙার চ্যালেঞ্জ এবার রোনাল্ডোদের

মিউনিখ, ৪ জুনঃ নেশন্স লিগ জেতার স্বপ্ন এখনও অধরা জার্মানির কাছে। এখনও পর্যন্ত নেশন্স লিগ হয়েছে তিনটি। ২০১৯-এ প্রথমটি জিতেছিল পর্তুগাল, ২০২১-এ চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স, ২০২৩-এ স্পেন। জার্মানি এই তিন বারে প্রথম চার টিমের মধ্যেই থাকতে পারেনি। এ বার নতুন ক্যাপ্টেনের হাত ধরে প্রথম নেশন্স লিগ জেতার স্বপ্ন দেখছে জার্মানরা। নতুন ক্যাপ্টেন অর্থাৎ জোশুয়া কিমিচ। মানুয়েল ন্যুয়ের অবসর নেওয়ার পরে কিমিচকেই ক্যাপ্টেন করেছে জার্মানি। কিমিচের কথায়, ''ক্যাপ্টেন হওয়াটা দারুণ গর্বের। বিশেষ করে যখন দেখি, আগে কারা ক্যাপ্টেন ছিলেন। এক দিকে, নিজের স্বাভাবিক সত্ত্বা ধরে রাখতে চাই। একই সঙ্গে চাই, টিম সাফল্য পাক।'' ১০০তম ম্যাচও খেলতে চলেছেন কিমিচ। জার্মান কোচ জুলিয়ান নাগেলসমান অবশ্য টিম নিয়ে বেশ সমস্যায়। চোটের জন্য নেই মুসিয়ালা, হ্যাভার্জ, বিসেক, রুদিগার, স্লটারবেকের মতো একঝাঁক ফুটবলার। গোলে তাঁকে ভরসা রাখতে হবে সদ্য চোট সারিয়ে ফেরা বার্সা কিপার তের স্তেগেনের উপরে। পর্তুগালের সমস্যা বর্তমান টিম নিয়ে নয়। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, জার্মানির বিরুদ্ধে তাদের পারফরম্যান্স মোটেই বলার মতো নয়। ১৯টি ম্যাচে মাত্র তিনটি জিতেছে পর্তুগাল, ১১টি জার্মানি, বাকি ড্র। তা-ও শেষ জয় ২০০০ সালের ইউরোয়। গত ২৫ বছরে জার্মানিকে না হারাতে পারার গ্লানি নিয়েই আজ মাঠে নামবেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। সদ্য ১০০ ম্যাচ খেলেছেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার বের্নার্দো সিলভা। তিনি ভরসা রাখছেন টিমের ফর্মে থাকা সদ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগজয়ীদের উপরে। বের্নার্দোর কথায়, ''গনসালো রামোস, নুনো মেন্দেস, জোয়াও নেভেস, ভিতিনিয়ারা সদ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে। বাকিরাও উচ্চ পর্যায়ে খেলছে। ২৫ বছর জার্মানিকে না হারানোর ব্যাপারটা জানতাম না। আমরা জিততে চাই। ইতিহাস এমনিই তৈরি হবে।''

আরসিবির বিজয় উৎসবে বিশৃঙ্খলা

চিন্নাস্বামীর কাছে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ১১ জনের, আহত অন্তত ২৫

বেঙ্গালুরু, ৪ জুনঃ আইপিএল জয়ের উৎসব বদলে গেল বিষাদে। ট্রফি নিয়ে জয়োৎসবে বেরিয়েছিল আরসিবি। হাজির হয় ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। আর বাইরে হাজির দর্শকদের ভিড়ে তৈরি বিশৃঙ্খলায় পদপিষ্ট হয়ে মারা গেলেন ১১ সমর্থক। বেসরকারি সূত্রের খবর, মৃতদের মধ্যে ছ'বছরের শিশুকন্যাও রয়েছে। আহত অন্তত ২৫। তাঁদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের বোরিং হাসপাতাল ও বৈদেহী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হুড়োহুড়ি ও দুর্ঘটনার ঘটনার জেরে আরসিবি শিবির ওপেন-বাস প্যারেড ইতিমধ্যে বাতিল করেছে। বিরাট কোহলিরা স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছে সাধারণ বাসে। বাইরে যখন চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তখন মাঠের ভেতর উদযাপন চলছে! বিরাট সমর্থকদের সামনে ট্রফি মেলে ধরেছেন, হাত নাড়িয়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন বাকি ক্রিকেটাররাও। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেন, ''অদ্যধিক ভিড় ছিল। জনতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। আমরা জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার সময়ই পাইনি।'' উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার বলেন, ''আমরা ৫ হাজার পুলিশকর্মীর ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু বাচ্চা বাচ্চা উৎসাহী ছেলেমেয়ের উপর লাঠি চালানোর নির্দেশ দিতে পারিনি।'' এদিন বিকেলে হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের বিমানবন্দরে এসে নামে টিম আরসিবি। সেখানে খেলোয়াড়দের স্বাগত জানাতে যান শিবকুমার। উচ্ছ্বসিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ কর্তারা নিরাপত্তা সংক্রান্ত জরুরি বৈঠকও সারেন। কিন্তু সকাল থেকে গোটা শহর জুড়ে ছিল তুমুল উন্মাদনা। পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় জুড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়িও। কর্নাটকের কংগ্রেসি সরকারকে এই গণমৃত্যুর দায়ী ঠাউরেছে বিরোধী দল বিজেপি। দলের তরফে অমিত মালব্য একটি ট্যুইট করে লিখেছেন, ''এই ট্র্যাজেডি অপরাধমূলক গাফিলতি। কংগ্রেস সরকার দু'হাতে রক্ত মেখেছে। শুধুমাত্র গাফিলতির কারণেই এতগুলি মানুষ জীবন দিয়েছেন। এটা কোনও দুর্ঘটনাই নয়, সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা।''

কলকাতা ফুটবলে আসন্ন মরসুমে আলো ছড়াতে পারেন যে তিন বিদেশি ফুটবলার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কলকাতার ফুটবল মাঠ ভারতীয় ফুটবলের হৃদপিণ্ড হিসেবে পরিচিত। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতায় কলকাতার দুই প্রধান দল-মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং ইস্টবেঙ্গল এফসি-তাদের বিদেশি খেলোয়াড়দের দিয়ে মাঠে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। ২০২৫-২৬ মরসুমে শিল্ডজয়ী মোহনবাগানের তিনজন বিদেশি তারকা-জেমি ম্যাকলারেন, দিমিত্রি পেত্রাতোস এবং জেসন কামিংস-কলকাতার ফুটবলকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে প্রস্তুত। এই অস্ট্রেলিয়ান ত্রয়ী তাদের গোল করার ক্ষমতা, মাঝমাঠের সৃজনশীলতা এবং মাঠের বাইরের নেতৃত্বের জন্য পরিচিত। এই প্রতিবেদনে আমরা এই তিন খেলোয়াড়ের সম্ভাবনা এবং কলকাতার ফুটবলের উপর তাদের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

১. জেমি ম্যাকলারেন (অস্ট্রেলিয়া, মোহনবাগান সুপার জয়ান্ট)

জেমি ম্যাকলারেন অস্ট্রেলিয়ার এ-লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে পরিচিত। মেলবোর্ন সিটির হয়ে তিনি টানা তিনবার গোল্ডেন বুট জিতেছেন এবং তার গোল করার ধারাবাহিকতা তাকে বিশ্ব ফুটবলে একটি বড় নাম করে তুলেছে। ২০২৫-২৬ মরসুমে মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার পর ম্যাকলারেন কলকাতার সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনার জন্ম দিয়েছেন। তার বক্সের মধ্যে শান্ত মাথায় ফিনিশিং, হেডারে দক্ষতা এবং গতি তাকে একজন বিপজ্জনক স্ট্রাইকার করে তুলেছে। ম্যাকলারেনের খেলার ধরন মোহনবাগানের আক্রমণাত্মক কৌশলের সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই। তিনি দ্রুত কাউন্টার-অ্যাটাক এবং উইং থেকে ক্রসের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন। গত মরসুমে অস্ট্রেলিযার এ-লিগে ২৩ গোল করার পর তিনি আইএসএলে ১৫-২০ গোলের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কলকাতার সমর্থকরা তার গোল উদযাপনের স্টাইল এবং মাঠে আবেগঘন পারফরম্যান্সের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ম্যাকলারেন যদি তার ফর্ম ধরে রাখেন, তবে তিনি আইএসএলের গোল্ডেন বুটের দৌড়ে শীর্ষে থাকবেন।

২. দিমিত্রি পেত্রাতোস (অস্ট্রেলিয়া, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট)

দিমিত্রি পেত্রাতোস আরেকজন অস্ট্রেলিয়ান তারকা, যিনি মোহনবাগানের মাঝমাঠে সৃজনশীলতার ছোঁয়া যোগ করেছেন। পেত্রাতোস তার দূরপাল্লার শট, ফ্রি-কিকে দক্ষতা এবং পাসের নির্ভুলতার জন্য পরিচিত। আইএসএলে তার পূর্বের মরসুমে তিনি ৮টি গোল এবং ৭টি অ্যাসিস্ট করেছেন, যা দলের প্লে-অফে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার মাঝমাঠে বল ধরে রাখার ক্ষমতা এবং আক্রমণভাগে খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমন্বয়তাকে একজন অপরিহার্য খেলোয়াড় করে তুলেছে। ২০২৫-২৬ মরসুমে পেত্রাতোসের কাছ থেকে আরও বড় পারফরম্যান্স প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তিনি জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে জুটি বেঁধে দলের আক্রমণকে আরও ধারালো করতে পারেন। তার দূরপাল্লার গোল এবং ফ্রি-কিক থেকে স্কোর করার ক্ষমতা কলকাতার সমর্থকদের জন্য দৃশ্যমান আনন্দের উৎস। সমর্থকরা আশা করছেন, পেত্রাতোস এই মরসুমে ১০টির বেশি অ্যাসিস্ট এবং ৫-৭টি গোল করবেন। তার নেতৃত্ব এবং মাঠে শান্ত মাথার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা মোহনবাগানকে শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে রাখতে পারে।

৩. জেসন কামিংস (অস্ট্রেলিয়া, মোহনবাগান)

জেসন কামিংস আরেকজন অস্ট্রেলিযান ফরোয়ার্ড, মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার পর থেকে কলকাতার ফুটবল ভক্তদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। গত মরসুমে তিনি মোহনবাগানের হয়ে ১০টি গোল এবং ৬টি অ্যাসিস্ট করেছেন, এবং এই মরসুমে মোহনবাগানের সবুজ-মেরুন জার্সিতে তিনি নতুন উদ্যম নিয়ে মাঠে নামছেন। তার গতি,

বক্সের মধ্যে ফিনিশিং এবং প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে চাপে রাখার ক্ষমতা তাকে একজন বিপজ্জনক স্ট্রাইকার করে তুলেছে। কামিংসের খেলার ধরন মোহনবাগানে দ্রুত এবং আক্রমণাত্মক ফুটবলের সঙ্গে মানানসই। তিনি উইং থেকে ক্রস কাজে লাগাতে পারেন এবং প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের ভুলের সুযোগ নিতে পারদর্শী। এই মরসুমে তিনি ১৫ গোলের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামছেন, যা মোহনবাগানকে আইএসএল শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে রাখতে পারে। কলকাতার সমর্থকরা তার আবেগঘন গোল উদযাপন এবং মাঠে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য মুগ্ধ।

কেন এই তিন খেলোয়াড় বিশেষ?

জেমি ম্যাকলারেন, দিমিত্রি পেত্রাতোস এবং জেসন কামিংস কলকাতার ফুটবলের জন্য বিশেষ কারণ তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং মাঠে প্রভাব ফেলার ক্ষমতা। এই তিনজনই অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে খেলেছেন এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। ম্যাকলারেনের গোল করার ধারাবাহিকতা, পেত্রাতোসের মাঝমাঠে সৃজনশীলতা এবং কামিংসের গতি ও ফিনিশিং কলকাতার এই অন্যতম প্রধান দলকে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। তাদের পারফরম্যান্স শুধু মাঠে প্রভাব ফেলবে না, বরং তরুণ ভারতীয় খেলোয়াড়দের জন্য শিক্ষণীয় হবে।

সম্ভাবনা এবং প্রত্যাশা

এই তিন খেলোয়াড়ের মাধ্যমে কলকাতার ফুটবল ২০২৫-২৬ মরসুমে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে। মোহনবাগানের কামিংস, ম্যাকলারেন-পেত্রাতোস জুটি দলের আক্রমণকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে পারে, তাদের গোল করার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে। এই খেলোয়াড়রা আইএসএলের পাশাপাশি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ফুটবলের মান উন্নত করতে পারেন। সামাজিক মাধ্যমে কলকাতার ফুটবল ভক্তরা ইতিমধ্যে এই তিন তারকাকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। এক্স-এ একজন সমর্থক লিখেছেন, ম্যাকলারেন এবং পেত্রাতোস মোহনবাগানকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলবে! আরেকজন লিখেছেন, কামিংস মোহনবাগানের জন্য এই মরসুমে সোনার মতো গোল এনে দেবে। এই উসাহ প্রমাণ করে যে এই তিন খেলোয়াড় কলকাতার ফুটবল ভক্তদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫-২৬ মরসুমে জেমি ম্যাকলারেন, দিমিত্রি পেত্রাতোস এবং জেসন কামিংস কলকাতার ফুটবল মাঠে আলো ছড়াতে প্রস্তুত। তাদের গোল করার ক্ষমতা, মাঝমাঠে সৃজনশীলতা এবং মাঠে নেতৃত্ব কলকাতার প্রধান দল- মোহনবাগানকে আইএসএল শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে রাখতে পারে। কলকাতার ফুটবলের ঐতিহ্য এই তিন অস্ট্রেলিয়ান তারকার হাত ধরে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। সমর্থকরা তাদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এবং অবিস্মরণীয় মুহূর্তের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আপনি কোন খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্সের জন্য সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত?

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com